সমৃদ্ধির সোপানে বাংলাদেশ
উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথ রচনা

বাজেট বক্তৃতা   ২০১৫-১৬

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
৪ জুন ২০১৫

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় **সূচনা ও প্রেক্ষাপট**	
সূচনা ও প্রেক্ষাপট , ষষ্ঠ থেকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পদার্পণ, আমাদের অগ্রযাত্রার নির্দেশক হলো দারিদ্র দূরীকরণ	১-৫
দ্বিতীয় অধ্যায় **সমৃদ্ধির পথে আরো এক ধাপ** **গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অগ্রগতি**	
অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা -অর্থনৈতিক সাফল্যের আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন, কর্মসংস্থান ও মজুরি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যোগাযোগ অবকাঠামো, সামাজিক খাতে অগ্রগতি- কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা, নারী ও শিশু উন্নয়ন , শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ডিজিটাল বাংলাদেশ , স্বল্পোন্নত দেশের পর্যায় হতে উত্তরণ	৬-১৩
তৃতীয় অধ্যায় **২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট সমন্বয় ও সংশোধন**	
সংশোধিত রাজস্ব আয়, সংশোধিত ব্যয়, সংশোধিত বাজেট ঘাটতি	১৪-১৫
চতুর্থ অধ্যায় **বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি**	
বিশ্ব ও এশীয় অর্থনীতির গতিধারা , অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি- জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ , মূল্যস্ফীতি, মুদ্রা, ঋণ ও সুদের হার, আমদানি ও রপ্তানি, প্রবাস আয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বিনিময় হার	১৬-১৯
পঞ্চম অধ্যায় **২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা** **এবং প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো**	
আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ও অনুমান, আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো, সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো	২০-২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায় **উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথ রচনা**	
উন্নয়নের লক্ষ্য ও কৌশল , বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা , সরকারি বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন , দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প (Fast Track Projects), সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, অর্থনৈতিক অঞ্চল, ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ, দক্ষতা উন্নয়ন, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ, উৎপাদন নৈপুণ্যে র উন্নয়ন , বহিঃবাজার সম্প্রসারণ , গ্রামীণ অর্থনীতি, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কৌশল	২৫-৩৩
সপ্তম অধ্যায় **আগামীর পথে অগ্রযাত্রা** **খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং সম্পদ সঞ্চালন**	
মানব সম্পদ উন্নয়ন	
শিক্ষা: প্রাথমিক শিক্ষা , মানসম্পন্ন শিক্ষার সম্প্রসারণ , কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন , শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য - প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং উচ্চ শিক্ষার প্রসার	৩৪-৩৫
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ: কমিউনিটি ক্লিনিক, টেলিমেডিসিন সেবার সম্প্রসারণ, মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার আধুনিকায়ন	৩৫-৩৬
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি: বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসার	৩৬
ভৌত অবকাঠামো	
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি: বিদ্যুৎ, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন , পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন , উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় বিদ্যুৎ আমদানি , নবায়নযোগ্য জ্বালানি , সঞ্চালন লাইন , জ্বালানি উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ এবং এলএনজি আমদানি, প্রাকৃতিক গ্যাস ও তার ব্যবহার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়	৩৭-৩৯
যোগাযোগ অবকাঠামো : সড়ক-সেতু অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, বিদ্যমান সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন , যাত্রী সেবার মানোন্নয়ন, রেলপথ উন্নয়ন , পদ্মাসেতু নির্মাণ, যানজট নিরসন , বন্দর ও নৌ-পথ উন্নয়ন , বিমানবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	৩৯-৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
পানিসম্পদ: সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ , বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গণ রোধ, সমন্বিত গঙ্গার পানি এবং উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, চর এলাকার ভূমিহীনদের পুনর্বাসন	৪২-৪৩
জনকল্যাণ: খাদ্য নিরাপত্তা , সামাজিক সুরক্ষা , সমন্বিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, প্রতিবন্ধীসহ অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, উন্নয়নে নারী, শিশু অধিকার সংরক্ষণ , শিশু বাজেট , মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংরক্ষণ, জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাসী কল্যাণ , এমআরপি ইস্যু, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন	৪৩-৪৭
ডিজিটাল বাংলাদেশ: ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন, ইন্টারনেট সেবা	৪৭-৪৮
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন: কৃষি উন্নয়ন , কৃষি গবেষণা , মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন, পল্লী জনপদ	৪৮-৫০
শিল্পায়ন ও বাণিজ্য : শিল্পখাতের প্রসার , ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ, পর্যটন শিল্পের প্রসার , পাট শিল্পের গৌরব পুনরুদ্ধার , বাণিজ্য সম্প্রসারণ, সীমান্ত হাট	৫০-৫২
আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা	৫২-৫৩
জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ : বন সম্প্রসারণ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইকো-ট্যুরিজম , পরিবেশ- বান্ধব কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ , পরিবেশ সুরক্ষায় পাটজাত পণ্য, দুর্যোগ মোকাবেলা	৫৩-৫৪
আবাসন ও পরিকল্পিত নগরায়ন : নগরায়নে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা, রাজধানী ঢাকার সৌন্দর্যবর্ধন , আবাসন সুবিধার সম্প্রসারণ, গৃহ নির্মাণ ঋণ	৫৪-৫৫
তথ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ক্রীড়া: তথ্য অধিকার, ধর্ম, সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া	৫৬-৫৭
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	৫৭
অষ্টম অধ্যায় **সংস্কার ও সুশাসন**	
সরকারি ব্যয় ব্যব স্থাপনা, প্রকল্প প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত সংস্কার , সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন , পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন , আর্থিক খাত সংস্কার ,	৫৮-৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্যবসায় পরিবেশ , ভূমি ব্যবস্থাপনা , জরিপ ও রেকর্ড সংরক্ষণ , জনপ্রশাসন, সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য নতুন বেতন-স্কেল , সমৃদ্ধি সোপান ব্যাংক , পেনশন ফান্ড , আইনের শাসন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	
নবম অধ্যায় রাজস্ব খাতে সংস্কার এবং নতুন প্রস্তাবাবলী	
প্রত্যক্ষ কর-আয়কর: আয়কর হার, ন্যূনতম কর, সারচার্জ, সিগারেট ব্যবসার করহার, কো-অপারেটিভ সোসাইটির করহার, পোল্ট্রি, পোল্ট্রি ফিড, গবাদি পশুর খামার ইত্যাদি এবং হাঁস-মুরগি, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারির করহার, ব্যবসা-বাণিজ্যে বিদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, নতুন শিল্প স্থাপনে প্রণোদনা, বেতনের ওপর করারোপে সমতা আনয়ন, ওয়েজ আর্নার্সদের ওপর প্রণোদনা, বন্ড মার্কেট উন্নয়ন, উৎসে কর কর্তনের পরিধি সম্প্রসারণ, ভবিষ্যৎ দর্শন,	৬৫-৭৫
মূল্যসংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক: নতুন মূসক আইন, মূসক আরোপ, মূসক অব্যাহতি, মূসক আরোপ, হার বৃদ্ধি ও মূসকের আওতা	৭৫-৮২
আমদানি শুল্ক ও কর: শুল্কস্তর বিন্যাস, সংস্কার ও আধুনিকায়ন	৮২-৮৮
দশম অধ্যায় উপসংহার	
উপসংহার	৮৯-৯০
পরিশিষ্ট ক	৯১-১০৫
পরিশিষ্ট খ	১০৬-১২৮

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নামে

সমৃদ্ধির সোপানে বাংলাদেশ: উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথ রচনা

মাননীয় স্পীকার

১। আমি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট এ মহান সংসদে উপস্থাপনের জন্য আপনার সানুগ্রহ অনুমতি প্রার্থনা করছি।

প্রথম অধ্যায়: সূচনা ও প্রেক্ষাপট

২। বক্তব্যের শুরুতেই আমি বিনম্রচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সহকর্মী জাতীয় চার নেতাকে। স্মরণ করছি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী বীর শহীদদেরকে যাদের বীরোচিত ত্যাগের মহিমায় জাতি হিসেবে আমরা গৌরবান্বিত। দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করছি পঁচাত্তর-এর কালো রাত্রিতে ইতিহাসের জঘন্য ও নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার বঙ্গবন্ধুর নিষ্পাপ স্বজন এবং অন্যান্য শহীদদের। স্মরণ করছি তাঁদের, যাঁরা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সুসংহত করার জন্য জীবন দিয়েছেন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার-বিরোধী উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির তাণ্ডবলীলা ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের অপ-রাজনীতির শিকার হয়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছেন কিংবা অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। এসব শহীদদের পরিবার-পরিজন এবং বিভিন্ন হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে অগ্নিদগ্ধ যন্ত্রণাকাতর মানুষদের জন্য রইল আমাদের গভীর সহমর্মিতা। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের নিরন্তর অভিযাত্রায় তাঁদের এ অনন্য আত্মত্যাগ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

মাননীয় স্পীকার

৩। আপনি জানেন, সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমাদের চলতি মেয়াদের প্রথম বাজেট ঘোষণা করেছিলাম। লক্ষ্য অনুযায়ী সাত শতাংশের ওপর প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে প্রথম ছয় মাসে অগ্রগতি

আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও অধিক ছিল। কিন্তু, একটি অসাংবিধানিক দাবীকে সামনে রেখে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট গত জানুয়ারি মাস থেকে দেশব্যাপী ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। হরতাল, অবরোধ কর্মসূচি আর পেট্রোল বোমা ও ককটেলের ব্যবহারে বিপর্যস্ত করে শিশু, নারী- পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের জীবন। অগ্নিদগ্ধ করে শতাধিক মানুষকে। এদের তাণ্ডবে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীগণ একটি পরীক্ষাও সময়মত দিতে পারেনি। তাদের অব্যাহত নেতিবাচক মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জোরেশোরে অংশগ্রহণ করে ফলাফল পক্ষে যাচ্ছে না আঁচ করে শেষ মুহূর্তে নির্বাচন বয়কটের মধ্য দিয়ে। ভালো খবর হলো যে, তাদের মনোনীত প্রার্থীদের অনেকেই উপযুক্ত খেলোয়াড়ের মত শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বয়কটের ডাক উপেক্ষা করে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা বহাল রাখেন। একইসাথে, আমাদের জনমুখী ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে সাধারণ জনগণের একাত্মতা, ধ্বংসাত্মক সব প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বজায় রেখেছে স্বাভাবিক গতি। এই প্রেক্ষাপটে আমি আমাদের বর্তমান মেয়াদের দ্বিতীয় বাজেট মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।

৪। বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক করার অভিপ্রায়ে প্রতিবারের মতো এবারও আমরা কথা বলেছি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, পেশাজীবী এবং ব্যবসায়ী সংগঠন, এনজিও নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক এবং সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সচিবদের সঙ্গে। তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে আমাদের বাজেট ভাবনাকে। আমরা চেষ্টা করেছি প্রস্তাবিত বাজেটে তার প্রতিফলন ঘটাতে। অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সকল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিরলস প্রচেষ্টায় বাজেট প্রণয়নের বিশাল ও শ্রমসাধ্য কর্মযজ্ঞটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তাঁদের সকলের জন্য রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। সর্বোপরি, প্রতিবারের মত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে প্রাজ্ঞ অভিমত ও পরামর্শ দিয়ে প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়নে সহায়তা করেছেন এবং আমার ওপর অব্যাহত আস্থা রেখে আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ষষ্ঠ থেকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পদার্পণ

মাননীয় স্পীকার

৫। 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে আমাদের কৌশলগত দলিল 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)'র বিষয়ে আপনি অবগত আছেন। এটি বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১১-১৫) মেয়াদ চলতি অর্থবছরেই শেষ হতে যাচ্ছে। এই পরিকল্পনা মেয়াদে মূল্যস্ফীতি, মুদ্রা বিনিময় হার, বাজেট ঘাটতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক। উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে কৃষি ও শিল্প খাতে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির সমানুপাতে বেড়েছে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি। প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ, খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সামাজিক সুরক্ষা ও অন্তর্ভুক্তি, জেন্ডার সমতা, পরিবেশগত বিপর্যয় রোধ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে। বাস্তবে রূপকল্পের স্বপ্ন পূরণের পথে আমরা অনেকখানি এগিয়েছি। এখন শুধু অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ পেলেই আমরা আরো এগিয়ে যাব।

৬। আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই-বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথগতি, প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ এবং ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের অপর্যাপ্ততার কারণে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে লক্ষ্য অনুযায়ী জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়নি। রাজস্ব খাতে 'কর-আধুনিকীকরণ পরিকল্পনা' এবং বিনিয়োগে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব শুরু হলেও আশানুরূপ গতি পায়নি। অন্যদিকে, জিডিপি'র অনুপাতে রাজস্ব আয় বাড়লেও তা ছিল লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম। অনেকগুলো প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলেও ভূমি অধিগ্রহণজনিত সমস্যার কারণে কোন কোন অবকাঠামো প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। রপ্তানি দ্রব্য ও বাজার বৈচিত্রায়ণে উন্নতি হয়েছে সীমিত। তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য অনুযায়ী অগ্রগতি না হলেও সার্বিক অর্জন জনমনে স্বস্তি দিয়েছে।

৭। ২০১৫ সাল সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার শেষ বছর। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ঘাটতিসমূহ এবং ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা প্রণয়ন করতে যাচ্ছি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যার বাস্তবায়ন শুরু হবে জুলাই ২০১৫ হতে। এই পরিকল্পনায় যে বিষয়গুলো আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ গঠন
- বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগ খাতে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ
- কৃষিভিত্তিক শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ
- আইসিটি- স্বাস্থ্য- শিক্ষা সংক্রান্ত সেবা রপ্তানিতে সুনির্দিষ্ট নীতিকৌশল প্রণয়ন
- সরকারি- বেসরকারি বিনিয়াগে গতিশীলতা আনয়ন
- রপ্তানির গতিশীলতা এবং একইসঙ্গে পণ্যের বৈচিত্র্যায়ণ

৮। এই সব লক্ষ্য অর্জনে সঞ্চয়, বিনিয়োগ, সরকারি আয় ও ব্যয়, ঘাটতি অর্থায়ন, বৈদেশিক সহায়তা, সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ও সংস্কারের ধরন বিষয়েও নতুন পরিকল্পনা দলিলে দিক- নির্দেশনা থাকবে।

আমাদের অগ্রযাত্রার নির্দেশক হলো দারিদ্র দূরীকরণ

মাননীয় স্পীকার

৯। জাতি হিসেবে জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র দূরীকরণ। মুক্তিযুদ্ধে যেভাবে আমাদের জাতীয় সম্পদ ও দক্ষ জনশক্তি পাকিস্তানি ধ্বংসলীলার শিকার হয় এবং যেভাবে আমাদের দেশে জ্বালাও- পোড়াও ও লুটতরাজ চলে তাতে দেশের সত্তর শতাংশের বেশি জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যায়। দারিদ্র দূরীকরণ এখনও আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা ব্যাপকভাবে আমাদের দেশে মানুষের চাহিদা বাড়াতে এবং তা মেটাতে সচেষ্ট আছি। গত দেড় থেকে দুই দশক ধরে আমাদের প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের কিছু বেশি। আমাদের অকল্পনীয় কৃতিত্ব হলো যে, একদিকে যেমন আমরা প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়েছি, অন্যদিকে তেমনি বৈষম্যকেও বাড়তে দিইনি। এই কৌশলের ফলেই আমরা দারিদ্র দূরীকরণে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছি। সত্তর শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে বর্তমানে ২৪ শতাংশ জনগোষ্ঠী দারিদ্রসীমার নিচে আছে।

১০। আমরা আমাদের স্বপ্নের দিগন্ত আরো প্রসারিত করেছি। ছয় শতাংশের বৃত্ত ভেঙ্গে উচ্চ প্রবৃদ্ধির সোপানে আরোহণ এবং মাথাপিছু আয়ের ধারাবাহিক উত্তরণ ঘটিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশের কাতারে সামিল হওয়া

আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তবে, এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। আমি আশা করবো, জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় দেশপ্রেমিক সকল রাজনৈতিক দল স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে, বিরত থাকবে সহিংসতা ও নাশকতার মত সকল জনবিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে। দায়িত্বপূর্ণ আচার-আচরণ এবং পরস্পরের প্রতি সহনশীলতার মাধ্যমে প্রসার ঘটাবে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির, নিশ্চিত করবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ- যাঁদের শ্রমে- ঘামে ক্রমশ মজবুত হয়ে উঠছে আমাদের অর্থনীতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমৃদ্ধির পথে আরো এক ধাপ
গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অগ্রগতি

মাননীয় স্পীকার

১১। 'রূপকল্প ২০২১' কে সামনে রেখে ২০০৯ সালে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে আমাদের অভিযাত্রা শুরু হয়। শুরুর সময়টায় বিশ্ব যেমন ছিল মন্দা- কবলিত তেমনি দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও ছিল বেশ নাজুক। আমাদের সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে দেশের আর্থ- সামাজিক প্রতিটি সূচকে লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে। এ পর্যায়ে আমি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র মহান সংসদে তুলে ধরতে চাই।

অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা

১২। আমাদের সরকারের ২০০৯- ১৪ সময়ে বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি ছিল মন্থর। অথচ, পূর্ববর্তী সরকারের ৫ বছর (২০০১- ০৬) ছিল বিশ্ব প্রবৃদ্ধির অনন্য সময়। তা সত্ত্বেও ২০০১- ০৬ এর তুলনায় ২০০৯- ১৪ মেয়াদে আমাদের অর্থনীতির বিকাশের ধারা প্রশংসনীয়। অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখব ২০০৯- ১৪ মেয়াদের পাঁচ বছরে গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.১৩ শতাংশ হারে, সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র হার ৫.৬ শতাংশ থেকে ৬.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বেড়েছে ৩ গুণ, মাথাপিছু আয় বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি, রাজস্ব- জিডিপি'র অনুপাত ৮.৮ শতাংশ থেকে ১০.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, বাজেটের আকার বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ, উন্নয়ন কার্যক্রম বেড়েছে ৩ গুণ, চালের উৎপাদন বেড়েছে ৩৭ শতাংশ, আমদানি, রপ্তানি ও প্রবাস আয়ের প্রতিটি বেড়েছে ৩ গুণ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে ৬ গুণের বেশি। স্থিতিশীল থেকেছে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার। এসব সূচকের অগ্রগতি নিচে (**পরিশিষ্ট ক: সারণি- ৫**) তুলে ধরা হলো। উপরন্তু, অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অগ্রগতির বিস্তারিত চিত্র বক্তৃতার **পরিশিষ্ট 'ক'তে (সারণি ১- ৪)** সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সারণি ৫: কতিপয় সূচকের অগ্রগতি

সূচক	২০০১-০৬	২০০৯-১৪	২০১৪-১৫/ সর্বশেষ অবস্থান
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%, বার্ষিক)	৫.৪০	৬.১৩	৬.৫১ (সাময়িক)
মোট বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশে)	২৫.২	২৭.৮	২৮.৯৭ (সাময়িক)
সরকারি বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশে), শেষবছরে	৫.৬	৬.৬	৬.৯০ (সাময়িক)
রপ্তানি আয় (গড়) [বি. মার্কিন ডলার]	৭.৯	২৪.১	-
রপ্তানি আয়, শেষ বছরে (বি. মার্কিন ডলার)	১০.৫	৩০.২	২৫.৩ (জুলাই- এপ্রিল)
রেমিট্যান্স (গড়) [বি. মার্কিন ডলার]	৩.৫	১২.৮	১২.৬ (জুলাই- এপ্রিল)
রিজার্ভ শেষ বছরে, (বি. মার্কিন ডলার)	৩.৫	২১.৫	২৩.৭ (২৭ মে ২০১৫)
বাজেট বরাদ্দ, শেষ অর্থবছরে (কোটি টাকা)	৬১,০৫৭	২,১৬,২২২	২,৩৯,৬৬৮ (সংশো.)
মাথাপিছু আয়, শেষ বছরে (মার্কিন ডলার)	৫৪৩	১,১৮৪	১,৩১৪ (সাময়িক)
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে: ওয়াট), শেষ বছরে	৫,২৪৫	১০,৪১৬	১৩,৬৭৫
খাদ্যশস্য উৎপাদন (লাখ মে.টন), শেষ বছরে	২৭৭.৮৭	৩৮১.৭৪	৩৮৩.৪৯ (লক্ষ্যমাত্রা)
গড় আয়ু (বছর)	৬৬.৫	৭০.৭	৭০.৭
দারিদ্রের হার (%), শেষ বছরে	৪০.০	২৪.৩০	২২.৪০ (প্রক্ষেপিত)
অতি দারিদ্রের হার (%)	২৫.১	৯.৯৫	৭.৯২ (প্রক্ষেপিত)

সূত্র: অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

১৩। **অর্থনৈতিক সাফল্যের আন্তর্জাতিক মূল্যায়নঃ** Citi Group এর বিবেচনায় ২০১০ হতে ২০৫০ এই কালপর্বে বিশ্বের যে ১১টি দেশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে শীর্ষ পর্যায়ে থাকবে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। বিনিয়োগের আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে JP Morgan এর 'Frontier Five' তালিকাতেও স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ। এছাড়া, PricewaterhouseCoopers এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনমতে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ (বর্তমানে আমাদের অবস্থান ৩৮তম)।

১৪। আপনি জানেন, দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে আমরা গত মেয়াদে ক্ষমতায় এসেই আন্তর্জাতিক মানের রেটিং এজেন্সি কর্তৃক সার্বভৌম ঋণমান মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বতর্মানে Standard and Poor's, Moody's ও Fitch আমাদের সার্বভৌম ঋণমান মূল্যায়ন করছে। তাদের মূল্যায়নে বিগত কয়েক বছর যাবত বাংলাদেশের সন্তোষজনক ঋণমান বজায় রয়েছে। আপনি জেনে আরো খুশি হবেন, অব্যাহত সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে বাংলাদেশী মুদ্রা ক্রমশই আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে যা আইএফসি'র মতো প্রতিষ্ঠানকেও 'টাকা'য় আন্তর্জাতিক বন্ড ইস্যুর বিষয়ে আগ্রহী করে তুলেছে।

১৫। **কর্মসংস্থান ও মজুরি:** ২০০৮ সালের পর থেকে বিশ্বের অনেক দেশই কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধির সংকটে নিপতিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার হিসেবমতে মন্দাপূর্ব সময়ের তুলনায় বিশ্বে বেকার লোকের সংখ্যা ৩১ মিলিয়ন বেড়ে ২০১৪ সালে ২০১ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। অথচ, আমরা ২০১০ সাল হতে ২০১৩ পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে দেশের অভ্যন্তরে ১.৩ মিলিয়ন এবং দেশের বাইরে ০.৫ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছি। জি টু জি পদ্ধতিতে যৌক্তিক অভিবাসন ব্যয়ে মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, জর্ডান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করছি। অধিকন্তু, আমাদের সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দেশে অবৈধভাবে কর্মরত প্রায় ১১ লক্ষ বাংলাদেশী কর্মী বৈধভাবে কাজ করার অনুমতি পেয়েছেন। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি এ সময়ে প্রকৃত মজুরি বেড়েছে অনেকখানি, যা দারিদ্র ও অসমতা হ্রাসে ভূমিকা রাখছে।

১৬। **বিদ্যুৎ ও জ্বালানি:** বিদ্যুতের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন ছিল আমাদের প্রধান অঙ্গীকার। নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রমের মাধ্যমে এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা অনেকখানি নয়, ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট হতে বর্তমানে ১৩ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াটে (ক্যাপ্টিভ ২ হাজার মেগাওয়াট এবং সোলার ১৭৫ মেগাওয়াটসহ) উন্নীত হয়েছে। জানুয়ারি ২০০৯ হতে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে আমরা অতিরিক্ত ৬ হাজার ৩২৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি। উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি আমরা সচেষ্ট আছি প্রকৃত উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়াতে। উৎপাদন সক্ষমতার অন্তত ৮০ শতাংশ ২০১৮ সালের মধ্যে সরবরাহ করা আমাদের লক্ষ্য।

১৭। আমাদের নিরলস প্রচেষ্টায় জ্বালানি খাতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট ২০টি গ্যাসফিল্ড হতে দৈনিক ২ হাজার ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন/সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, আমরা আবাসিক খাতে গ্যাস ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রি- পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম পাইলট ভিত্তিতে চালু করেছি এবং নতুন কোন সংযোগ দিতে যতি টেনেছি।

১৮। **যোগাযোগ অবকাঠামো:** যোগাযোগ খাতে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি সমন্বিত উন্নয়ন, যানজট নিরসন ও নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করার ওপর। এ লক্ষ্যে

পরিবহন খাতের ব্যবস্থাপনাগত সংস্কারের পাশাপাশি সড়ক, সেতু ও রেলপথের উন্নয়ন করে চলেছি। আমাদের নিরলস প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার, বিশ্বরোড- বিমানবন্দর সড়কের সংযোগস্থল ফ্লাইওভার, মিরপুর হতে বিমানবন্দর সড়ক ফ্লাইওভার, বহদ্দারহাট উড়াল সেতু, হাতিরঝিল প্রকল্পসহ সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। সম্প্রতি শেষ হয়েছে ঢাকা- চট্টগ্রাম রেলপথের লাকসাম- চিনকি আস্তানা সেকশনে ৬৯ কিলোমিটার ডাবল লাইন নির্মাণকাজ। আমাদের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিভিন্ন রুটে ৯৬টি নতুন ট্রেন চালু ও ২৬টি ট্রেনের সার্ভিস সম্প্রসারণ করেছে। ই- টিকেটিং কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে টিকেট প্রাপ্তি ও ট্রেনের অবস্থান বিষয়ক তথ্য জানা যাচ্ছে সহজেই। বাংলাদেশে জনপ্রতি ও এলাকাপ্রতি সড়কের অনুপাত প্রায় সর্বোচ্চ, তাই নতুন সড়ক নির্মাণ আর হবে না, পরিবর্তে সড়কের মানোন্নয়ন হবে উন্নয়নের মাপকাঠি।

সামাজিক খাতে অগ্রগতি

১৯। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ব্যবস্থাসহ সামাজিক সূচকসমূহে হয়েছে ব্যাপক উন্নয়ন। ১৩ হাজার ৮৬১টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন বর্তমানে শেষ পর্যায়ে। এর সুফল হলো শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হারে ব্যাপক হ্রাস এবং শিশু জন্মে প্রশিক্ষিত ধাত্রী বা নার্সের উপস্থিতি। বর্তমানে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে যথাক্রমে ১.৭ ও ৩৩ জনে নেমে এসেছে। গড় আয়ু ২০০৫- ০৬ এর ৬৬.৫ বছর থেকে বেড়ে হয়েছে ৭০.৭ বছর। দারিদ্র হার কমেছে ৪০.০ শতাংশ থেকে ২৪.৩ শতাংশে। আর অতি- দরিদ্র কমেছে ২৪.২ শতাংশ থেকে ৯.৯ শতাংশে। বেড়েছে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক গতিশীলতা।

২০। **কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা:** কৃষিখাতে লক্ষ্যভিত্তিক প্রণোদনা প্রদান, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ, কৃষকের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা, তৃণমূল পর্যায়ে বিক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে সার বিক্রয়, খরা- লবণাক্ততা- জলমগ্নতা সহিষ্ণু উচ্চফলনশীল ও স্বল্প- মেয়াদে ফলনশীল শস্য উদ্ভাবন, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি সমন্বিত কার্যক্রমের ফলে উৎপাদনশীলতা ও শস্য নিবিড়তা বেড়েছে। ধান ছাড়াও বিপুল পরিমাণে বেড়েছে ভুট্টা, পাট, আলু ও সব্জির উৎপাদন। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে চাল রপ্তানি করা হচ্ছে। এছাড়া টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি'র মত

কার্যক্রম এবং খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা বাড়ানোর ফলে সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। খাদ্যাভাব দূরীকরণের পর খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি পর্যালোচনা ও নতুন করে সাজানোর সময় এখন এসেছে।

২১। **সামাজিক সুরক্ষা:** দারিদ্র নিরসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা সামাজিক সুরক্ষাভুক্ত বিভিন্ন ভাতার হার ও পরিধি সম্প্রসারণ করেছি। একই সাথে দ্বৈততা পরিহারে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন কার্যক্রম। বৈষম্যের শিকার দলিত, হরিজন, বেদে এবং হিজড়া সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সমাজের মূলধারার সাথে। পল্লী এলাকার দারিদ্র হ্রাসে পরিচালনা করা হচ্ছে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম।

২২। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রতিবন্ধিতার ধরন চিহ্নিতকরণ ও মাত্রা নিরূপণপূর্বক লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আমরা দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ শুরু করেছিলাম। মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত মোট ১৮ লক্ষ ৩ হাজার ৪৫৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জরিপের আওতায় আনা হয়েছে; প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত ও মাত্রা নিরূপণ করা হয়েছে ১৪ লক্ষ ৫৫ হাজার প্রতিবন্ধীর। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২ লক্ষ ২৭ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আশা করছি, জুন ২০১৫ নাগাদ এই কাজ শেষ হবে।

২৩। **নারী ও শিশু উন্নয়ন:** অসহায়- অবহেলিত- প্রতিবন্ধী নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনা, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, আত্ম- কর্মসংস্থানে ক্ষুদ্রঋণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং জেন্ডার সংবেদনশীল আইনি কাঠামো, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের ফলে নারীরা ধীরে ধীরে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠছেন। কর্মরত নারীর সংখ্যা ২০০৬ এর ১১.৩ মিলিয়ন হতে ২০১৩ সালে ১৬.৮ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। নারী সমাজের শ্রম, মেধা ও মননকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়াতে বর্তমানে শীর্ষ অবস্থানে আছে। 'The Global Gender Gap Report' অনুসারে ২০১৪ সালে ১৪২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৬৮তম। শ্রীলঙ্কা, ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থান বাংলাদেশের পেছনে। এছাড়া, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২টি দেশের মধ্যে দশম। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সর্বক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। দেশের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পীকার এবং বিরোধী দলের নেতা সকলেই নারী। তবে, একটি ক্ষেত্রে আমরা বেশ পশ্চাৎপদ। আমাদের মেয়েদের অনেকেরই বাল্য

বয়সে বিয়ে হয়ে যায়, ১৮ বছরের আগেই তারা সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অল্পবয়সে মাতৃত্ব নারী ও শিশুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর এবং এতে উচ্চশিক্ষায় নারীরা পিছিয়ে যায়। তাই বাল্যবিবাহ প্রশমনে আমাদের সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

২৪। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃজনে আমাদের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের মধ্যে আছে- শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা, নিপীড়ন-নির্যাতন- সহিংসতা- শোষণমুক্ত পরিবেশ সৃজন, শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সুরক্ষা ও শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মহিলা কর্মজীবীর সন্তানদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি। এছাড়া, সুবিধা- বঞ্চিত শিশুদের উন্নয়নে ড্রপ- ইন সেন্টার, জরুরি রাত্রিকালীন আশ্রয়, শিশুবান্ধব অঞ্চল, ওপেন এয়ার স্কুল, শুল্কবিহীন শিশু হেল্পলাইন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিশু সংবেদনশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠন করা হয়েছে চাইল্ড প্রটেকশন নেটওয়ার্ক কমিটি।

২৫। **শিক্ষা:** অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ, সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই বিতরণ এবং ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা প্রায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করতে সমর্থ হয়েছি। একইসাথে, সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ ও সেরা মেধাবীদের চিহ্নিতকরণের মত কার্যক্রমসমূহ মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উচ্চশিক্ষা প্রসারে বিগত ৫ বছরে দুটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাড়াও ৯টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষায় আমরা অনেকদিন ধরে বেশ পিছিয়ে আছি। প্রথমেই বলতে হবে যে, প্রাথমিক শিক্ষার পরেই অনেক শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, মাধ্যমিক শিক্ষায় মানসম্মত শিক্ষকের অভাব খুবই প্রকট। তৃতীয়ত, এই স্তরে শিক্ষার মান বেশ নিম্ন পর্যায়ে আছে।

২৬। **স্বাস্থ্য:** আগেই বলেছি যে, ইতোমধ্যে আমরা ১২ হাজার ৯৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছি এবং আরও ৮৮২টি নির্মাণাধীন আছে। এই ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের গরীব, দুঃস্থ, গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রদান করা হচ্ছে; পরিচালনা করা হচ্ছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম। প্রচলিত স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একজন করে হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক নিয়োগের জন্য ব্যবস্থা নেয়া

হয়েছে। নিরাপদ ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করতে ঔষধ শিল্পে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জিএমপি গাইডলাইন অনুসরণে Inspection Checklist মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হচ্ছে। ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরিকে ইতোমধ্যে ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

২৭। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে। ২০১৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১২ কোটি ৪৭ লাখ মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হচ্ছে। মোবাইল ফোনের ব্যবহার বাড়ার ফলে ইন্টারনেট গ্রাহকদের সংখ্যাও ৪ কোটি ৫৭ লাখে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে ডিজিটাল বিভাজন পরিহারের জন্য ৪ হাজার ৫৪৭টি ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছে। বাংলাদেশে ২০১৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত টেলি ডেনসিটি হচ্ছে ৮০.১ শতাংশ এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ২৯.৩ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i (Access to Information) প্রোগামের সহায়তায় বিভিন্ন পৌরসভায় পৌর- ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সকল ইউনিয়ন পরিষদে অন- লাইন জন্ম নিবন্ধন পদ্ধতি চালু হয়েছে। কৃষিখাতেও লেগেছে তথ্য- প্রযুক্তির ছোঁয়া। সারাদেশে স্থাপিত প্রায় ২৪৫টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কৃষি তথ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, ৬৪টি সিভিল সার্জন অফিস এবং সব উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে। তথ্য- প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার প্রসারে ২০ হাজারের অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম নির্মাণ এবং ল্যাপটপসহ ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল কন্টেন্ট শেয়ারের জন্য 'শিক্ষক বাতায়ন' নামে একটি ওয়েব পোর্টালও চালু করেছি আমরা।

স্বল্পোন্নত দেশের পর্যায় হতে উত্তরণ

২৮। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণে জাতিসংঘ তিনটি সূচক বিবেচনা করে থাকে। এই সূচকগুলো হলো- (১) মাথাপিছু জাতীয় আয়, (২) মানবসম্পদের অবস্থান ও (৩) অর্থনীতির ঝুঁকিগ্রস্ততা। ইতোমধ্যে অর্থনীতির ঝুঁকিগ্রস্ততা সূচকে আমরা নির্ধারিত মাপকাঠি অর্জন করেছি। অন্য দুটো সূচকে আমরা কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছি (**পরিশিষ্ট ক: সারণি ৬**)। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা ২০১৮ সালেই এই তিনটি সূচকেই নির্ধারিত প্রমাপ অর্জন করতে সক্ষম হব।

২৯। আপনি জানেন যে, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের কাতারভুক্ত হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার এক সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়। তখন থেকে দীর্ঘ ১৬ বছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশে সামরিক শাসন বজায় থাকে। অবশেষে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফসল হয় সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনরুত্থান। নব্বইয়ের দশক থেকে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হয় ঊর্ধ্বমুখী এবং দারিদ্র দূরীকরণেও শ্লথগতিতে আসে নতুন বেগ। গত শতাব্দীর শেষ দিকে দেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সূচকে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে তদানীন্তন বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং এখনকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির সামনে এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে তুলে ধরেন ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের দৃঢ় অঙ্গীকার।

তৃতীয় অধ্যায়

২০১৪- ১৫ অর্থবছরের বাজেট সমন্বয় ও সংশোধন

মাননীয় স্পীকার

৩০। আপনি জানেন, ৫ জানুয়ারি পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাজস্ব আহরণ ও বাজেট বাস্তবায়ন কার্যক্রম সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। প্রকৃতপক্ষে চলতি অর্থবছরের মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৫৬.৪ শতাংশ। একই সময়ে সরকারি ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ৪৭.৩ শতাংশ। বাজেট বাস্তবায়নের এই পরিস্থিতি বিবেচনায় ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের বাজেটে যে সংশোধন ও সমন্বয় করতে হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (**পরিশিষ্ট ক: সারণি ৭**) এখন তুলে ধরছি।

সারণি ৭: ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট

(কোটি টাকায়)

খাত	সংশোধিত ২০১৪-১৫	২০১৪-১৫ মার্চ পর্যন্ত	বাজেট ২০১৪-১৫
মোট রাজস্ব আয়	**১,৬৩,৩৭১**	**১,০৩,২১০**	**১,৮২,৯৫৪**
	(১০.৮)	**(৬.৮)**	**(১৩.৭)**
তন্মধ্যে,			
এনবিআর কর	১,৩৫,০২৮	৮৭,০২০	১,৪৯,৭২০
এনবিআর বহির্ভূত কর	৫,৬৪৮	৩,৩৭১	৫,৫৭২
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২২,৬৯৫	১২,৮১৯	২৭,৬৬২
মোট ব্যয়	**২,৩৯,৬৬৮**	**১,১৮,৫২৩**	**২,৫০,৫০৬**
	(১৫.৮)	**(৭.৮)**	**(১৮.৭)**
ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১,২৭,৩৭১	৭৫,১১৬	১,২৮,২৩১
	(৮.৪)	(৫.০)	(৯.৬)
খ) উন্নয়ন ব্যয়	৮০,৪৭৬	২৮,৯৫৬	৮৬,৩৪৫
	(৫.৩)	(১.৯)	(৬.৪)
তন্মধ্যে,			
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৭৫,০০০	২৭,৪৮৯	৮০,৩১৫
	(৫.০)	(১.৮)	(৬.০)
গ) অন্যান্য ব্যয়	৩১,৮২১	১৪,৪৫১	৩৫,৯৩০
	(২.১)	(১.০)	(২.৭)
বাজেট ঘাটতি	**-৭৬,২৯৭**	**-১৫,৩১৩**	**-৬৭,৫৫২**
	(-৫.০)	**(-১.০)**	**(-৫.০)**
অর্থায়ন			
ক) বৈদেশিক উৎস	২১,৫৮৩	২,৫৫৬	২৪,২৭৫
	(১.৪)	(০.২)	(১.৮)
খ) অভ্যন্তরীণ উৎস	৫৪,৭১৪	১২,৭৮৯	৪৩,২৭৭
	(৩.৬)	(০.৮)	(৩.২)
তন্মধ্যে, ব্যাংকিং উৎস	৩১,৭১৪	২,৯৬৩	৩১,২২১
	(২.১)	(০.২)	(২.৩)
জিডিপি	**১৫,১৩,৬০০**	**১৫,১৩,৬০০**	**১৩,৩৯,৫০০***

বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ দেখানো হয়েছে; উৎস: অর্থ বিভাগ; * বাজেট প্রণয়নকালীন নামিক জিডিপি

৩১। **সংশোধিত রাজস্ব আয়:** ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মূল বাজেটে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয় ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৫৪ কোটি টাকা। অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১৯ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা হ্রাস করে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৮ শতাংশ) নির্ধারণ করা হয়েছে। এনবিআর রাজস্বের ক্ষেত্রে আয়- মুনাফার ওপর কর ও আমদানি শুল্ক হতে অর্জন আশানুরূপ না হওয়া এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের ক্ষেত্রে বিটিআরসি'র উদ্বৃত্ত ও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কম লভ্যাংশ প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিবেচনায় এই সংশোধন আনা হয়েছে।

৩২। **সংশোধিত ব্যয়:** চলতি অর্থবছরের বাজেটে সর্বমোট সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয় ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা। বিশেষ করে, সংশোধিত বাজেটে এ ব্যয় ১০ হাজার ৮৩৮ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬৬৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৫.৮ শতাংশ)। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার কিছুটা হ্রাস করে ৭৫ হাজার কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের বরাদ্দসহ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার দাঁড়িয়েছে ৭৭ হাজার ৮৪২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ)। অন্যদিকে, অনুন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যয়ের প্রাক্কলন হ্রাস করা হয়েছে ৫ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা।

৩৩। **সংশোধিত বাজেট ঘাটতি:** চলতি অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতির প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৬৭ হাজার ৫৫২ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৭৬ হাজার ২৯৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ)। এ ঘাটতির মধ্যে বৈদেশিক সূত্র হতে অর্থায়ন মূল প্রাক্কলন ২৪ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২১ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৪ শতাংশ)। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য সূত্র হতে অর্থায়নের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৩ হাজার কোটি টাকা।

৩৪। আমরা সরকারের আয় বাড়াতে বৈদেশিক সাহায্যের অনুপাত ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছি। কিন্তু সেই অনুপাতে আমাদের প্রকল্প ব্যয় তেমন বাড়েনি। এক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যয়ের নিয়ম কানুন সরল ও সহজ করা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনার জন্য সচিব পর্যায়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

মাননীয় স্পীকার

৩৫। এ পর্যায়ে আমি সাম্প্রতিক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরব।

৩৬। **বিশ্ব ও এশীয় অর্থনীতির গতিধারা:** আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সর্বশেষ পর্যবেক্ষণে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে বৈশ্বিক অর্থনীতির কিছুটা আশাব্যঞ্জক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অঞ্চল এবং দেশভেদে প্রবৃদ্ধির দৃশ্যপটে বিভিন্নমুখী পরিবর্তনের লক্ষণও পরিস্ফুট হয়েছে। একদিকে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস, অপরদিকে কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি কিংবা উৎপাদন সম্ভাবনার (Potential Output) নিম্নমুখিতা বৈশ্বিক অর্থনীতির ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি বিষয়ে মিশ্র বার্তা বহন করছে। তবে, বাণিজ্য সম্ভাবনা কিংবা কর্মসংস্থানের বিচারে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য শুভ সময়েরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

৩৭। সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, ২০১৫ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি ২০১৪ সালের ১.৮ শতাংশ হতে ২.৪ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরো এলাকার প্রবৃদ্ধি ২০১৪ সালের ২.৪ শতাংশ এবং ০.৯ শতাংশ হতে ২০১৫ সালে যথাক্রমে ৩.১ এবং ১.৫ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে। তবে, ভূ- রাজনৈতিক উত্তেজনা, সিআইএসভুক্ত দেশসমূহে তেলের মূল্যহ্রাসজনিত প্রবৃদ্ধি হ্রাস এবং চীনে বিনিয়োগের ধীরগতি এশিয়াসহ বিকাশমান এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস করবে। অন্যদিকে, তেলের মূল্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক সংস্কারের হাত ধরে ক্রমশ চাঙ্গা হয়ে উঠা প্রতিবেশি ভারতের প্রবৃদ্ধি চলতি বছরে দাঁড়াবে ৭.৫ শতাংশে। সামগ্রিকভাবে, বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হার ২০১৪ সালের ৩.৪ শতাংশ হতে ২০১৫ সালে ৩.৫ শতাংশে এবং ২০১৬ সালে আরো জোরদার হয়ে ৩.৮ শতাংশে উন্নীত হবে।

৩৮। জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাসের কারণে ২০১৫ সালে উন্নত দেশসমূহ এবং অধিকাংশ বিকাশমান ও উন্নয়শীল দেশে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে। এই সুযোগে জ্বালানি খাতের নানা ভর্তুকি ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা বিধান হবে আমাদের অন্যতম প্রচেষ্টা।

অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

৩৯। **জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ:** চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিলাম ৭.৩ শতাংশ। অর্থবছরের প্রথমার্ধের সন্তোষজনক গতিধারা বজায় থাকলে এ লক্ষ্যের কাছাকাছি যেতে পারতাম। আপনি জানেন, দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ২০ দলীয় জোটের ধ্বংসযজ্ঞ অর্থনীতির সাবলীল গতিকে কীভাবে ব্যাহত করেছে; যদিও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততায় অল্প সময়েই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কৃষিতে সন্তোষজনক উৎপাদন, সচল গ্রামীণ অর্থনীতি, উৎসাহব্যঞ্জক প্রবাস আয়, সরকারি ব্যয় ও মজুরি বৃদ্ধির প্রভাবে অভ্যন্তরীণ চাহিদার গতি সচল রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি'র সাময়িক হিসাব প্রকাশ করেছে, যাতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৬.৫১ শতাংশে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, বাস্তব পরিস্থিতি আরও ভাল এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫১ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

৪০। বেসরকারি বিনিয়োগে ধীরগতির বিষয়ে আমরা সচেতন রয়েছি এবং উত্তরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। আমি মনে করি, অবকাঠামো খাতে চলমান কার্যক্রম, অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এর পাশাপাশি প্রত্যাশিত রাজনৈতিক সুস্থিতি সামনের দিনগুলোতে বিনিয়োগ পরিবেশে অর্থবহ পরিবর্তন আনবে এবং ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ চাঙ্গা করবে।

৪১। **মূল্যস্ফীতি:** আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টায় মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ধারাবাহিকভাবে নিম্নগামী থেকে এপ্রিল ২০১৫ শেষে ৬.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ পণ্যমূল্য হ্রাস, সহায়ক রাজস্ব ও মুদ্রা নীতি, সন্তোষজনক কৃষি উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে চলতি অর্থবছর শেষে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই থাকবে বলে আমি মনে করি।

৪২। **মুদ্রা, ঋণ ও সুদের হার:** রাজস্ব নীতির সাথে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা একটি প্রবৃদ্ধি-সহায়ক মুদ্রানীতি অনুসরণ করে চলেছি। ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ পরিমিত রাখার ক্ষেত্রে মূলত রিজার্ভ মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণের ওপরই জোর দিয়েছি। রিজার্ভ মুদ্রা ও ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত বছরভিত্তিতে যথাক্রমে ১৫.৬ ও ১২.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রয়েছে।

৪৩। অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা থাকলেও প্রবৃদ্ধি সঞ্চারী ও উৎপাদনমুখী খাতে ঋণের যোগান উৎসাহিত করা হচ্ছে। উৎপাদনশীল রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের সুযোগও উন্মুক্ত রয়েছে। মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে বাৎসরিক ভিত্তিতে ১৩.৬ শতাংশ। বৈদেশিক উৎস হতে সংগৃহীত ঋণের হিসাব যোগ করলে এই প্রবৃদ্ধি প্রায় ১৬ শতাংশ হবে। আপনি জেনে আরো খুশি হবেন, ব্যাংকিং খাতে সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ঋণ ও আমানতের সুদের হারের ব্যবধান ধীরে ধীরে কমে আসছে। সুদের হারের ব্যবধান জুন ২০১৪ এর ৫.৩১ শতাংশ হতে কমে মার্চ ২০১৫ শেষে ৪.৮৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যবধানকে আরো কমিয়ে দু'বছরে ৪.০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে।

৪৪। **আমদানি ও রপ্তানি:** চলতি অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২.৬ শতাংশ; অন্যদিকে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত আমদানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২.২ শতাংশ। ইউরো অঞ্চলে ধীর প্রবৃদ্ধি, ইউরো'র বিপরীতে টাকার উপচিতি, পোশাক শিল্পে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণের প্রক্রিয়া চলমান থাকায় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ হয়নি। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ চাহিদার গতি সচল থাকায় আমদানি প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। বিশেষ করে, মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে, যা সামনের দিনগুলোতে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করছে। আমার বিশ্বাস, বাণিজ্য সহযোগী দেশসমূহের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি এবং পোশাক শিল্পে চলমান সংস্কার রপ্তানি বাণিজ্যে অচিরেই গতি সঞ্চার করবে।

৪৫। **প্রবাস আয়:** চলতি অর্থবছরে প্রথম ১০ মাসে প্রবাস আয় বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.১ শতাংশ বেড়েছে। দীর্ঘ ৬ বছর বন্ধ থাকার পর সৌদি আরবে নতুন করে শ্রমবাজার উন্মুক্ত হয়েছে, যা জনশক্তি রপ্তানি বাড়াবে। প্রচলিত বাজারসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ ও সম্ভাবনাময় বাজার অন্বেষণে কুটনৈতিক তৎপরতা, স্বল্প সুদে অভিবাসন ঋণ প্রদান ও দক্ষতা উন্নয়নে আমাদের চলমান উদ্যোগসমূহ সামনের দিনগুলোতে জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাস আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করবে বলে আমি আশা করি।

৪৬। **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বিনিময় হার:** সাম্প্রতিক সময়ে প্রথম সারির প্রায় সকল মুদ্রার বিপরীতে মার্কিন ডলার শক্তিশালী হয়েছে। অন্যদিকে, মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার অবস্থান স্থিতিশীল রয়েছে। যার ফলে প্রায় সকল মুদ্রার বিপরীতে টাকার কিছুটা উপচিতি ঘটেছে। বাণিজ্য ঘাটতিজনিত চলতি হিসাবের

ঋণাত্মক ভারসাম্য সত্ত্বেও আর্থিক ও মূলধন হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকায় চলতি অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্য অনুকূলে ছিল। সার্বিকভাবে, বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২৭ মে ২০১৫ তারিখে আমাদের রির্জাভ ছিল ২৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দিয়ে প্রায় ৬ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব।

পঞ্চম অধ্যায়

২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো

মাননীয় স্পীকার

৪৭। দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র ইতোমধ্যে সবার সামনে তুলে ধরেছি। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়াও বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ জরুরি। এ পর্যায়ে আমি আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনা এবং প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামোর ওপর আলোকপাত করব।

আগামী ২০১৫- ১৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ও অনুমান

মাননীয় স্পীকার

৪৮। আপনি জানেন, অনুকূল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বর্ধিত সরকারি বিনিয়োগ সত্ত্বেও মূলত বেসরকারি বিনিয়োগের ধীরগতি উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে বাধা হিসেবে কাজ করছে। এ বাধা উত্তরণে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, যোগাযোগ অবকাঠামো, বন্দর উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার যে সকল কার্যক্রম আমরা বাস্তবায়ন করতে শুরু করেছি তাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা অভ্যন্তরীণ চাহিদা সচল থাকবে। আমার প্রত্যাশা, সরকারি খাতে বর্ধিত বেতন-ভাতা ও উচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি করবে। জিডিপির অনুপাতে সরকারি ব্যয়, বিশেষ করে, উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে। তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ভর্তুকি ব্যয় কমেছে। এই সাশ্রয়কৃত অর্থ আমরা অগ্রাধিকার খাতে সঞ্চালন করবো। কৃষিখাতে আমাদের লক্ষ্যভিত্তিক প্রণোদনা সন্তোষজনক উৎপাদন নিশ্চিত করবে। এছাড়া, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের নির্বিঘ্ন অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়নে সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টায় শ্রমের যোগান ও উৎপাদন নৈপুণ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হবে।

৪৯। কৃষিসহ উৎপাদনশীলখাতসমূহে লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ সরবরাহ, ক্রমহ্রাসমান সুদের হার, বাজার সংবেদনশীল মুদ্রা বিনিময় হার সব মিলিয়ে প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতির ধারাবাহিকতা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরো অঞ্চলের প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপিত পুনরুদ্ধার এবং তৈরি

পোশাক খাতের সংস্কারসমূহ শীঘ্রই রপ্তানিখাতকে চাঙ্গা করবে। সর্বোপরি আশা করা যায়, জনগণের প্রত্যাশানুযায়ী দেশের বৃহত্তর স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুভ বুদ্ধির উন্মেষ ঘটবে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে, এতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা নতুন বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন। অবশ্যি, এখানেও কালো মেঘ হিসেবে দেখা দিয়েছে ইউরোপের অস্থিরতা। ইউরোপীয় ক্রয়ক্ষমতা আমাদের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের রপ্তানির সিংহভাগই যায় ইউরোপের বাজারে।

৫০। এসব অনুমানের ভিত্তিতে আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আমি ৭.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। সরবরাহের দিক থেকে শিল্প ও সেবাখাত এবং চাহিদার দিক থেকে ব্যক্তিখাতের ভোগ ব্যয় এবং ব্যক্তি ও সরকারি খাতের বিনিয়োগ ব্যয় হবে এই প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি। উপরন্তু, রাজস্ব ও মুদ্রানীতির সুসমন্বয় এ লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে।

৫১। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ পণ্যমূল্য হ্রাস, সন্তোষজনক কৃষি উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ সরবরাহ পরিস্থিতির ধারাবাহিক উন্নয়ন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সতর্ক মুদ্রানীতির প্রভাবে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি আরো কমে আসবে বলে আমি মনে করি। পাশাপাশি, বাজেট ঘাটতি অতীতের মত জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যেই থাকবে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ৬.২ শতাংশ নির্ধারণ করেছি।

আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো

৫২। এবার আমি আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের একটি চিত্র (**পরিশিষ্ট ক: সারণি ৮**) তুলে ধরব।

সারণি ৮: আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১৫-১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪-১৫	প্রকৃত ২০১৩-১৪
মোট রাজস্ব আয়	২,০৮,৪৪৩	১,৬৩,৩৭১	১,৮২,৯৫৪	১,৪০,৩৭৫
	(১২.১)	(১০.৮)	(১৩.৭)	(১০.৪)
তন্মধ্যে,				
এনবিআর কর	১,৭৬,৩৭০	১,৩৫,০২৮	১,৪৯,৭২০	১,১১,৪২৩
এনবিআর বহির্ভূত কর	৫,৮৭৪	৫,৬৪৮	৫,৫৭২	৪,৬০৯
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২৬,১৯৯	২২,৬৯৫	২৭,৬৬২	২৪,৩৪৩

খাত	বাজেট ২০১৫-১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪-১৫	প্রকৃত ২০১৩-১৪
মোট ব্যয়	**২,৯৫,১০০**	**২,৩৯,৬৬৮**	**২,৫০,৫০৬**	**১,৮৮,২০৮**
	(১৭.২)	**(১৫.৮)**	**(১৮.৭)**	**(১৪.০)**
ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১,৬৪,৫৭১	১,২৭,৩৭১	১,২৮,২৩১	১,১০,৫৬৭
	(৯.৬)	(৮.৪)	(৯.৬)	(৮.২)
খ) উন্নয়ন ব্যয়	১,০২,৫৫৯	৮০,৪৭৬	৮৬,৩৪৫	৫৯,১৫১
	(৬.০)	(৫.৩)	(৬.৪)	(৪.৪)
তন্মধ্যে,				
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৯৭,০০০	৭৫,০০০	৮০,৩১৫	৫৫,৩৩৩
	(৫.৭)	(৫.০)	(৬.০)	(৪.১)
গ) অন্যান্য ব্যয়	২৭,৯৭০	৩১,৮২১	৩৫,৯৩০	১৮,৪৯০
	(১.৬)	(২.১)	(২.৭)	(১.৪)
বাজেট ঘাটতি	**-৮৬,৬৫৭**	**-৭৬,২৯৭**	**-৬৭,৫৫২**	**-৪৭,৮৩৩**
	(-৫.০)	**(-৫.০)**	**(-৫.০)**	**(-৩.৬)**
অর্থায়ন				
ক) বৈদেশিক উৎস	৩০,১৩৪	২১,৫৮৩	২৪,২৭৫	৯,৭০৬
	(১.৮)	(১.৪)	(১.৮)	(০.৭)
খ) অভ্যন্তরীণ উৎস	৫৬,৫২৩	৫৪,৭১৪	৪৩,২৭৭	৩৮,১৩৬
	(৩.৩)	(৩.৬)	(৩.২)	(২.৮)
তন্মধ্যে, ব্যাংকিং উৎস	৩৮,৫২৩	৩১,৭১৪	৩১,২২১	১৮,১৬৮
	(২.২)	(২.১)	(২.৩)	(১.৪)
জিডিপি	**১৭,১৬,৭০০**	**১৫,১৩,৬০০**	**১৩,৩৯,৫০০***	**১৩,৪৩,৬৭৪**

বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ দেখানো হয়েছে; উৎস: অর্থ বিভাগ; * বাজেট প্রণয়নকালীন নামিক জিডিপি।

৫৩। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২ লক্ষ ৮ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১২.১ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৩ শতাংশ) সংগ্রহ করা হবে। আমি বিশ্বাস করি, রাজস্ব আদায়ের এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবসম্মত। বিশেষ করে যেখানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জনবল ও কর্মপদ্ধতিতে ব্যাপক সংস্কার চূড়ান্ত করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক থাকলে এবং রাজস্ব সংগ্রহের সম্ভাবনা বিবেচনায় নিলে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে। এনবিআর বহির্ভূত সূত্র হতে কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫ হাজার ৮৭৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৩ শতাংশ)। এছাড়া, কর-বহির্ভূত খাত থেকে রাজস্ব আহরিত হবে ২৬ হাজার ১৯৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৫ শতাংশ)।

৫৪। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাজেটের মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৭.২ শতাংশ)। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের প্রায় ৩ হাজার ৯৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ বিবেচনায় নিলে

বাজেটের আকার দাঁড়াবে প্রায় ৩ লাখ কোটি টাকা। অনুন্নয়নসহ অন্যান্য খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ১০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৫ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৯৭ হাজার কোটি টাকা এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ৩ হাজার ৯৯৬ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ১ লাখ ৯৯৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৬ শতাংশ)।

৫৫। আগের বছরের ন্যায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমতা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গুণগত ব্যয়ের বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ **<u>পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ৯</u>** এ তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মানবসম্পদ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২২.০ শতাংশ, সার্বিক কৃষি খাতে (কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, পানিসম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) ২৫.৩ শতাংশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ১৯.১ শতাংশ, যোগাযোগ (সড়ক, রেল, সেতু এবং যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২২.৩ শতাংশ এবং অন্যান্য খাতে ১১.৪ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫৬। সার্বিকভাবে, বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে ৮৬ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র থেকে ৩০ হাজার ১৩৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৮ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে ৫৬ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.৩ শতাংশ) সংগ্রহ করা হবে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সংগৃহীত হবে ৩৮ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.২ শতাংশ) এবং সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য ব্যাংক- বহির্ভূত খাত থেকে আসবে ১৮ হাজার কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০ শতাংশ)। বৈদেশিক সহায়তার যে বিশাল পাইপলাইন গড়ে তোলা হয়েছে সেখান থেকে ব্যয় বাড়াতে পারলে অভ্যন্তরীণ উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা যথেষ্ট কমানো সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস এবং সেই প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাবো যাতে অন্তত আগামী বছরে বৈদেশিক সহায়তা ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেতে পারে।

৫৭। **সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো:** এ পর্যায়ে আমি প্রস্তাবিত বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) সম্পর্কে বলব। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কাজের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী কাজগুলোকে আমরা ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করেছি। এগুলো হলো সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো ও সাধারণ সেবা খাত।

৫৮। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৩.৪ শতাংশ, যার মধ্যে মানবসম্পদ খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত) বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ২০.৪ শতাংশ। ভৌত অবকাঠামো খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ৩০.৬ শতাংশ, যার মধ্যে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ১৩.৯ শতাংশ; বৃহত্তর যোগাযোগ খাতে ৮.৯ শতাংশ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৬.৩ শতাংশ। সাধারণ সেবা খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৮.০ শতাংশ, সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP), বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা, ভর্তুকি, রাষ্ট্রায়ত্ত, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য ব্যয় বাবদ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ২.২ শতাংশ; সুদ পরিশোধ বাবদ প্রস্তাব করা হয়েছে ১১.৯ শতাংশ; নিট ঋণদান (Net lending) ও অন্যান্য ব্যয় খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে অবশিষ্ট ৩.৮ শতাংশ। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ১০** এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাবও **পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ১১** এ সংযুক্ত করা হলো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথ রচনা

মাননীয় স্পীকার

৫৯। আপনি জানেন, আমরা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছি। আমাদের অনুসৃত রাজস্ব ও মুদ্রানীতি এবং বিভিন্ন উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। এ অর্জন সমপর্যায়ের দেশগুলোর তুলনায় ভালো হলেও আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। বিগত কয়েক বছর ধরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.০ হতে ৬.৫ শতাংশের বৃত্তে বন্দী হয়ে আছে। বস্তুত, বিগত পাঁচ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে গড়ে প্রায় ৬.২ শতাংশ। অথচ, আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো স্বল্পোন্নত দেশের পর্যায় হতে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের কাতারে সামিল হওয়া। এর জন্য প্রয়োজন হবে ছয় বা সাড়ে ছয় শতাংশের বৃত্ত ভেঙ্গে প্রবৃদ্ধির উচ্চতর ধাপে আরোহণ।

৬০। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০) জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০১৯-২০ সাল নাগাদ ৮ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনা মেয়াদশেষে যথাক্রমে ৩.৫, ১২.৫ ও ৭.০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে এসব খাতের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৩.০, ৯.৬ ও ৫.৮ শতাংশ এবং জিডিপিতে অবদান ১৬.০, ৩০.৪ ও ৫৩.৬ শতাংশ।

মাননীয় স্পীকার

৬১। **উন্নয়নের লক্ষ্য ও কৌশল:** রূপকল্পের স্বপ্ন হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে মোটা দাগে আমাদের কৌশল হচ্ছে উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন, গণদ্রব্য ও সেবার যোগান বৃদ্ধি, বিশ্ববাজারের সাথে ক্রমান্বয়ে একীভূত হওয়া, উৎপাদন বিশেষায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষা।

৬২। আপনি জানেন, উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। এসব প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত করার পাশাপাশি আমরা চিহ্নিত করেছি বিনিয়োগ ও

বিনিয়োগের উৎকর্ষ বৃদ্ধির মত প্রবৃদ্ধি সঞ্চারী উপাদানসমূহ (Growth Drivers)। এ পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আমাদের গৃহীত উদ্যোগসমূহ আপনার মাধ্যমে দেশবাসীকে অবহিত করতে চাই।

৬৩। **বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা:** উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমপুঞ্জিভূত মূলধন (Capital Stock) বাড়ানো। গত দশ বছরে মোট বিনিয়োগ বেড়ে জিডিপি'র ২৫.৮ শতাংশ হতে ২৮.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ৫.৫ শতাংশ হতে ৬.৯ শতাংশে উন্নীত হলেও ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ জিডিপি'র ২১ হতে ২২ শতাংশের মধ্যেই সীমিত রয়েছে। এই বাস্তবতায় আমাদের লক্ষ্য হলো ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের স্থবিরতা দূর করে মধ্যমেয়াদে (২০১৬-১৮) তা জিডিপি'র ২৪.০ শতাংশে উন্নীত করা। একই সময়ে আমরা সরকারি বিনিয়োগও জিডিপি'র ৭.৮ শতাংশে উন্নীত করবো।

৬৪। **সরকারি বিনিয়োগে অগ্রাধিকার:** সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বরাবরের মত প্রবৃদ্ধি সহায়ক খাতসমূহ অগ্রাধিকার পাবে। বিশেষ করে, ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোখাত যেমন বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবহন, যোগাযোগ, বন্দর উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আইসিটি খাতে অধিকতর সম্পদ সঞ্চালন করা হবে। আমরা ২০২১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করতে চাই। এ লক্ষ্যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, পুরাতন কেন্দ্রগুলোর সংস্কার, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পর্যায়ক্রমে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় বিদ্যুৎ আমদানি, জ্বালানি উৎস বহুমুখীকরণ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখব। পরিবহন খাতে গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কসমূহকে চার লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করবো। ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-ময়মনসিংহ চার লেন রাস্তা অবশ্যই আগামী অর্থবছরে সম্পন্ন হবে। এছাড়া, প্রক্রিয়াধীন আইন/বিধিমালাসমূহ শীঘ্রই চূড়ান্ত করার আশা রাখি। পরিবহনখাতে এডিপিভুক্ত ১৩৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরেই ৩৯টির কাজ শেষ হবে।

৬৫। **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন:** সরকারি বিনিয়োগের প্রধান হাতিয়ার হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং চ্যালেঞ্জ হলো এর সফল বাস্তবায়ন। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বৃহৎ দশটি মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়নে বিশেষ নজরদারির জন্য টাস্কফোর্স গঠন করেছি। একই সাথে, ধীরগতিসম্পন্ন ৫০টি প্রকল্পের

বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা নিয়েছি। যেসব প্রকল্পে বৈদেশিক সাহায্য ছাড়ের গতি কম সেসব প্রকল্প চিহ্নিত করে ত্রৈমাসিক ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে সমস্যা দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছি। এসব পদক্ষেপের ফলে এডিপি বাস্তবায়নের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, তা আরো বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে বলে আমি মনে করি। এ মেয়াদে আমাদের লক্ষ্য হলো প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং এডিপি'র পূর্ণ বাস্তবায়ন। পাশাপাশি, এর গুণগত মান নিশ্চিত করার দিকেও আমরা বিশেষ দৃষ্টি দেব। এডিপি বাস্তবায়নের সক্ষমতা বাড়ানো এবং অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে অত্যধিক ব্যয়ের প্রবণতা হ্রাস করতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ জোরদার করা হবে। এছাড়া, উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ, নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের বিষয়েও গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা। উপরন্তু, দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রকল্প পরিচালকের পুল গঠনের বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

৬৬। **দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প (Fast Track Projects):** আমরা ইতোমধ্যে প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চালক ৮টি বৃহৎ প্রকল্পকে (Fast Track Projects) দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নজরদারিতে এনেছি। প্রকল্পগুলো হলো পদ্মা সেতু প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প, এমআরটি- ৬ প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প ও পায়রা সমুদ্র বন্দর প্রকল্প। এসব প্রকল্পের মধ্যে পদ্মা সেতু ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প দু'টি আমাদের চলতি মেয়াদে শেষ হবে বলে আশা করছি। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুধু পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রতিবছর ০.৫৬ শতাংশ বাড়বে এবং অনগ্রসর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হবে।

৬৭। **সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্ব:** পিপিপি বাস্তবায়নে গত ছয়টি বছরই আমি অনেক বক্তব্য রেখেছি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে তেমন উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নেই। স্বীকার করতেই হবে যে, পদ্ধতিগত প্রস্তুতি আমাদের দুর্বল ছিল। তবে আশার বিষয় হলো যে, বিনিয়োগকৃত সম্পদ হতে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সক্ষমতা বাড়াতে আমরা ইতোমধ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বিল ২০১৫ জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেছি। আশা করছি, এটি শীঘ্রই আইনে রূপ নেবে। এর ফলে পিপিপি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে

প্রতিবন্ধকতা দূর হবে এবং বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহও বাড়বে। এসব উদ্যোগ ছাড়াও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নানা সংস্কার পিপিপি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনবে বলে আমি মনে করি। আশার কথা হলো, পিপিপি'র আওতায় ইতোমধ্যে ৪২টি প্রকল্প নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে, যার একটি তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি- ১২** এ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩টি প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অন্য ২টি প্রকল্পের চুক্তি শীঘ্রই স্বাক্ষরিত হবে। অনুমোদিত ২৪টি প্রকল্পে Transaction Advisor নিয়োগ করা হয়েছে।

৬৮। **অর্থনৈতিক অঞ্চল:** দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণকে উৎসাহিত করতে সম্ভাবনাময় এলাকাসমূহে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি। জমির অভাবে অনেক বড় ধরনের বিনিয়োগ উদ্যোগ যা জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মহাচীন ও ভারত থেকে পরিলক্ষিত হয় সেগুলো বাস্তব রূপ পায় না। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধনের জন্য ইতোমধ্যে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ৩০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তাদের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি- ১৩** এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে অনুমোদিত সিরাজগঞ্জ, মংলা, মিরসরাই, আনোয়ারা ও শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। পরবর্তীকালে অনুমোদিত আরো ২৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুপ্রতিম চীন ও জাপানের বিনিয়োগকারীদের জন্য ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল সংরক্ষিত রয়েছে। এ রকম আরেকটি অঞ্চল ভারতের জন্যে সংরক্ষণ করার বিষয়টি বিবেচনায় আছে। পাশাপাশি, বেসরকারি খাতেও ৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আমরা অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় ভূমি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও যোগাযোগ অবকাঠামো যোগানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

৬৯। ইতোমধ্যেই বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল বিধিমালা, ২০১৪ সংশোধনের কাজ চলছে। আমি দেশবাসীকে আরো জানাতে চাই যে, আগামী ১৫ বছরের মধ্যে সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। এর ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে প্রায় ১ কোটি মানুষের।

৭০। **ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ:** ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীগণ নানা ধরনের সমস্যার কথা বলে থাকেন যার মধ্যে রয়েছে উপযোগ সেবাসমূহ যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস প্রাপ্তিতে বিলম্ব, বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকরণে প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা, নিষ্কণ্টক জমির অভাব, ঋণের উচ্চ সুদের হার ইত্যাদি। এসব বাধা অপসারণে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি। আমার বিশ্বাস, পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ও সরবরাহে যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তাতে বিদ্যুৎ সমস্যা আর থাকছে না। গ্যাসের সমস্যা নিরসনে সমুদ্র অঞ্চলে ২৬টি ব্লকে অনুসন্ধান শুরুর লক্ষ্যে উৎপাদন- বণ্টন- চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলছে। পাশাপাশি, আমরা এলএনজি আমদানির উদ্যোগ নিয়েছি। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাজেশন কমিশন একীভূতকরণের কাজ দ্রুত শেষ করার আশা রাখি। নতুন এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে সত্যিকার অর্থেই ‘ওয়ান স্টপ’ সেবা প্রদানের উপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে এবং দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তাদের পদায়নেরও ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত জমি লিজ/বিক্রি/পিপিপিভিত্তিক ব্যবহার বিষয়েও চিন্তা-ভাবনা করছি। একই সাথে, ভূমি ব্যবস্থাপনা, রেকর্ড ও রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আধুনিকায়নের কার্যক্রম দ্রুততর করা হবে। আর্থিক খাতে সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যেই ঋণের সুদের হার কমতে শুরু করেছে। অধিকন্তু, বিদেশ হতে স্বল্পসুদে ঋণগ্রহণের সুযোগও থাকছে। আমার বিশ্বাস, এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নততর হবে এবং ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের লক্ষ্য অর্জনও সম্ভব হবে।

মাননীয় স্পীকার

৭১। **দক্ষতা উন্নয়ন:** আপনি জানেন, উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য কেবল বিনিয়োগ বাড়ানোই যথেষ্ট নয়। একই সাথে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ানোও জরুরি, যা নির্ভর করে যথাযথ প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ওপর। শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়নের সাথে বর্তমানে সরকারের ২২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সম্পৃক্ত রয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য আমরা একটি National Skills Development Authority (NSDA) গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছি। দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে নিরবচ্ছিন্ন অর্থের যোগান নিশ্চিত করতে National Human Resource Development Fund (NHRDF) গঠন করা হবে। প্রস্তাবিত তহবিলটি প্রথম পর্যায়ে সরকারের নিজস্ব সম্পদ ও উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে গঠিত হবে।

পরবর্তীকালে শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় তহবিলটি পরিচালনা করা হবে। এই তহবিল ব্যবহার করে NSDA দেশীয় শিল্প ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে প্রাধিকারভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করবে। উক্ত পরিকল্পনা দু'টি বাস্তবায়িত হলে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আমি প্রস্তাবিত NHRDF এর জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৭২। আপনি জেনে খুশি হবেন, অর্থ বিভাগ Skills for Employment Investment Program এর আওতায় তিন ধাপে মোট ১৫ লক্ষ লোকের দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এতে শিল্পখাতের বিভিন্ন ট্রেডের প্রয়োজন বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ কোর্স ও কারিকুলাম তৈরি করা হয়েছে। তিনটি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৩২টি সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিভাগ, পিকেএসএফ এবং ৯টি বেসরকারি শিল্প সংগঠনের (Industry Association) মাধ্যমে উন্নত ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রশিক্ষিত কর্মীদের মধ্যে ন্যূনতম ৭০ শতাংশের চাকুরির ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা Industry Skill Council গুলোকে শক্তিশালী করব যাতে তারা শ্রমবাজার সমীক্ষা, প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া, উন্নত মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৫টি শিল্পে আমরা ৩০টি Center of Excellence (CoE) তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। প্রথম পর্যায়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তি খাতে পরীক্ষামূলকভাবে একটি Center of Excellence তৈরি করার কাজ আমরা হাতে নিয়েছি। এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত শ্রমিকদের দক্ষতা সনদকে আসিয়ান দেশগুলোতে গ্রহণযোগ্য করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে Malaysian Qualification Agency (MQA) এর সাথে Twinning Program এর আওতায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মানোন্নয়নের কার্যক্রমও গৃহীত হয়েছে।

৭৩। **অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ:** বিগত দশক জুড়ে নারী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। বর্তমানে কর্মক্ষম নারীর ৩৩.৫ শতাংশ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে মোট শ্রমশক্তির বৃদ্ধির হারও হ্রাস পেয়েছে। এই বাস্তবতায় উপযুক্ত নীতি-কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষের সমপর্যায়ে উন্নীত করতে

পারলে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অনেকখানি বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী শিক্ষা, উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, কর্মজীবী মহিলাদের জন্য আবাসন, শিশু- দিবাযত্ন- কেন্দ্র স্থাপন, যুব মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চাকুরিতে কোটা সংরক্ষণসহ নানা ধরণের নারীবান্ধব কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে চাই। আমি আশা করছি, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্জিত লিঙ্গ সমতার কারণে ভবিষ্যতে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ অনেকখানি বাড়বে। বিদেশেও নারীর কর্মসংস্থান বাড়াতে সরকার সমভাবে সচেষ্ট। প্রতি মাসে দশ হাজার গৃহকর্মী প্রেরণের বিষয়ে ইতোমধ্যে সৌদি সরকারের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী সৌদি সরকার এসকল গৃহকর্মীদের সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭৪। **উৎপাদন নৈপুণ্যের উন্নয়ন:** উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য আরো প্রয়োজন উৎপাদন নৈপুণ্যের (Total Factor Productivity) উন্নয়ন, যা নির্ভর করে উৎপাদনক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংস্কারের ওপর। এ লক্ষ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তথ্য- প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিতে আমরা উৎসাহ দিচ্ছি। আমি মনে করি, অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশি- বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে, যা উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরে (Technology Transfer) ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি, সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা, আর্থিক খাত সংস্কার, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংস্কার, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, আইনের শাসন, প্রশাসনিক সংস্কার, ব্যবসা পরিবেশ উন্নয়ন, তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কিছু নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি বা করছি যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আমার বিশ্বাস, এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে উৎপাদন নৈপুণ্যের ধারাবাহিক উন্নতি ঘটবে।

৭৫। **বহিঃবাজার সম্প্রসারণ:** টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে শ্রম, সেবা ও পণ্যের বহিঃবাজার সম্প্রসারণও জরুরি। জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাস আয় বাড়াতে অভিবাসন ও রেমিট্যান্স প্রেরণের ব্যয় হ্রাস, শ্রম বাজার সম্প্রসারণ ও অবৈধ কর্মী বৈধকরণে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, অনগ্রসর অঞ্চল হতে কর্মী প্রেরণের হার বৃদ্ধি, মর্যাদা সহকারে নারী শ্রমিকের অভিবাসন ও সুরক্ষা, বিদেশগামী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কার্যক্রম প্রসার ইত্যাদি চলমান কার্যক্রম জোরদার করা হবে। অভিবাসনে রিক্রুটিং এজেন্সিদের অবদান অনস্বীকার্য কিন্তু সেক্ষেত্রে নানা অবৈধ কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং অভিবাসন খরচ নানাক্ষেত্রে অসহনীয় হয়ে

দাঁড়ায়। এ ব্যবস্থার সংস্কারে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তবে অভিবাসনে ব্যক্তি মালিকানা খাতই মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

৭৬। দুবাইতে অনুষ্ঠিতব্য এক্সপো ২০২০ ও কাতার ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রেক্ষাপটে এসব দেশে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকার দেশসমূহে শ্রমিক প্রেরণেও উদ্যোগ নেব। সীমিত পরিসরে দক্ষ উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে বিদেশে বিনিয়োগের বিষয়টিও আমরা বিবেচনায় রেখেছি। বিশেষ করে, রপ্তানির বিপরীতে Exporter's Retention Quota এর অর্থ বিদেশে ক্ষেত্রভিত্তিক বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রবাস আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে WTO এর Services Waiver এর আওতায় উন্নত দেশসমূহে সেবা খাতে অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা লাভের প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে। যার ফলে ডাক্তার, প্রকৌশলী, হিসাবরক্ষকসহ অন্যান্য পেশাজীবীদের সেবা রপ্তানির মাধ্যমে সেবা খাতের আয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

৭৭। রপ্তানি দ্রব্য বৈচিত্রকরণে তৈরি পোশাক খাতের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় অন্যান্য শিল্প ও সেবা খাতে প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। রপ্তানি বাজার বৈচিত্রায়ণেও আমাদের প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে। এছাড়া, বিশ্ব অর্থনীতিতে চীন ও ভারতের শক্তিশালী অবস্থান এবং আমাদের ভৌগোলিক নৈকট্য বিবেচনায় নিয়ে এসব দেশের সাথে আঞ্চলিক যোগাযোগ, রপ্তানি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে।

৭৮। **গ্রামীণ অর্থনীতি:** গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুতায়ন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপ নেয়া হবে। লক্ষ্যভিত্তিক পল্লী ও কৃষি ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। এছাড়া, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশে ঋণসহ অবকাঠামো সুবিধা সম্প্রসারিত করবো।

৭৯। **সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কৌশল:** আমাদের পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহ বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব- জিডিপি অনুপাত বাড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস, বিশেষ করে প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিতে চাই। এজন্য কর ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়করণের (automation) পাশাপাশি প্রত্যক্ষ কর আইন সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি। বাজেট ঘাটতি সীমিত রাখাসহ ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ব্যক্তিখাতে

ঋণের প্রবাহ নির্বিঘ্ন রাখতে বিদেশি উৎস হতে সহনীয় মাত্রায় সহজ শর্তের ঋণ সংগ্রহে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। পাশাপাশি, বিদেশি বিকল্প উৎস হতে স্বল্প সুদে ঋণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা থাকবে। মুদ্রানীতির লক্ষ্য থাকবে উৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ নির্বিঘ্ন রেখে মূল্যস্ফীতিকে লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখা। উপরন্তু, আর্থিক খাতে পরিচালন পদ্ধতিসহ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণের সুদের হার কমিয়ে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণে সচেষ্ট থাকব।

সপ্তম অধ্যায়

আগামীর পথে অগ্রযাত্রা
খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন

মাননীয় স্পীকার

৮০। এ পর্যায়ে আমি আগামী অর্থবছরসহ সামনের দিনগুলোতে বিভিন্ন খাতে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চাই।

(১) মানব সম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা

৮১। **প্রাথমিক শিক্ষা:** প্রাথমিক পর্যায়েই শিক্ষার মূল ভিত রচিত হয়। তাই আমরা মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছি এবং ২০১৮ সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছি। শতভাগ ভর্তির সুফল ধরে রাখতে ৯৩টি উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩৩ লক্ষ ৯০ হাজার শিশুর জন্য স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। উদ্যোগ নিয়েছি স্কুল ফিডিং নীতিমালা প্রণয়নের। আগেই বলেছি যে, বিদ্যালয় নেই এমন গ্রামে ১ হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের পরিকল্পনার অধীনে ১ হাজার ১৯টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলো নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে ১০টি উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার সহায়তায় তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) বাস্তবায়ন করছি যার আওতায় আসবাব ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান আছে। মাঠ প্রশাসনের প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর করার কাজও চলছে। এছাড়া, ১১টি উপজাতীয় ভাষায় পাঠ্যক্রম প্রণয়নের ফলে উপজাতি শিশুরা মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

৮২। **মানসম্পন্ন শিক্ষার সম্প্রসারণ:** মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রসারে আমাদের উদ্ভাবিত সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ব্যবহার, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ, উপবৃত্তি প্রদান এর মত কৌশলসমূহ বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে, যা আমরা অব্যাহত রাখবো। একইসাথে চলমান থাকবে ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের ১

হাজার কোটি টাকা সিড মানির বিপরীতে অর্জিত ৭৫ কোটি টাকা মুনাফা হতে স্নাতক ও সমপর্যায়ের মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমও চলমান থাকবে।

৮৩। **কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন:** জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ৯২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি উপজেলায় একটি করে কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি করে গার্লস টেকনিক্যাল স্কুল, ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৪টি বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং সকল বিভাগে ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ১৫-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক সাক্ষরতা ও জীবনদক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৮৪। **শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং উচ্চ শিক্ষার প্রসার:** শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে শুরু হওয়া কার্যক্রমসমূহের পাশাপাশি আমরা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট নির্মাণ করছি। এগিয়ে চলেছে ১২৮টি উপজেলায় রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের কাজ। চলমান আছে বরিশালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ। উদ্যোগ নিয়েছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে আমরা 'Accereditation Council' গঠনের প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করে এনেছি।

৮৫। সবার জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে মোট ৩১ হাজার ৬১৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

৮৬। **কমিউনিটি ক্লিনিক:** 'মিনি ল্যাপটপ হবে ডিজিটাল ডাক্তার' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে মোট ১৩ হাজার ৮৬১টি মিনি ল্যাপটপ

প্রদানের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ টেলিমেডিসিন সেবা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষার সুযোগ পাবেন।

৮৭। **টেলিমেডিসিন সেবার সম্প্রসারণ:** ৬৪টি হাসপাতাল এবং ৪১৮টি উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। পাশাপাশি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য অফিসগুলোতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৮৮। **মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম:** গরীব, দুঃস্থ ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য ৫৩টি উপজেলায় চালানো হচ্ছে মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি। আরো ২০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া ১৩২টি উপজেলায় জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

৮৯। **জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার আধুনিকায়ন:** জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার আধুনিকায়নে আমরা 'জাতীয় ঔষধ নীতি ২০১৪' প্রণয়ন করছি। একই সাথে ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮২, ড্রাগ অ্যাক্ট ১৯৪০, ড্রাগ রুলস্ ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সহ বিভিন্ন সংশোধনী একত্রিত ও যুগোপযোগী করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

৯০। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১২ হাজার ৭২৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

মাননীয় স্পীকার

৯১। **বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসার:** বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও শিক্ষাবিদ তৈরির লক্ষ্যে পিএইচডিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় 'বঙ্গবন্ধু ফেলোশীপ অন সাইন্স এন্ড আইসিটি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে এই প্রকল্প সমাপ্তির পর বৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখতে একটি ট্রাস্ট গঠনের কাজে হাত দিয়েছি। এছাড়া, সমুদ্র বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনার জন্য কক্সবাজারের রামুতে জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প সমাপ্তির পর এ এলাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের মেরিন অ্যাকুয়ারিয়াম স্থাপনের পরিকল্পনাও আছে।

৯২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে আগামী অর্থবছরের বাজেটে ১ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

(২) ভৌত অবকাঠামো

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

মাননীয় স্পীকার

৯৩। **বিদ্যুৎ:** দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত সমস্যার দ্রুততর সমাধান করতে গিয়ে বিদ্যুৎ খাতে প্রথম দিকে আমাদের স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়েছে। বিদ্যুৎ সমস্যা এখন অনেকটাই দূর হয়েছে। আমরা এখন দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি।

৯৪। **কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন:** ২০১৫ সালের পর কয়লাকে মূল জ্বালানি হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো- রামপালে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য Bangladesh-India Friendship Power Company গঠন, মাতারবাড়ি ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য JICA এর সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর; চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরের আর্থিক সহায়তায় মহেশখালীতে প্রতিটি ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট হিসেবে ৪ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪টি এবং পটুয়াখালীর পায়রায় ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন। একইসাথে সরকারি ও বেসরকারিখাতে ১ হাজার ৪১১ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্যও চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

৯৫। **পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন:** বিদ্যুৎ সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে পারমাণবিক শক্তি হতে ২০২২ সালের মধ্যে ২ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

৯৬। **উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় বিদ্যুৎ আমদানি:** ২০৩০ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে ৬ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। নভেম্বর ২০১৩ হতে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছি। আরও ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম চলমান আছে। নেপাল, ভূটান, মায়ানমার ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির জন্য আলোচনা অব্যাহত রেখেছি।

৯৭। **নবায়নযোগ্য জ্বালানি:** ২০২০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে Sustainable & Renewable Energy Development Authority (SREDA) গঠন করেছি। গ্রহণ করেছি ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচি।

৯৮। **সঞ্চালন লাইন:** ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত প্রায় ৩ লক্ষ ৩১ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ১ কোটি ৬২ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ সকলের কাছে পৌঁছাতে আমরা ১০ হাজার কিলোমিটার নতুন সঞ্চালন লাইন এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোমিটার নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ করবো।

৯৯। **জ্বালানি উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ এবং এলএনজি আমদানি:** সম্ভাব্য স্থানসমূহে অনুসন্ধান কূপ খননের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বাপেক্সকে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে কারিগরিভাবে অধিক শক্তিশালী করে তুলছি। অন্যদিকে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির সুফল ঘরে তুলতে ত্রিমাত্রিক ভূতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা এবং উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরের কাজ অব্যাহত রেখেছি। উল্লেখ্য, গভীর এবং অগভীর সমুদ্রে অনুসন্ধান উপযোগী ব্লকের সংখ্যা বর্তমানে ২৬টিতে দাঁড়িয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই খনির উত্তরাংশ হতে কয়লা উত্তোলন শুরু হলে প্রতি বছর ৪-৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন হিসাবে ২৫ বছরে মোট প্রায় ১১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন সম্ভব হবে। পাশাপাশি, ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনসহ এলএনজি আমদানির কার্যক্রম চলমান আছে। আশা করছি, ২০১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে এলএনজি আমদানি করে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

১০০। **প্রাকৃতিক গ্যাস ও তার ব্যবহার:** প্রাকৃতিক গ্যাস অত্যন্ত মূল্যবান একটি সম্পদ এবং বর্তমানে এর প্রাক্কলিত মজুদ খুবই কম। মোট প্রাথমিক প্রাক্কলিত গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৩৮.২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। তবে, উত্তোলনযোগ্য নিট মজুদের পরিমাণ মাত্র ১৪.৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে গ্যাস ব্যবহার হয় মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদনে এবং বিভিন্ন শিল্পের জ্বালানি শক্তি হিসেবে। গৃহস্থালী কাজেও বিভিন্ন শহরে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। নীতিগতভাবে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের জন্য গ্যাস সংযোগ দান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। গ্যাস অনুসন্ধানের কার্যক্রমকে বেশ শক্তিশালী করা হয়েছে, এলএনজি

আমদানিরও প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভোলায় গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এর ব্যবহারের জন্যে অচিরেই বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। বর্তমানে ঢাকায় এবং রশিদপুর শিল্প এলাকায় নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ করা হয়। কিন্তু চট্টগ্রাম অথবা উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গে গ্যাস সরবরাহ খুবই সীমিত। আমাদের সমুদ্রসীমার মধ্যে গ্যাস অনুসন্ধান জোরদার করতে হবে। গ্যাস অনুসন্ধান, উৎকলন, আমদানি, বিতরণ এবং ব্যবহার বিষয়ে একটি সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা খুবই জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

১০১। **বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়:** বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করতে আগামী তিন বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সম্ভাব্য সকল গ্রাহকের মধ্যে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু করেছি। উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণের পাশাপাশি আমরা জ্বালানি সাশ্রয়ের ওপরও জোর দিয়েছি। শিল্প, বাণিজ্য ও আবাসিক খাতে জ্বালানি সাশ্রয় ও সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা ২০১৬ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ, ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনবো। এ লক্ষ্যে আমরা 'Energy Efficiency & Conservation Master Plan' প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছি। শিল্প কারখানায় এনার্জি অডিটিং এবং এনার্জি ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, জনগণকে বিদ্যুৎসাশ্রয়ী সরঞ্জাম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে এনার্জি স্টার লেবেলিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১০২। বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বিপরীতে মোট ১৮ হাজার ৫৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

যোগাযোগ অবকাঠামো

মাননীয় স্পীকার

১০৩। **সড়ক-সেতু অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ:** দেশের পশ্চিমাঞ্চলে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করার জন্য Western Bangladesh Bridge Improvement Project এর আওতায় ৬১টি সেতু পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। চলমান আছে ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতী সেতু নির্মাণের কাজ। একইসাথে, গলাচিপা, পায়রা ও কচা নদীর উপর সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ নিয়েছি। এছাড়া, পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থানে ভবিষ্যতে ২য় পদ্মা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

১০৪। সড়ক অবকাঠামোর ক্ষেত্রে জয়দেবপুর- চন্দ্রা- টাঙ্গাইল- এলেঙ্গা মহাসড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণের কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আশা করি, আগামী ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের মধ্যে আমরা নিচের প্রকল্পগুলি সমাপ্ত করতে পারব:

- ✓ ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প
- ✓ ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং জয়দেবপুর- ময়মনসিংহ ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
- ✓ বরিশাল- পটুয়াখালী- কুয়াকাটা মহাসড়কে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ
- ✓ কক্সবাজার- টেকনাফ- মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ ২য় পর্যায় (ইনানী থেকে সীলখালী)
- ✓ যাত্রাবাড়ী- কাঁচপুর সড়ক ৮ লেনে উন্নীতকরণ
- ✓ আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর ৭ম বাংলাদেশ- চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ।

এছাড়া, বাস ট্রানজিট, সড়ক পরিবহন ও ট্রাফিক বিষয়ক বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

১০৫। **বিদ্যমান সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন:** মহাসড়ক মেরামত ও সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য ১০টি জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সড়ক, সেতু ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণ, প্রশস্তকরণ ও সার্ফেসিং এর জন্যও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি।

১০৬। **যাত্রী সেবার মানোন্নয়ন:** সড়কপথে যাত্রী সেবার মানোন্নয়নের জন্য আমরা বিআরটিসির অধীনে ৩০০টি দ্বিতল ও ১০০টি আর্টিকুলেটেড বাস সংগ্রহ করতে যাচ্ছি। গাড়িচালকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর তৈরি করা হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য অকার্যকর হয়ে থাকা ৫টি মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র প্রতিস্থাপনের পদক্ষেপ নিয়েছি। এছাড়া, বিভিন্ন পরিবহনের সমন্বয়ে নিরবচ্ছিন্ন যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে আমরা e-Ticketing Clearing House প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাসমূহকে Black Spots হিসেবে চিহ্নিত করে ঐসব এলাকার সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

১০৭। **রেলপথ উন্নয়ন:** ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশ্বব্যাপী রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়। প্রায় একই সময়ে আমাদের দেশেও রেলপথ নির্মাণ করা হয়। বাংলাদেশে এক সময়ে রেলপথ ও জলপথই ছিল যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম। অধুনা সেই ভূমিকা মূলত সড়ক পরিবহনই গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে জলপথ অনবরত সংকুচিত হয়েছে এবং রেলপথের ব্যবহার ও সংরক্ষণ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। আমরা রেলপথের পুনর্জাগরণের কৌশল গ্রহণ করেছি এবং রেলখাতে যে বিনিয়োগ আছে তার যথাযথ ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছি। ২০ বছর মেয়াদি একটি রেলওয়ে মাস্টারপ্ল্যান গ্রহণ করেছি এবং সেখানে ২৩৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৪৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। আমাদের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের মধ্যে আছে- দোহাজারী- কক্সবাজার- গুনদুম, কালুখালী- ভাটিয়াপাড়া- গোপালগঞ্জ- টুঙ্গিপাড়া, পাঁচুরিয়া- ফরিদপুর- ভাঙ্গা, ঈশ্বরদী- পাবনা- ঢালারচর এবং খুলনা- মংলা নতুন রেললাইন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, মেহেরপুর জেলাকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনা, পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে রেল সার্ভিস চালু করা, যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতুর উত্তরে রেল সেতু নির্মাণ, ঢাকা- টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী- জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ, ঢাকা- নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েল গেজ লাইন নির্মাণ ইত্যাদি। অন্যদিকে, আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে 'আখাউড়া- আগরতলা' রেল কানেকটিভিটি স্থাপন করতে যাচ্ছি আমরা।

১০৮। **পদ্মাসেতু নির্মাণ:** নিজস্ব অর্থায়নে বহু প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ অনেকদূর এগিয়ে এনেছি। প্রমত্ত পদ্মার দুই তীরে বাঁধ নির্মাণের কর্মযজ্ঞে ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবনে শুরু হয়েছে নতুন কর্মচাঞ্চল্য। আশা করছি, ২০১৮ সাল নাগাদ এই সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারবো।

১০৯। **যানজট নিরসন:** যানজটমুক্ত ঢাকা শহর গড়ে তুলতে মেট্রো রেলের কাজ শুরু করেছি। আশা করছি, ২০১৯ সাল নাগাদ এর কাজ শেষ করতে পারবো। যানজট সমস্যা সমাধানে আমাদের চলমান অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে আছে- ৩৮.২ কি.মি. দীর্ঘ ঢাকা- আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা শহরের জাহাঙ্গীর গেইট এলাকায় ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে কুতুবখালী পর্যন্ত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ। এছাড়া, গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর পর্যন্ত এবং বিমান

বন্দর হতে ঝিলমিল পর্যন্ত Bus Rapid Transit (BRT) নির্মাণের রুট সমীক্ষা এবং প্রাথমিক নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। দ্রুত গতিতে চলছে মগবাজার- মৌচাক ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ। তবে আমার ব্যক্তিগত মত হলো যে, রাজধানীর যানবাহন ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। কর্ণফুলি নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের জন্য China Communication Construction Company Ltd. এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছি। এটি নির্মিত হলে চট্টগ্রামের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে সংযোগ বাড়ার পাশাপাশি যানজট হ্রাস পাবে।

১১০। **বন্দর ও নৌ- পথ উন্নয়ন:** Fast Track- ভুক্ত পায়রা সমুদ্র বন্দর নির্মাণের প্রস্তুতিপর্বে নিজস্ব অর্থায়নে বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মংলা বন্দর উন্নয়নে কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্র বন্দর জি টু জি ভিত্তিতে স্থাপনের জন্য কতিপয় বন্ধু দেশ অর্থায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া, নৌ-পথের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য মাদারীপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ নৌ-পথ খনন এবং অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ক্যাপিট্যাল পাইলট ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় উদ্ধারকৃত এলাকায় সিরাজগঞ্জ শিল্পপার্ক প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

১১১। **বিমানবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ:** হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সক্ষমতা ও সেবা সুবিধা বাড়ানো হচ্ছে। কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের কাজও শুরু হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বিমানের যাত্রী পরিবহন সক্ষমতা ও সেবার মান বাড়াতে বিমান বহরে নতুন প্রজন্মের বেশ কয়েকটি উড়োজাহাজ সংযোজনের প্রক্রিয়া চলমান আছে। এছাড়া, খান জাহান আলী বিমানবন্দর ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা আমাদের আছে।

১১২। যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে আমি মোট ২৬ হাজার ৩২৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পানি সম্পদ

১১৩। **সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন রোধ:** বন্যামুক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা চলতি মেয়াদে নতুন নতুন এলাকাকে সেচ সুবিধার আওতায় আনবো এবং

বন্যামুক্ত রাখবো। আমরা নদী ভাঙ্গনের ঝুঁকি- সম্বলিত নদীতীর ও শহর রক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণ অব্যাহত রেখেছি। পাশাপাশি, গড়াই নদী এবং বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। একইসাথে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন **১৯৯২** যুগোপযোগী করার প্রক্রিয়াও চলছে।

১১৪। **সমন্বিত গঙ্গার পানি এবং উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা:** গঙ্গা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ চলমান আছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল ও অগ্রাধিকারভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আলোকে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় **১** হাজার ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে **১১১**টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী বছরেও এই তহবিলে **১০০** কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে বৈদেশিক সহায়তা নির্ভর ক্লাইমেট চেইঞ্জ রেজিলিয়েন্ট তহবিলকে আরো জোরদার ও গতিশীল করা হবে আমাদের প্রধান উদ্যোগ।

১১৫। **চর এলাকার ভূমিহীনদের পুনর্বাসন:** চর এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য উপকূলীয় এলাকায় আড়িবাধ নির্মাণ করে ২০ হাজার হেক্টর জমি পুনরুদ্ধার করা হবে এবং এই পুনরুদ্ধারকৃত জমিতে **১৬** হাজার পরিবারকে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। চর এলাকায় অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য গত বছরের বরাদ্দ অব্যবহৃত থাকা সত্ত্বেও এবারেও ৫০ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

(৩) জনকল্যাণ

১১৬। **খাদ্য নিরাপত্তা:** কৃষি খাতের অব্যাহত উন্নয়ন এবং দক্ষ খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমর্থ হয়েছি। এটি ধরে রাখতে খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা বর্তমান **১৯.৫** লক্ষ মেট্রিক টন হতে ২০২০ সালের মধ্যে ২৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। ভেজাল ও ক্ষতিকর রাসায়নিকমুক্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে আমরা 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ'কে শক্তিশালী করে তুলছি। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রদানের পাশাপাশি খাদ্যমূল্য সহনীয় রাখতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তবে এর ব্যবস্থাপনা নিয়ে নতুন উদ্যোগের সুযোগ রয়েছে।

১১৭। **সামাজিক সুরক্ষা:** দারিদ্র বিমোচনে আমরা অনেক অগ্রসর হয়েছি। তা সত্ত্বেও দেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে। দেশকে পুরোপুরি দারিদ্রমুক্ত করতে আমরা সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের যৌক্তিক ও লক্ষ্যভিত্তিক সম্প্রসারণ করছি। এ লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র। উপরন্তু, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে শীঘ্রই শুরু করতে যাচ্ছি 'Strengthening Public Financial Management for Social Protection' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন। এর আওতায় আমরা অর্থ বিভাগে একটি Social Protection Unit প্রতিষ্ঠা করবো। সামাজিক সুরক্ষার আওতা বাড়াতে আগামী অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৭ লক্ষ ২৩ হাজার হতে বৃদ্ধি করে ৩০ লক্ষ জনে, বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ১২ হাজার হতে বৃদ্ধি করে ১১ লক্ষ ১৩ হাজার জনে, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ হতে ৬ লক্ষ জনে, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী উপবৃত্তির সংখ্যা ৫০ হাজার হতে বৃদ্ধি করে ৬০ হাজার জনে, দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা এবং কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদারদের সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি করা হবে। পাশাপাশি, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী উপবৃত্তির হারও বাড়ানো হবে।

১১৮। **সমন্বিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম:** দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গঠনের জন্য 'সবাই মিলে গড়বো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' শ্লোগানকে সামনে রেখে আমরা সমন্বিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এর আওতায় বর্তমানে পৃথক পৃথকভাবে বাস্তবায়নাধীন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমসমূহকে সমন্বিত করা হবে, যা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও সময় কমাবে।

১১৯। **প্রতিবন্ধীসহ অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন:** প্রতিবন্ধীদের জাতীয় তথ্যভান্ডার ব্যবহার করে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পরিচয়পত্র প্রদান এবং প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী তাদের জন্য বিদ্যমান উন্নয়ন কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস এবং নতুন কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা সংস্কারের কাজও চলছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন ২০১৫, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) বিধিমালা ২০১৫, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৫, শিশু বিধিমালা ২০১৫ ও নিউরো-ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা ২০১৫। হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, চা শ্রমিকদের আপতকালীন

খাদ্য সহায়তা এবং ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস আক্রান্ত গরীব রোগীদের আর্থিক সহায়তার বিষয়ে আমি আগেই মন্তব্য করেছি। দেখা যাচ্ছে যে, এদের জন্য এবারের বাজেটে দ্বিগুণ বরাদ্দ থাকবে।

১২০। **উন্নয়নে নারী:** আমি আগেই বলেছি, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে পারলে দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা বহুলাংশে বাড়ানো সম্ভব হবে। ২০২১ সালের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নারী উন্নয়ন ও কর্মসুযোগ সংক্রান্ত সকল প্রকল্প পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে। নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে গ্রহণ করা হচ্ছে নানামুখী কার্যক্রম। আপনি জানেন, তৃণমূলের নারীদেরকে পণ্য উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত একটি সাপ্লাই চেইনে (Supply Chain) বাণিজ্যিকভাবে সম্পৃক্ত করার জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন কাজ করছে। এর একটি প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তোলার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জয়িতা কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা হবে। আমরা নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য স্থায়ী উন্নয়ন কেন্দ্র ও হোস্টেল নির্মাণেরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। এছাড়া, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, ক্যাটারিং প্রশিক্ষণ, নারী আইসিটি ফ্রি- ল্যান্সারসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হতে যাচ্ছে। নারীদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বাজেটে নারীর হিস্যা তুলে ধরার জন্য ২০০৯- ১০ অর্থবছর হতে প্রকাশ করে যাচ্ছি জেন্ডার বাজেট।

১২১। **শিশু অধিকার সংরক্ষণ:** শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত আমাদের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের মধ্যে আছে- গার্মেন্টস শিল্প কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন, শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধকল্পে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে দুস্থ, এতিম, অসহায় পথ শিশুদের জন্য আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষার উপকরণ, স্কুল গমনের সুযোগ, স্বাস্থ্য-সেবা, খেলাধুলা ও চিত্ত- বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি।

১২২। **শিশু বাজেট:** গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় ২০১৫- ১৬ অর্থবছর হতে পরীক্ষামূলকভাবে শিশু বাজেট উপস্থাপনের কথা বলেছিলাম। এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিশুদের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এমন পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের শিশু সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে প্রথমবারের মত ‘শিশুদের নিয়ে বাজেট ভাবনা’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করছি। এ প্রতিবেদন প্রণয়নে

শিশুদের চাহিদা পূরণ, অধিকার ও কল্যাণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত কর্মসূচি, উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এ থেকে জাতীয় বাজেটে শিশুদের উন্নয়নে যে বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে বা যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ ও নীতিকৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। এ কথা সত্যি যে, শিশু বাজেট একটি সর্বমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়। একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু বাজেট প্রণয়ন করতে হলে সকল মন্ত্রণালয়াধীন শিশুকল্যাণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ বিবেচনায় নিতে হবে। তবে সবার আগে প্রয়োজন এসব কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ এবং তাদের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য একটি উপযুক্ত কাঠামো প্রণয়ন। আমরা এই কাজটি পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করার আশা রাখি। এছাড়া, আমরা শীঘ্রই 'Strengthening Capacity for Child Focused Budgeting in Bangladesh (SC-CFB)' প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছি যার কার্যক্রম আগামী জুলাই ২০১৫ হতে শুরু হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শিশুদের কল্যাণে বরাদ্দকৃত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ ও শিশুখাত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সক্ষমতা বাড়বে।

১২৩। **মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংরক্ষণ:** মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারবর্গের কল্যাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আমরা নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছি। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে আছে- সম্মানী ভাতার হার বৃদ্ধি, চিকিৎসা ও রেশন প্রদান, সরকারি চাকুরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য কোটা সংরক্ষণ, মুক্তিযোদ্ধাভিত্তিক সংগঠনসমূহের জন্য মঞ্জুরি, খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ভিআইপি মর্যাদা প্রদান ইত্যাদি। এছাড়া, ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের কাজ চলছে। প্রায় সকল জেলা-উপজেলায় তৈরি করা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে ৩২টি স্মৃতিস্তম্ভ, চলমান আছে আরো ২৮টির কাজ। বধ্যভূমি ও গণকবরসমূহ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিস্তারে বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর এবং পাঠাগার। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, যেসব মুক্তিযোদ্ধা ৬৫ বছর অতিক্রম করেছেন তাদের সকলের মাসিক ভাতা ৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকায় নির্ধারণ করার প্রস্তাব করেছি।

১২৪। **জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাসী কল্যাণ:** জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণসহ

নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছি। জি-টু-জি পদ্ধতির মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় শ্রমিক রপ্তানি শুরু হয়েছে। তবে, এর সম্প্রসারণে ব্যক্তি খাতের সহায়তা লাগবে। আমি আশা করি, এর মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে মালয়েশিয়ায় প্রায় ৫ লক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে। এছাড়া, সৌদি আরবে পুনরায় শ্রমিক রপ্তানি শুরুর প্রেক্ষিতে অভিবাসী জনশক্তির সংখ্যা বাড়বে।

১২৫। অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। অভিবাসনে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে একটি ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্স কাজ করছে। এছাড়া, শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, দক্ষতা উন্নয়ন, নিরাপদ অভিবাসন এবং অভিবাসীদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি সময়োপযোগী করার কাজ চলছে।

১২৬। **এমআরপি ইস্যু:** প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণে মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, আবুধাবী, ওমান ও কাতারে অবস্থানরত বাংলাদেশীদেরকে এমআরপি প্রদানের জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে এমআরপি ইস্যুর কাজ চলছে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সময়সীমা হিসেবে নিয়ে এ ব্যবস্থাকে আরো বেগবান করতে হবে।

১২৭। **কর্মপরিবেশ উন্নয়ন:** শিল্প কারখানায় কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। তৈরি পোশাক খাতে নারী শ্রমিকদের আধিক্য বিবেচনায় জেন্ডার ও শিল্প সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ইউএনএফপিএ-এর আর্থিক সহায়তায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজও এগিয়ে চলেছে।

(৪) ডিজিটাল বাংলাদেশ

মাননীয় স্পীকার

১২৮। **ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন:** গাজীপুর জেলায় কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক এবং যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। এলাকাভিত্তিক ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নে মহাখালী আইটি ভিলেজ, বরিশালের চন্দ্রদ্বীপ ক্লাউডচর, সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি ও রাজশাহীর বরেন্দ্র সিলিকন সিটি স্থাপনের লক্ষ্যে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, খুলনা, চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগে হাই-টেক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের জন্য জমি নির্বাচনের কার্যক্রম

চলমান রয়েছে। এছাড়া, প্রতিটি জেলায় তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ১২টি জেলায় আইটি ভিলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, আমরা বর্তমানে ৮০০টি সরকারি অফিসে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করছি।

১২৯। **ইন্টারনেট সেবা:** জনগণকে ইন্টারনেটের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সবকটি জেলার ১০০৬টি ইউনিয়নে প্রায় ১১ হাজার কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া, সারাদেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা প্রদানের জন্য ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপনের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলে সংযুক্ত হয়ে শীঘ্রই আমরা ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি ২০০ জিবিপিএস হতে ১ হাজার ৩০০ জিবিপিএসে উন্নীত করবো। এছাড়া ৮ হাজার ৫০০টি পোস্ট-ই-সেন্টার চালুর কার্যক্রম ২০১৭ সালের জুন মাসের মধ্যেই সম্পন্ন করার আশা রাখি। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, আমরা ২০১৬ সালের মধ্যে মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট (বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১) উৎক্ষেপণের স্লট নির্ধারণ ও চুক্তি সম্পাদন করেছি।

১৩০। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিপরীতে আমাদের প্রস্তাবিত বরাদ্দের মোট অঙ্ক ৩ হাজার ৫৮৭ কোটি টাকা।

(৫) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

১৩১। **কৃষি উন্নয়ন:** আমাদের সরকারের কৃষিবান্ধব নীতিকৌশলের প্রভাবে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। নিজেদের চাহিদা পূরণ করে আমরা নানা কৃষিপণ্য রপ্তানি করছি। এ অর্জনকে ধরে রাখতে আমাদের চলমান কর্মকৌশল- সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধা, কৃষি উপকরণ সহায়তা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সুবিধার মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান, কৃষকদের ডাটাবেইজ তৈরিকরণ, কৃষকদের পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ, শস্য বহুমুখীকরণ, কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ সহায়ক পরিবেশ সৃজন, জৈবসারের উৎপাদন ও ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, বীজ সরবরাহ ইত্যাদির ধারাবাহিকতা বজায় রাখবো। কৃষিখাতে বিদ্যমান আর্থিক প্রণোদনার মধ্যে আছে কৃষিঋণের ৬০ শতাংশ শস্য খাতে বিতরণের নির্দেশনা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে কৃষকদের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলা, বর্গাচাষীদের ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য

পুনঃঅর্থায়ন স্কীম প্রবর্তন, আমদানি বিকল্প ফসল চাষে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদে ঋণ প্রদান ইত্যাদি। একথাটি ভুললে চলবে না যে, কৃষিখাতে অগ্রগতির মূলে রয়েছে উন্নত কৃষি গবেষণা।

১৩২। **কৃষি গবেষণা:** উচ্চফলনশীল শস্যের জাত উদ্ভাবন, অভিযোজন কৌশল ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং লবণাক্ততা, জলমগ্নতা ও খরাসহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবনসহ সার্বিক কৃষি গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

১৩৩। **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন:** মৎস্য খাতের উন্নয়নে আমাদের পরিকল্পিত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে- মৎস্যজীবীদের নিবন্ধন ও পরিচয় পত্র প্রদান, অভয়াশ্রম স্থাপন, সমবায়ভিত্তিক মৎস্য চাষ, প্রজনন মৌসুমে জাটকা সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদি। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে মালয়েশিয়া সরকারের কারিগরি সহায়তায় অনুসন্ধানী জাহাজের মাধ্যমে ফিশিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ, প্রজাতিভিত্তিক মজুদ নিরূপণ ও সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণ মাত্রা নির্ণয়ের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। মৎস্য খাতে যে উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে গবাদি পশুপাখির ক্ষেত্রে তা মোটেও লক্ষণীয় নয়। মুরগী ও হাঁস পালনে যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও চতুষ্পদ প্রাণীর মানোন্নয়ন এবং সরবরাহে কোন অগ্রগতি নেই। কৃত্রিম প্রজনন ছাড়া কার্যকরী কোন উন্নয়ন উদ্যোগ সেক্ষেত্রে নেই, এমনকি তাদের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাও বেশ দুর্বল। দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা বিবেচনায় চতুষ্পদ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সবিশেষ নজর দিতে হবে এবং বিভিন্ন পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। গবাদি পশু পাখির টিকা উৎপাদন, চিকিৎসা সেবা প্রদান, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম জোরদার করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ ঋণ কার্যক্রম অতিসত্বর শুরু করবে যেখানে ৫ শতাংশ হারে গবাদি খরিদ ও লালনের জন্য অর্থ দেয়া হবে। এই খাতে ৩ বছর মেয়াদি একটি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

১৩৪। **দারিদ্র বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন:** দরিদ্র জনগণের সঞ্চিত অর্থ সংরক্ষণ ও লেনদেনের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ৪৮৫টি উপজেলায় ৪ কোটি দরিদ্র জনগণকে অনলাইন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিটি বাড়িতে কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার গড়ে তোলার জন্য ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মার্চ ২০১৬

এর মধ্যে ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে 'ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পটি। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে দেশের সকল উপজেলায় সমবায় বাজার স্থাপনের কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। দরিদ্র মহিলাদের জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প। একইসঙ্গে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১৩৫। **পল্লী জনপদ:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সরকার ৭টি বিভাগের ৭টি এলাকায় প্রতিটি ৩.৭৫ একর জমির উপর স্বল্প ব্যয়ে আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধাসম্বলিত 'পল্লী জনপদ' নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। প্রতিটি পল্লী জনপদে ৪তলা বিশিষ্ট ২টি আবাসিক ভবনে ৪ ধরনের মোট ২৭২টি ফ্ল্যাটে সমসংখ্যক পরিবারের আবাসনের ব্যবস্থা হবে। পল্লী অঞ্চলে আবাসন উন্নয়নে এ প্রকল্পগুলো পথিকৃতের ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমরা নতুন শহর এলাকা গড়ার পরিবর্তে গ্রামেই নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছি। এত জনঅধ্যুষিত দেশে এই কৌশলের বিকল্প বাস্তবে আর কিছুই নেই।

১৩৬। আগামী অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৪০ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৬) শিল্পায়ন ও বাণিজ্য

মাননীয় স্পীকার

১৩৭। **শিল্পখাতের প্রসার:** শিল্পায়নের উত্তম পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নীতি ও আইন প্রণয়ন, শিল্প নগরী স্থাপন ও সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য মুন্সিগঞ্জে অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) নামে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপনের কাজ চলমান আছে, যা সম্পন্ন হলে ৪২টি শিল্প কারখানায় ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। এছাড়া, গঙ্গাচড়ায় বেনারশী পল্লী, কুমারখালীতে বিশেষ শিল্প এলাকা, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, মিরসরাই, সিরাজগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, ভৈরব, পাবনা ও বরগুনায় নতুন শিল্প নগরী স্থাপন করা হচ্ছে। পাশাপাশি, ফেঞ্চুগঞ্জে ৫.৮ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সার কারখানা স্থাপন এবং প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়নে ঢাকায় একটি ট্রেনিং একাডেমি স্থাপনের কাজ চলমান আছে। মুন্সিগঞ্জ জেলায় গার্মেন্টস্ শিল্প পার্ক স্থাপনের জন্যে একটি চীনা

বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই শিল্প পার্কে ৫০০টি কারখানা স্থাপনসহ প্রায় ৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। শিল্পখাতের উন্নয়নে আমাদের মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে আছে- শিল্পনীতি যুগোপযোগীকরণ, পাথরঘাটা ও রাঙ্গাবলী উপজেলায় জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন, রাষ্ট্রায়ত্ত সাতটি শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্বিন্যাস করে শিল্প পার্ক স্থাপন এবং বিএসটিআই এর কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ, ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু ও ল্যাবরেটরিসমূহের অ্যাক্রিডিটেশন ইত্যাদি।

১৩৮। **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ:** সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় গঠিত দু'টি ঘূর্ণায়মান পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করছে। কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকেও এই সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ব্যাংকিং খাতের দেশি-বিদেশি সকল প্রতিষ্ঠানকে এসএমই খাতের উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা রাখার আহবান জানাচ্ছি।

১৩৯। **পর্যটন শিল্পের প্রসার:** পর্যটন খাতকে চাঙ্গা করতে ২০১৬ সালকে পর্যটন বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও দেশি পর্যটকই এই পর্যটন বর্ষ উদযাপনে প্রধান ভূমিকা পালন করবেন। তবে পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা আনুমানিক ১০ লাখে উন্নীতকরণ এবং এখাত থেকে আয়ের পরিমাণ প্রায় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যে পর্যটন কেন্দ্রসমূহের সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

১৪০। **পাট শিল্পের গৌরব পুনরুদ্ধার**: বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে মিলগুলির বিএমআরই (Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion) করার জন্য চীন সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। পাটশিল্পে নব নব পণ্য উৎপাদনে সবিশেষ মনোযোগ অত্যন্ত জরুরি।

১৪১। **বাণিজ্য সম্প্রসারণ**: বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS) এর আওতায় সেবাখাত উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে সদস্য দেশসমূহের সিডিউল অব কমিটমেন্টস চূড়ান্ত করা হয়েছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে সেবাখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং এখাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বাড়বে। অন্যদিকে, ওআইসিভুক্ত

দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত TPS-OIC এর আওতায় বাংলাদেশ সম্প্রতি ৪৭৬টি পণ্যের অফার লিস্ট প্রেরণ করেছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে শিথিল রুলস্ অব অরিজিন এর সুবিধা কাজে লাগিয়ে অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বাড়াতে সক্ষম হবে।

১৪২। এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (APTA) এর আওতায় ৪র্থ রাউন্ড ট্যারিফ নেগোশিয়েশন চূড়ান্ত করা হয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে সদস্য দেশসমূহে রপ্তানি বাড়বে। অন্যদিকে, ডি- ৮ বাণিজ্য জোটে বাংলাদেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এছাড়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, চীন, তুরস্ক ও মেসিডোনিয়ার সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি অথবা প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

১৪৩। **সীমান্ত হাট:** ইতোমধ্যে বাংলাদেশ- মেঘালয় সীমান্তে ৩টি সীমান্ত হাট চালু হয়েছে এবং বাংলাদেশ- ত্রিপুরা সীমান্তে আরও ৩টি হাট স্থাপনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, সম্প্রতি আরও ৪টি সীমান্ত হাট স্থাপনে সম্মতি দেয়া হয়েছে।

(৭) আঞ্চলিক ও উপ- আঞ্চলিক সহযোগিতা

মাননীয় স্পীকার

১৪৪। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের উপস্থিতি ও তৎপরতা দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে আমরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম কূটনৈতিক সাফল্য হলো ভারতীয় সংসদে স্থলসীমান্ত বিল অনুমোদন, ঢাকায় বিমসটেকের স্থায়ী সচিবালয় ও South Asian Regional Standards Organization (SARSO) এর সদরদপ্তর স্থাপন। বিশেষ করে ১৯৭৪ সালে সম্পাদিত ইন্দিরা- মুজিব চুক্তির ধারাবাহিকতায় ভারতীয় সংসদে স্থলসীমান্ত বিল অনুমোদিত হওয়ার ফলে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হতে যাচ্ছে। ছিটমহলবাসীরা সম্পৃক্ত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়নের মূল ধারায়। এর ফলে বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিধি ছিটমহল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। ছিটমহলবাসীর কল্যাণ চিন্তা করে তাদের এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম বেগবান করার জন্য এই বাজেটে ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৪৫। প্রতিবেশী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে সার্ক, বিমসটেক, ডি-৮, ওআইসি, ন্যাম প্রভৃতি ফোরামের

সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, জাতিসংঘ ও অন্যান্য ফোরামে কার্যকর অংশগ্রহণ ও গঠনমূলক অবদানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি প্রতিশ্রুতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠায় আমাদের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে অভিন্ন ৫৪টি নদ-নদীর যথাযথ পানি বন্টন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির দূরদর্শী সিদ্ধান্ত অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানে সহায়ক হবে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্যোগে বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল ও ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে যোগাযোগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের একটি প্রকল্প আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

(৮) জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ

মাননীয় স্পীকার

১৪৬। **বন সম্প্রসারণ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** বাসোপযোগী পরিবেশ সৃজন এবং পরিবর্তিত জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রশমনে বন সম্প্রসারণ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের ওপর আমরা জোর দিচ্ছি। জীববৈচিত্র সংরক্ষণে ৩৪টি বনকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশের অবক্ষয়িত বন, প্রান্তিক ভূমি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে ব্যাপকহারে বনায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। একই সাথে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে সামাজিক বনায়নকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৪৭। **ইকো-ট্যুরিজম:** পরিবেশবান্ধব পর্যটন শিল্পের প্রসারে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছি। গাজীপুরে আন্তর্জাতিক মানের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক এবং চট্টগ্রামে শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি এন্ড ইকো পার্ক ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। এছাড়া, সিলেটে ইকোপার্ক প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে এবং অচিরেই সেখানে ইকোপার্ক চালু করা হবে। অনুমোদিত হয়েছে সুন্দরবন পর্যটন নীতিমালা।

১৪৮। **পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ**: সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর মত পরিবেশবান্ধব পণ্য ও খাতসমূহে অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি ঘূর্ণায়মান পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন করেছে। পরিবেশ দূষণ রোধে রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা চামড়া

শিল্পসমূহকে সাভারে পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্থানান্তর আগামী অর্থবছরে সম্পন্ন হবে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস ও জ্বালানি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে দেশে প্রায় ২০ লক্ষ ধোঁয়ামুক্ত উন্নত চুলা স্থাপন করা হয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৩ কোটি পরিবেশবান্ধব চুলা স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

১৪৯। **পরিবেশ সুরক্ষায় পাটজাত পণ্য:** নদীর তীর ও রাস্তাঘাটের ভাঙ্গনরোধে পরিবেশবান্ধব Jute geo-textiles উদ্ভাবনপূর্বক বাংলাদেশ ও ভারতে সফলভাবে Field Trial সম্পন্ন করা হয়েছে। আমি আশা করছি, আগামী অর্থবছর হতে পানি উন্নয়ন বোর্ড, সড়ক বিভাগ, এলজিইডিসহ অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক এর ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশের বিপর্যয় রোধ এবং পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে।

১৫০। **দুর্যোগ মোকাবেলা**: দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বাড়াতে ১৪টি উপকূলীয় জেলার ৭৮টি উপজেলায় ২০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প শুরু করতে যাচ্ছি। অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবেলায় একটি দক্ষ সাড়া প্রদান ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষিত দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(৯) আবাসন ও পরিকল্পিত নগরায়ন

মাননীয় স্পীকার

১৫১। **নগরায়নে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা:** সবার জন্য বাসস্থান নিশ্চিতকরণ এবং পরিকল্পিত নগরায়ন আমাদের সরকারের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার। ঢাকা ও খুলনা মহানগরীর ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় শহরের স্ট্রাকচার প্ল্যান, খুলনা মহানগরীকে মংলা পর্যন্ত সম্প্রসারণের স্ট্রাকচার প্ল্যান, চট্টগ্রাম মহানগরীর স্ট্রাকচার প্ল্যান এবং কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্টমার্টিন ও মহেশখালী এলাকার পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও মাদারীপুর ও রাজৈর উপজেলার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন এবং বেনাপোল-যশোর পর্যন্ত হাইওয়ে করিডোর বরাবর এলাকার এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে। ঢাকার বিদ্যমান ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানকে (DAP) রিভিউ করে আরও বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে ড্যাপ (২০১৬- ২০৩৫) প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫২। **রাজধানী ঢাকার সৌন্দর্যবর্ধন:** নয়নাভিরাম হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সৌন্দর্যবর্ধন ও বিনোদনমূলক এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গুলশান-বনানী- বারিধারা লেক এবং উত্তরা লেক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫৩। **আবাসন সুবিধার সম্প্রসারণ:** রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও বিভিন্ন জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রায় ৪৩ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্যে শেরেবাংলা নগরে বহুতলবিশিষ্ট ৪৪৮টি ফ্ল্যাট, সেগুনবাগিচা ও মোহাম্মদপুরে পরিত্যক্ত বাড়িতে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্যে ১০ তলাবিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট এবং সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য ২০ তলা সরকারি বাসভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকাসহ সারাদেশে ৩৮ হাজার ২৪৪টি প্লট উন্নয়ন ও ৭০ হাজার ৩৭৭টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। এছাড়া, ঢাকার আজিমপুর ও মতিঝিল সরকারি কলোনীতে সরকারি কর্মকর্তা/বিচারকদের জন্য এবং বেইলি রোডে মাননীয় মন্ত্রিবর্গের জন্য ২৮টি অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

১৫৪। **গৃহ নির্মাণ ঋণ:** গ্রামীণ দরিদ্র জনগণকে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের জন্য গৃহায়ন তহবিল পরিচালনা, কর্মরত শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল/ডরমিটরি নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মহিলা শ্রমিকদের আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য আশুলিয়ায় ৭৪৪ জনের বাসোপযোগী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে। গৃহায়ণ তহবিলের অর্থায়নে বিজিএমইএ এবং এর সদস্যভুক্ত কোম্পানিতে কর্মরত শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল/ডরমিটরি নির্মাণের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৫৫। ঢাকার বাইরে মহানগরের শূন্যস্থল থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে একটি কনভেনশন নগর গড়ে তোলার উদ্যোগ পিপিপি কার্যক্রমের অধীনে নেয়া হচ্ছে। এ নগরে বিমান বন্দর থেকে এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে বাস বা আকাশ রেলে যোগাযোগ থাকবে। নগরের আকর্ষণ হবে কনভেনশন ও প্রদর্শনী কেন্দ্র, খাদ্য কোর্ট, অন্তত দুটি পাঁচতারা হোটেল এবং বৃহৎ বিপনন কেন্দ্র। এই প্রকল্পের কাজ ব্যক্তি উদ্যোগে আগামী অর্থবছরে শুরু হবে এবং দুই বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

(১০) তথ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ক্রীড়া

মাননীয় স্পীকার

১৫৬। **তথ্য অধিকার:** জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিগত ৫ বছরে ২৮টি এফএম রেডিও, ৩২টি কমিনিউটি রেডিও এবং ৪১টি বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন পরিচালনার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আগামীতে বিদেশি মিশনসমূহে ৭টি নতুন প্রেস উইং খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, বিএফডিসিকে আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ, তথ্য ভবন নির্মাণ, বাংলাদেশ টেলিভিশনের পূর্ণাঙ্গ ৫টি টিভি কেন্দ্র নির্মাণ এবং উন্নয়ন প্রচার বাস্তবায়নে জেলা তথ্য অফিসসমূহের আধুনিকায়ন ও জেলা তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

১৫৭। **ধর্ম:** ধর্মান্ধতা, জঙ্গীবাদ, সামাজিক অবক্ষয় ও অনাচারের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইমাম, সেবাইত, পুরোহিত ও ভিক্ষুদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান চলমান রয়েছে।

১৫৮। **সংস্কৃতি:** বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং সুকুমার শিল্পের বিকাশে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খ্যাতনামা সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের জীবন ও কর্ম বিষয়ক রচনা সংগ্রহ, বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস রচনা এবং আঞ্চলিক ও জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও জাতীয় চিত্রশালার আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

১৫৯। **যুব ও ক্রীড়া:** বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সহজশর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্টেডিয়ামসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। বিলুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলাধুলা পুনরুজ্জীবিতকরণের উদ্যোগও গৃহীত হয়েছে।

১৬০। বিশ্ব ক্রিকেট অঙ্গনে বাংলাদেশ ক্রিকেটদল নিজেদের অপরিসীম শক্তি ও সামর্থ্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। তাঁরা গত আইসিসি বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছে এবং এর ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি পাকিস্তান দলকে পরাজিত করে সিরিজ জয়ের গৌরব অর্জন করেছে। বাংলাদেশের ক্রিকেটের অগ্রযাত্রায় এটি

নিঃসন্দেহে এক বড় মাইলফলক। আমাদের ক্রিকেট দলের অদম্য ও আত্মপ্রত্যয়ী সকল খেলোয়াড়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আপনার মাধ্যমে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

১৬১। বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা হলো ফুটবল এবং এই খেলাটি সারাদেশে গ্রামে- গঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। খেলাটির উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এবং আমাদের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় ১৫ কোটি টাকার একটি থোক সহায়তার ব্যবস্থা করছি।

(১১) জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা

১৬২। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার উপযোগী পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে আমরা নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছি যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, সিকিউরিটি ও প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন এবং জঙ্গি দমনে পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেরোরিজম প্রতিষ্ঠা, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদসৃজন ও পদ উন্নীতকরণ, প্রযুক্তি সক্ষমতার উন্নয়ন, দুর্গম পার্বত্য এলাকায় বিজিবি'র ব্যাটালিয়নগুলোতে ডাটা সুবিধা সম্প্রসারণ ইত্যাদি। বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এ পর্যন্ত মোট ৩১ হাজার ২৪১টি পদসৃজন করা হয়েছে এবং আরো ৫০ হাজার পদসৃজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, আমরা ফায়ার স্টেশনবিহীন ১৫৬টি উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছি। ঢাকার কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। একইসাথে, কারারক্ষীসহ কারাবিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রাজশাহীতে 'কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি' নির্মাণ এবং 'কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬৩। উন্নত প্রশিক্ষণ, আধুনিক অস্ত্র- শস্ত্র ও প্রযুক্তিনির্ভর সমরসম্ভার সংগ্রহ এবং অন্যান্য সুযোগ- সুবিধা বাড়ানোর মাধ্যমে আমরা সেনা- নৌ- বিমান ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সামর্থ্য ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে চলেছি। ইতোমধ্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতির একটা খসড়া প্রণয়ন করেছি, যা অচিরেই চূড়ান্ত করা হবে। সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে আমাদের সাফল্যের ফলে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

সংস্কার ও সুশাসন

মাননীয় স্পীকার

১৬৪। সময়ের পরিক্রমায় উৎপাদন প্রযুক্তি ও পণ্যের চাহিদায় পরিবর্তন আসে। ফলে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রচলিত বিধি- বিধান ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোরও সংস্কার প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিরবচ্ছিন্ন সংস্কার কার্যক্রমও জরুরি। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে গত মেয়াদের ধারাবাহিকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছি। চলতি মেয়াদেও শুরু করেছি অনেক নতুন সংস্কার। আমি এসব সংস্কার কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরছি।

১৬৫। **সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা:** আমরা সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে আসছি। এ লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রণীত বাজেটের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও কার্যকর ক্রয় পরিকল্পনার (Procurement Plan) পাশাপাশি আর্থিক ও অ- আর্থিক কার্যক্রমের অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের নজরে আনার জন্য বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে বার্ষিক কর্মকৃতি প্রতিবেদন (Annual Performance Report) প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি।

১৬৬। আমাদের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হলো সরকারি ব্যয়ের বিদ্যমান শ্রেণিবিন্যাসকরণ কাঠামোর সংশোধন এবং তার সফল বাস্তবায়ন। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, ইতোমধ্যে আমরা বর্তমান শ্রেণিবিন্যাস কাঠামোকে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতি রেখে ঢেলে সাজাতে সক্ষম হয়েছি। নতুন শ্রেণিবিন্যাস কাঠামোর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অধিকতর শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে অন্যদিকে তেমন আন্তর্জাতিক পরিসরে আমাদের আর্থিক তথ্য- উপাত্তের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

১৬৭। **প্রকল্প প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত সংস্কার:** যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে শুধু বাজেট বরাদ্দ যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন এর দক্ষ ও কার্যকর বাস্তবায়ন। উপরন্তু, সরকারি ব্যয়ের ফলাফল জানতে দরকার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার ইতোমধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন,

প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত নীতিমালাটি সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি, ২৫ কোটি টাকার বেশি ব্যয়সম্বলিত প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের (Feasibility Study) বিধান চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের জবাবদিহি বাড়ানোর বিষয়টিও আমরা বিবেচনায় রেখেছি।

১৬৮। উন্নয়ন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য ইতোমধ্যে আমরা ওয়্যারলেস ল্যান স্থাপনসহ ফরম্যাট-আপডেট-মনিটরিং-ডাটাবেইস সফটওয়্যার স্থাপন করেছি। এর মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব অবস্থানে থেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত এন্ট্রি দিতে পারবেন এবং মনিটরিং কর্মকর্তাগণ তাৎক্ষণিকভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। এর ফলে প্রকল্পের আর্থিক ও অ-আর্থিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণসহ বাস্তবায়ন পরবর্তী মূল্যায়ন সহজতর হবে।

১৬৯। **সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদনঃ** সরকারি ক্রয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে ই-জিপি [Electronic Government Procurement (e-GP)] পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় এ পদ্ধতিতে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ই-পেমেন্টসহ আরো অনেক কাজ স্বল্প সময়ে ও সমন্বিতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, অধিক সংখ্যক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ভয়-ভীতি ও ঝামেলামুক্ত পরিবেশে দরপত্র জমাদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে।

১৭০। **পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন:** একটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে নির্ভুল পরিসংখ্যান। আধুনিক পদ্ধতিতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং উন্নততর তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও প্রকাশের জন্য আমরা বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

১৭১। আমরা ইতোমধ্যে (১) ভোক্তা মূল্য সূচক (২) শিল্প উৎপাদন সূচক (৩) জিডিপি ও (৪) মজুরি হার সূচক-এর ভিত্তি বছর হালনাগাদ করেছি। পাশাপাশি বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহায়তায় কৃষি পরিসংখ্যানসমূহ যাচাই বাছাই করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার প্রয়াস নিয়েছি। এতে এসব পরিসংখ্যান একদিকে যেমন ব্যাপক পরিসরে গ্রহণযোগ্যতা পাবে তেমনি তা সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যও হয়ে উঠবে নির্ভরযোগ্য ভিত্তি।

১৭২। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং World Food Program (WFP) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'বাংলাদেশের দারিদ্র মানচিত্র' প্রণয়ন করা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে দারিদ্রবিষয়ক তথ্য- ভান্ডার (Poverty Database)। এ তথ্যভান্ডারটি সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমকে লক্ষ্যভিত্তিক করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

১৭৩। **আর্থিক খাত সংস্কার:** উন্নত ঋণ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারীগণকে আদায়কৃত সুদ বা মুনাফার ওপর ১০ শতাংশ হারে রেয়াত প্রদান করা হচ্ছে। প্রতারণার সাথে জড়িত ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পুনগর্ঠন সুবিধা না দেয়ার বিধান অন্তর্ভুক্ত করে 'ঋণ পুনগর্ঠন নীতিমালা' সংশোধন করেছি। ব্যাংকগুলোতে জালিয়াতি ও অনিয়ম প্রতিরোধে সতর্কতামূলক স্বনির্ধারণী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য চালু করা হয়েছে কর্পোরেট ডাটাবেইজ। বৃহৎ অংকের ঋণ তদারকির জন্য একটি সফটওয়্যার চালু করেছি যা ব্যাংকওয়ারি ঋণ সম্পর্কে ধারণা প্রদানে সহায়ক হবে। এছাড়া, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোকে কর্মকৃতিমুখি করার জন্য পারফরমেন্স কন্ট্রাক্টের আওতায় আনা হয়েছে। আশা করছি, এতে এসব ব্যাংকগুলো জনপ্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে। সারাদেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, মফস্বলের ব্যাংক শাখাগুলো যে আমানত সংগ্রহ করে তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ স্থানীয় কর্মকাণ্ড বা বিনিয়োগে ব্যয় করবে।

১৭৪। পল্লী অঞ্চলে সঞ্চয় উৎসাহিতকরণে প্রণয়ন করা হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন ২০১৪ ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আইন ২০১৪। ব্যাংকিং সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে ২০১৪ সালে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ৩৪৫টি নতুন শাখা খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

১৭৫। পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা ও স্থিতিশীলতা আনয়নে এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন ২০১৩ এর আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা হতে ট্রেডিং রাইটসকে পৃথক করা হয়েছে। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব সিকিউরিটিজ কমিশন্স এর 'এ' ক্যাটাগরির পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করেছে।

১৭৬। বীমাখাতটি এতদিন একেবারেই প্রায় কোন ধরনের নিয়ম- নীতির আওতায় ছিল না। এজন্য খাতটি বেশ দুর্বল। সরকারের গত মেয়াদে প্রতিষ্ঠিত বীমা উন্নয়ন

ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এই খাতে শৃঙ্খলা ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রথমবারের মত 'জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪' প্রণয়ন করেছে। এই নীতিতে ৫০টি সময়াবদ্ধ কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বীমা কর্পোরেশন আইন প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, সরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক নিরাপত্তা বীমাসহ কিছু নতুন স্কিম চালু করা হয়েছে।

১৭৭। বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ ও বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক স্থাপনের ফলে চেক ক্লিয়ারিং এর সময় অনেকখানি কমে এসেছে। জনগণকে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা প্রদানের জন্য 'ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ' স্থাপন করা হয়েছে। আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা রক্ষায় 'Lender of Last Resort (LOLR) Framework' এবং 'Contingency Planning and Bank Intervention/Resolution Framework' বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

১৭৮। **ব্যবসায় পরিবেশ:** ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আইন বিধি-বিধান সহজ করতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, আয়কর ও কাস্টমস আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধনের কাজ চলছে। বিচার ব্যবস্থা এবং আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত সেবা প্রদান প্রক্রিয়া গতিশীল করতে অটোমেশন অব্যাহত আছে।

১৭৯। **ভূমি ব্যবস্থাপনা, জরিপ ও রেকর্ড সংরক্ষণ:** ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে কোস্টাল ল্যান্ড জোনিং প্রকল্পের আওতায় সমতলের দুটি জেলা শহর ও উপকূলীয় অঞ্চলের ১৫২টি উপজেলার ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপসম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। আরো ৪০টি জেলায় ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে। গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি প্রচলিত খতিয়ানের পরিবর্তে ভূমি মালিকানা সনদ প্রবর্তনের কথা বলেছিলাম। এ লক্ষ্যে একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় জামালপুর সদর উপজেলার ৩টি মৌজার ডিজিটাল জরিপের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলা ও রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলায় এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, ডিজিটাল পদ্ধতিতে নকশা ও খতিয়ান প্রণয়নের লক্ষ্যে অন্য একটি পাইলট কর্মসূচির আওতায় সাভার উপজেলার ৫টি মৌজার ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। নরসিংদীর পলাশ উপজেলার ৪৮টি মৌজায় এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের মাধ্যমে ভূমি মালিকানার সনদ প্রদান কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে এই পঞ্জিকা বছরেই একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৮০। ২০টি উপজেলায় ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। এছাড়া, ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা 'কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন' এর খসড়া প্রণয়ন করেছি, যা শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে। আমাদের লক্ষ্য হলো- ২০১৯ সালের মধ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল ভূমি অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ২০২০ সালের মধ্যে সকল উপজেলায় ভূমি সেবাসমূহ ডিজিটাইজড করা।

১৮১। **জনপ্রশাসন:** সরকারি কাজে গতিশীলতা আনয়নে ই- ফাইলিং পদ্ধতি এবং জেলা পর্যায়ে ই- সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মাঠ প্রশাসনে তথ্য- প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার একটি দক্ষ, সেবামুখি ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। জনপ্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা' চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। কর্মকর্তা- কর্মচারিদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ফলাফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে সম্প্রতি ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৮২। জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System-GRS) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সর্বোপরি, রাষ্ট্রীয় ও অ- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য 'National Integrity Strategy Support Project (NISSP)' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮৩। জনপ্রশাসনের সংস্কার আমাদের গত মেয়াদের নির্বাচনী ইশতেহারে বিশেষ গুরুত্ব পায়। কিন্তু এবিষয়ে তেমন কোন সংস্কার সাধিত হয় নি। বিভিন্ন ক্যাডারের পুনর্বিন্যাস এবং সব ক্যাডারে অন্তত ১টি গ্রেড- ১ পদ সৃষ্টির প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকারের উন্নয়নমুখী ও বৃহৎ কর্মযজ্ঞে গতিসঞ্চারের জন্যে সুসংগঠিত জনপ্রশাসনের প্রয়োজন। এই বিষয়টির প্রতি আপনার মাধ্যমে আমি এই মহান সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

১৮৪। **সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য নতুন বেতন- স্কেল:** প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা- কর্মচারিদের বেতন- ভাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা বেতন ও চাকুরি কমিশন ২০১৩ গঠন করেছিলাম। আমি এই মহান সংসদে আগামী ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ থেকে

নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন শুরুর ঘোষণা দিচ্ছি। এক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করব। আশা করি, নতুন বেতন কাঠামো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহে স্বস্তি এনে দেবে। অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চালনে আর একটি অবদান হবে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি যা অর্থনীতির সার্বিক প্রবৃদ্ধির হারে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

১৮৫। **সমৃদ্ধি সোপান ব্যাংক:** শুধু বেতন-ভাতাই নয়, বেতন কমিশনের সুপারিশের আলোকে সরকারি চাকুরিজীবীদের কল্যাণার্থে তাঁদের নিজস্ব মালিকানায় তফসিলি ব্যাংকের আদলে 'সমৃদ্ধি সোপান ব্যাংক' নামে একটি বাণিজ্যিক ও উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি। প্রাথমিকভাবে ৪০০ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন দিয়ে ব্যাংকটির যাত্রা শুরুর চিন্তা-ভাবনা আছে। আর এ পরিশোধিত মূলধন বিদ্যমান চাকুরিজীবী ও অবসরপ্রাপ্তগণকে প্রাইমারি শেয়ার প্রদান করে সংগ্রহ করা হবে। তবে এবিষয়ে আরও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। ব্যাংকিং খাতের উল্লেখযোগ্য প্রসার ইতোমধ্যে হয়েছে। এখন প্রয়োজন এই খাতের সঞ্চয়ন, সুষ্ঠু নীতিমালা ও প্রবৃদ্ধির ধারা নির্ধারণ। ব্যাংকিং খাতের প্রচলিত কার্যক্রম এবং এই খাতের সার্বিক অবস্থান মূল্যায়ন ও বিবেচনা করার জন্য একটি ব্যাংকিং কমিশন গঠনের চিন্তা-ভাবনা আমাদের রয়েছে।

১৮৬। **পেনশন ফান্ড:** বর্তমানে দেশে প্রায় ৫ লক্ষাধিক অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী পেনশন ভোগ করছেন। এ বিপুল সংখ্যক পেনশনভোগীদের পেনশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা ফান্ড নেই, যা ভবিষ্যতে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। তাই, সরকারি চাকরিজীবীদের পেনশন ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পেনশন তহবিল ও 'পেনশন ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করবো। প্রাথমিকভাবে এ কর্তৃপক্ষকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফান্ড প্রদান করা হবে। এ ফান্ড হতে পেনশন প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে পেনশনভোগীদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৮৭। **আইনের শাসন:** মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও হয়রানি হ্রাসের জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিকে আরো জনপ্রিয় করার উপর জোর দেয়া হচ্ছে। আশা করা যায়, তাতে আদালতের উপর চাপ কিছুটা কমবে। পাশাপাশি, বিভিন্ন আদালত/ ট্রাইবুনালের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারের বিষয়েও আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছি। আদালতের দৈনিক কার্যতালিকা জনসমক্ষে প্রদর্শনের লক্ষ্যে **১৩**টি জেলা

আদালতে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে ১৮টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। চাঞ্চল্যকর বিডিআর বিদ্রোহ মামলারও নিষ্পত্তি হয়েছে। জাতীয় চার নেতার হত্যা মামলা এবং চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলার বিচারকার্যেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৮৮। **স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ:** গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কতিপয় কাজ-কর্মের বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দায়িত্ব বিভাজন, উপযোগী প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্র ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে রাজস্ব ভাগাভাগির ন্যায্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম- বিষয়গুলো নিয়ে সংসদ ও সংসদের বাইরে ব্যাপক আলোচনা প্রয়োজন। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো জনগণের প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে বিষয়গুলোর আশু সুরাহা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ ও স্থানীয় সরকার বিভাগের যৌথ উদ্যোগে একটি 'কৌশলপত্র' প্রণয়ন করতে চাই যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে রাজস্ব ভাগাভাগির ফর্মুলা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আইনানুগ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পন্থা এবং প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রসমূহ।

১৮৯। স্থানীয় সরকারকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিসংক্রম করতে হবে। কিন্তু সেজন্য স্থানীয় সরকারের দক্ষতা বাড়াতে হবে এবং জেলা পরিষদ নির্বাচনের ব্যবস্থা নিতে হবে। স্থানীয় সরকারের তিনটি স্তর জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আমরা যথাযথ বলে বিবেচনা করি কিন্তু স্থানীয় সরকারকে পরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়নের ক্ষমতা দিতে হলে সেটিকে জেলা পর্যায়েই দিতে হবে। জেলা বাজেটের অধীনে এবং জেলার নীতি- নির্দেশনার আলোকেই উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যক্রম নিতে পারবে। এবারে স্থানীয় সরকারকে পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের বিষয়ে উদ্যোগ নেবার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একটি থোক বরাদ্দ প্রদান করার প্রস্তাব করছি। এই বরাদ্দ কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্বন্ধে আগামী কিছু দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট দিক- নির্দেশনা বা গাইডলাইন প্রণয়ন করা হবে।

নবম অধ্যায়

রাজস্ব খাতে সংস্কার এবং নতুন প্রস্তাবাবলী

মাননীয় স্পীকার

১৯০। গত ছয় বছর ধরে আমি বলে যাচ্ছি যে, আমাদের লক্ষ্য হলো জাতীয় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করে সরকারি বাজেটের আকার ও আয়তন বৃদ্ধি। প্রায় ষোল কোটি মানুষের দেশে লাখ তিনেক কোটি টাকার বাজেট মোটেই পর্যাপ্ত নয়। গত ছয় বছরে আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জন না করলেও প্রায় ৯৫ শতাংশ অর্জন করেছি। এবারে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা আরো উচ্চাভিলাষী। এই বাজেটের ব্যয় মেটানোর প্রস্তাবাবলী পেশ করার আগে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের অর্জন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবো। গত বছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লাখ ৮২ হাজার ৯৫৪ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে বর্তমান আদায়ের প্রাক্কলন হচ্ছে ১ লাখ ৬৩ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা অর্থাৎ বাজেটের হিসাব থেকে ১০.৭০ শতাংশ কম ও পূর্ববর্তী বছরের অর্জন থেকে ৯.০৮ শতাংশ বেশি।

১৯১। এবারে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা হলো ২ লাখ ৮ হাজার ৭৭০ কোটি টাকা এবং তাতে রাজস্ব বোর্ডের হিস্যা হলো ১ লাখ ৭৬ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। এই অর্থ আদায় হবে চারটি সূত্রে আয়কর, মূসক, সম্পূরক শুল্ক এবং আমদানি শুল্ক খাতে। বর্তমান বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এই আদায়ের হার হবে ৩০.৬২ শতাংশ বেশি, সত্যিই উচ্চাভিলাষী। কিন্তু গত ছয় বছরে রাজস্ব বোর্ডের জনবল ও দফতর বেড়েছে ব্যাপকভাবে এবং তারা একটি বছরে আদায়ে প্রবৃদ্ধি ২০ শতাংশের বেশি করতে সক্ষম হয়েছেন। এবারে তাদের চ্যালেঞ্জ হলো ৩০.৬২ শতাংশ হারে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি। আয়কর বিভাগ এবার ৮৫টি উপজেলায় কাজ করতে পারবেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দক্ষতা অনেক উন্নীত হয়েছে বলে আমার মনে হয়।

১৯২। কর ব্যবস্থায় অনেক সরলীকরণ ও যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। নানা হিসাব পদ্ধতিতে জটিলতা হ্রাস করা হয়েছে এবং সর্বোপরি করজালে কর প্রদানকারীর সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। নানাভাবে কর আদায়ে অটোমেশন এখন বিস্তৃত। WCO (World Customs Organization) প্রণীত মান ও পদ্ধতি অনুসরণ অনেক বেড়েছে। করদাতাদের সম্মাননা ও স্বীকৃতি দেবার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা বেশ পাকাপাকি হয়েছে। বিভিন্ন উপায়ে প্রশাসনিক সংস্কার অনেক দূর এগিয়েছে। বারবার কর আদায়কারীদের সেবাদান ভূমিকাটিকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। করদাতাদের

হয়রানি ও করপ্রদানে জটিলতা পরিহারের নানা পদক্ষেপ কার্যকরী করা হয়েছে। একইসঙ্গে আইন ও বিধিমালা সংশোধন করে দ্ব্যর্থহীন ও সহজ সরল করা হয়েছে। করদাতা ও কর আদায়কারীদের মধ্যে যোগাযোগ অনেক ব্যাপক ও গভীর করা হয়েছে। আমি মনে করি কর আদায়কারী এখন নিজেদের মূলত সেবক বলেই বিবেচনা করতে শুরু করেছেন। একইসঙ্গে কর ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। তাই সর্বতোভাবে ব্যক্তির স্ববিবেচনার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে এসেছে। বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতিকে জনপ্রিয় ও কার্যকর করার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

১৯৩। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আয় ও কর্পোরেট কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা হলো ৬৫ হাজার ৯৩২ কোটি টাকা। স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর (মূসক) সূত্রে আদায় হবে ৪৪ হাজার ১৫৯ কোটি টাকা এবং স্থানীয় সম্পূরক শুল্ক বাবদ আদায় হবে ১৯ হাজার ৭৪৩ কোটি টাকা। আমদানি ও রপ্তানি পণ্যে শুল্ক বাবদ আদায় হবে ১৮হাজার ৮৭৫ কোটি টাকা, মূসক বাবদ হবে ২১ হাজার ৫১৮ কোটি টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক বাবদ আদায় হবে ৬ হাজার ১৪৩ কোটি টাকা।

১৯৪। আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ সালে প্রণীত হয়েছে এবং তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে। প্রত্যক্ষ কর আইনের একটি খসড়া ওয়েবসাইটে আছে এবং আগামী বছরে এই আইনটি পাসের উদ্যোগ নেয়া হবে। নীতিগতভাবে আমরা আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক হার লম্বা হাতে কমাবো ২০১৬-১৭ সালের বাজেটে। তাই ব্যক্তি ও কর্পোরেট আয়কর এবং মূল্য সংযোজন করই হবে আগামী দিনের রাজস্বের প্রধান উৎস এবং বাস্তবেও তাই হচ্ছে। আমদানি শুল্ক এক সময়ে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব দিত। এখন তা হচ্ছে সর্বনিম্নে। আয় ও কর্পোরেট করের হিস্যা সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে ৪০ বছরে অনেক বেড়েছে। মূসকের আদায় ৯০ এর প্রথম দিকে বেশ বাড়তে থাকে তবে এখন প্রবৃদ্ধি শ্লথ হয়ে আসছে।

১৯৫। এবারে আমি চারটি কর বিষয়ক প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করবো (**<u>পরিশিষ্ট খ এর সারণি ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ তে এগুলো বিস্তৃত পরিসরে সংযোজিত</u>**)। আয় ও কর্পোরেট করে পরিবর্তন খুবই সীমিত। আগামী বছরে সম্পদ কর নিয়ে নতুন উদ্যোগ নেয়া হবে। দেশের সবচেয়ে স্বচ্ছল গোষ্ঠিতে আছে মোবাইল, তামাক ও ব্যাংকিং খাতের কর্ণধারবৃন্দ এবং শিল্পপতি ও বড় ব্যবসায়ীরা। আয়কর ও কর্পোরেট কর তারাই দিয়ে থাকেন। দেখা যাচ্ছে যে,

এদেশে সবচেয়ে কম কর দেয় তামাক বা সিগারেট শিল্প, অথচ এই শিল্প জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। উন্নত প্রযুক্তির ফসল হিসেবে মোবাইল ব্যবসার লাভ খুব উল্লেখযোগ্য। আমাদের পোশাক শিল্পও অনেক বড় বড় ধনী সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে আয়কর দেন সামান্য কতিপয় ব্যক্তি, ষোল কোটি মানুষের মধ্যে কম বেশি ১২ লাখ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। কিছুদিন আগে রাজস্ব বোর্ড কয়েকটি এলাকায় জরিপ চালিয়ে অনেক সচ্ছল লোকের সন্ধান পেয়েছে। এদের সবার ওপর এই বছর আয় বা কর্পোরেট কর ধার্য করা হবে। এই রকম জরিপ ভবিষ্যতে আরো চলবে এবং এইভাবে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। আমাদের লক্ষ্য হলো যে, আমাদের এই মেয়াদের শেষ বছর ২০১৮-১৯ সালে সক্রিয় করদাতার সংখ্যা ৩০ লাখে উন্নীত করতে হবে। বর্তমানে উৎসে আয়কর (TDS) থেকেই আয়করের সিংহভাগ আদায় হয়। উৎসে আয়কর কর্তনের জন্য একটি স্বতন্ত্র কর অঞ্চল গঠনের চিন্তা- ভাবনা চলছে।

প্রত্যক্ষ কর: আয়কর

মাননীয় স্পীকার

১৯৬। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ তথা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ করকে রাজস্ব আদায়ের প্রধান খাতে পরিণত করার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে নিকট ভবিষ্যতে সামগ্রিক অর্থনীতিতে একটি সমতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়। সমতার নীতি বাস্তবায়নের প্রধানতম পদক্ষেপ হলো করভিত্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে আয়কর আইনের সার্বজনীন প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ। এ লক্ষ্যে দেশের যে সকল উপজেলায় আয়কর দপ্তর নেই সে সকল উপজেলায় পর্যায়ক্রমে আয়কর দপ্তর স্থাপনের মাধ্যমে সারা দেশে আয়কর বিভাগের সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আয়কর বাবদ সম্ভাব্য রাজস্ব আদায় হবে ৫০ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা যা মোট এনবিআর রাজস্বের ৩৬.৫৮ শতাংশ। এই হারকে বিশেষ করে আমদানি শুল্কবিহীন ভবিষ্যত বিবেচনা করে ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে। এবারের বাজেটে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্যোগের পাশাপাশি করের আওতা বৃদ্ধিকল্পে বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা, বিনিয়োগের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করা ও কর প্রশাসনের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়কর সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহ এখন আমি মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

১৯৭। **আয়কর হার:** বিরাজমান মূল্যস্ফীতি, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, প্রান্তিক

করদাতাদের করভার ইত্যাদি বিবেচনায় ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। একই সাথে নারীর ক্ষমতায়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের অধিকতর সম্পৃক্ততাকে উৎসাহ প্রদানের জন্য এবং সিনিয়র সিটিজেনদের করভার কমানোর লক্ষ্যে মহিলা করদাতা ও ৬৫ বছর ঊর্ধ্ব সিনিয়র সিটিজেনদের করমুক্ত আয় সীমা ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। প্রতিবন্ধী করদাতাদের প্রতি সমাজের এবং রাষ্ট্রের পালনীয় ভূমিকা বিবেচনায় প্রতিবন্ধী করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার পরিবর্তে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ৪ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। এ সম্বন্ধে ও আয়ভেদে করহার নিম্নোক্ত ছকে (**<u>পরিশিষ্ট খ: সারণি ১৪)</u>** প্রদান করছি।

সারণি- ১৪: কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের আয়ের করমুক্ত আয়ের সীমা এবং করহারের বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত হার

(ক) কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা:		
করদাতা	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
সাধারণ করদাতা	২ লক্ষ ২০ হাজার	২ লক্ষ ৫০ হাজার
মহিলা ও ৬৫ বছর ঊর্ধ্ব করদাতা	২ লক্ষ ৭৫ হাজার	৩ লক্ষ
প্রতিবন্ধী করদাতা	৩ লক্ষ ৫০ হাজার	৩ লক্ষ ৭৫ হাজার
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৪ লক্ষ	৪ লক্ষ ২৫ হাজার

(খ) কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করহার:		
মোট আয়		কর হার
বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	
প্রথম ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	প্রথম ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	পরবর্তী ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০ শতাংশ
পরবর্তী ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	পরবর্তী ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫ শতাংশ
পরবর্তী ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	পরবর্তী ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০ শতাংশ
পরবর্তী ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	পরবর্তী ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২৫ শতাংশ
অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	৩০ শতাংশ

(গ) কোম্পানি করদাতা ব্যতীত সিগারেট উৎপাদনকারী অন্য সকল শ্রেণির করদাতাদের করহার		
সিগারেট উৎপাদন ব্যবসা হতে অর্জিত করযোগ্য আয়	শূন্য-৩০ শতাংশ	৪৫ শতাংশ

(ঘ) কো-অপারেটিভ সোসাইটির কর হার:		
কো-অপারেটিভ সোসাইটির অর্জিত করযোগ্য আয়	শূন্য	১৫ শতাংশ

১৯৮। **ন্যূনতম কর:** বিদ্যমান আইনে সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদরের পৌরসভা এবং অন্যান্য এলাকার কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্য করদাতাদেরকে যথাক্রমে ৩ হাজার, ২ হাজার এবং ১ হাজার টাকা ন্যূনতম কর পরিশোধ করতে হয়। আয়কর একটি সার্বজনীন কর, যা বাংলাদেশে অঞ্চল নির্বিশেষে সমহারে প্রয়োগযোগ্য। ফলে বিদ্যমান অঞ্চলভিত্তিক ন্যূনতম কর হার প্রয়োগের পরিবর্তে এসকল করদাতাদের অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান নির্বিশেষে ন্যূনতম করের হার ৪ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করছি।

১৯৯। **সারচার্জ:** বিরাজমান মূল্যস্ফীতি, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, প্রান্তিক করদাতাদের করভার এসব বিবেচনা করে ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের করসীমা গতবারের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছে। **পরিশিষ্ট 'খ' এর সারণি ১৪ ও ১৫** অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের করদাতা তাদের গত বছরে কি হারে কর দিয়েছেন এবং এবারে কি হারে কর দেবেন সেটা বর্ণিত আছে। বিদ্যমান সারচার্জ আরোপ, পরিগণনা ও আদায়ের বিষয়ে নানা ধরনের মতামত আছে। মোটামুটিভাবে সারচার্জ একটি কর ব্যবস্থার যৌক্তিক বা ন্যায়ভিত্তিক অবস্থানকে বদলে দেয়। সারচার্জ আদায় এবং আরোপ কিন্তু খুবই সহজ একটি পদ্ধতি। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য বিদ্যমান সারচার্জ প্রথা বহাল রাখছি। তবে করদাতাদের কর লাঘবে সারচার্জ আরোপের জন্য নিজ সম্পদের বিদ্যমান অব্যাহতি সীমা ২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২ কোটি ২৫ লাখ টাকা করার প্রস্তাব করছি। একইসঙ্গে সারচার্জ আরোপ করার যোগ্য ক্ষেত্রে ন্যূনতম সারচার্জ ৩ হাজার টাকা নির্ধারণ করছি।

২০০। **সিগারেট ব্যবসার করহার:** এটি সুবিদিত এবং সর্বজনস্বীকৃত যে, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উভয়ের জন্য সিগারেট অত্যন্ত ক্ষতিকর। সিগারেটের ক্ষতিকারক দিক বিবেচনার পাশাপাশি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিসহ সিগারেট উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবসায় নিয়োজিত অন্যান্য সকল করদাতা যথা ব্যক্তি, অংশীদারী ফার্ম ইত্যাদির উপর ৪৫ শতাংশ হারে একটি একক করহার ধার্য করার প্রস্তাব করছি।

২০১। **কো- অপারেটিভ সোসাইটির করহার:** বিদ্যমান বিধানে কো-অপারেটিভ সোসাইটির কোন পৃথক করহার নেই। দারিদ্র বিমোচনসহ দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির উন্নয়নে সমবায় আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশে সমবায় আন্দোলনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কৃষি ও কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট খাত ব্যতীত কো-অপারেটিভ সোসাইটির অন্যান্য আয়ের উপর হ্রাসকৃত ১৫ শতাংশ হারে করারোপের প্রস্তাব করছি।

২০২। **পোল্ট্রি, পোল্ট্রি ফিড, গবাদি পশুর খামার ইত্যাদি এবং হাঁস- মুরগি, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারির করহার:** বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী পোল্ট্রি শিল্পের আয় ৩০ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত করমুক্ত। পৃথক বিধান অনুসারে পোল্ট্রি ফিড, গবাদি পশুর খামার, বীজ, দুধ ও দুধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ, তুঁত চাষ, মৌমাছি চাষ, রেশম চাষ, ছত্রাক চাষ, ফুল ও লতাপাতা চাষ ইত্যাদি খাতের আয়ের উপর ৩ শতাংশ হারে কর আরোপিত আছে। এর মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। মাছ আমাদের দৈনন্দিন পুষ্টির একটি অপরিহার্য উপাদান। তবে মাছ চাষ খাতের আয় পূর্বে কখনও করমুক্ত আবার কখনও এর উপর অতি স্বল্প হারে কর আরোপিত ছিল। এ করমুক্ত বা স্বল্প হারে করের সুযোগ অনেকে অপব্যবহার করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে মাছ চাষ খাতের আয়ের উপর স্বল্প হারে কর সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়। মাছ চাষের জন্য রেণু পোনা একটি অপরিহার্য উপাদান এবং রেণু পোনা উৎপাদনের জন্য বড় আকারের স্থাপনা নির্মাণ ও বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে মাছ ও হাঁস-মুরগির হ্যাচারিসহ বর্ণিত খাতসমূহের আয়ের ওপর অপেক্ষাকৃত কম হারে কর আরোপের প্রস্তাব করছি।

২০৩। **ব্যবসা- বাণিজ্যে বিদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান:** আমাদের দেশে যথেষ্ট বেকার যুবক থাকা সত্ত্বেও ব্যাপকভাবে বিদেশি জনশক্তি এখানে কাজ করেন। তাদের অনেকেই কোন রকম করের আওতায় আসেন না। বিদেশি কর্মরত লোকজনের নিবন্ধন গতবছর আমরা শুরু করেছি। এবারে তাদের ওপর নিয়মিত কর ধার্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা এখন থেকে অবৈধভাবে কোন প্রতিষ্ঠানে কাজে নিয়োজিত থাকবেন সেইসব প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রদেয় আয়করের ৫০ শতাংশ বা ৫ লক্ষ টাকা (যেটা বেশি) অতিরিক্ত কর আরোপের প্রস্তাব করছি। একইসঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সব রকম কর সুবিধা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি। অধিকন্তু এইসকল দুর্জনদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে জেল ও জরিমানাও করা হবে।

২০৪। বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি যারা এখানে ব্যবসা করছে তাদের জন্য নিচের ছক অনুযায়ী (**পরিশিষ্ট খ: সারণি ১৫**) কর নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর হার হবে ৪৫ শতাংশ।

সারণি ১৫: কোম্পানির করহার

কোম্পানির করহার:		
বিবরণ	বিদ্যমান হার	প্রস্তাবিত হার
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি	২৭.৫ শতাংশ	২৫ শতাংশ
নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি	৩৫ শতাংশ	৩৫ শতাংশ
পাবলিকলি ট্রেডেড- ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত) নন-পাবলিকলি ট্রেডেড- ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪২.৫ শতাংশ ৪২.৫ শতাংশ	৪০ শতাংশ ৪২.৫ শতাংশ
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫ শতাংশ	৩৭.৫ শতাংশ
সিগারেট প্রস্তুতকারী: পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি- সিগারেট প্রস্তুতকারী নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি- সিগারেট প্রস্তুতকারী	৪০ শতাংশ ৪৫ শতাংশ	৪৫ শতাংশ ৪৫ শতাংশ
মোবাইল ফোন: পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি	৪০ শতাংশ ৪৫ শতাংশ	৪০ শতাংশ ৪৫ শতাংশ
লভ্যাংশ আয়	২০ শতাংশ	২০ শতাংশ
ব্যবসায়িক টার্নওভারের উপর প্রদেয় ন্যূনতম কর	০.৩০ শতাংশ	০.৩০ শতাংশ (উৎপাদনে নিয়োজিত নূতন করদাতার প্রথম তিন বছর এ করের হার হবে ০.১০ শতাংশ)
পোল্ট্রি, গবাদি পশু ও মাছের হ্যাচারি আয়ের করহার:		
পোল্ট্রি শিল্পের আয়	শূন্য	প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর ৩ শতাংশ; পরবর্তী ২০ লক্ষ টাকার উপর ১০ শতাংশ; অবশিষ্ট আয়ের উপর ১৫ শতাংশ।
পোল্ট্রি ফিড, গবাদি পশু, বীজ, দুধ, ব্যাঙ, তুঁত চাষ, মৌমাছি চাষ, রেশম চাষ, ছত্রাক চাষ, ফুল চাষ	৩ শতাংশ	প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর ৩ শতাংশ; পরবর্তী ২০ লক্ষ টাকার উপর ১০ শতাংশ; অবশিষ্ট আয়ের উপর ১৫ শতাংশ।
হাঁস-মুরগী, চিংড়ী ও মাছের হ্যাচারি	সাধারণ করহার প্রযোজ্য	প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর ৩ শতাংশ; পরবর্তী ২০ লক্ষ টাকার উপর ১০ শতাংশ; অবশিষ্ট আয়ের উপর ১৫ শতাংশ।

মাননীয় স্পীকার

২০৫। গত অর্থবছরে অর্থবিল উত্থাপনের পূর্বক্ষণে বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে তৈরি পোশাক ও অন্য সকল প্রকার রপ্তানি পণ্যের ওপর করহার যথাক্রমে রপ্তানি মূল্যের ০.৩০ শতাংশ ও ০.৬০ শতাংশে অবনমিত করা হয়। আমাদের কাপড় এবং পোশাক শিল্প নানা ধরনের সুযোগ- সুবিধা উপভোগ করে। এছাড়া, আরো রপ্তানি দ্রব্যও এই সুযোগ পায়। এই সুযোগটি শুধু এক বছরের জন্য দেয়া হয়েছিল। তাই

এবারে এই সুযোগ প্রত্যাহার করে তৈরি পোশাক, টেরি টাওয়েল, কার্টন ও এক্সেসরিজ, পাট ও পাটজাত পণ্য, হিমায়িত মাছসহ সকল রপ্তানি পণ্যের রপ্তানি মূল্যের উপর ১ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করছি এবং একইসঙ্গে উক্ত কর সকল ক্ষেত্রে করদাতার চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করছি।

২০৬। আমরা সব সময়ই পুঁজিবাজারের ধ্বস সম্বন্ধে আলোচনা করে থাকি। বিগত চার বছরের কার্যক্রমের ফলে পুঁজিবাজার এখন একটি ভাল অবস্থানে পৌঁছেছে। পুঁজিবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আরও কোম্পানিকে আকৃষ্ট করতে চাই। তাই পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করের হার ৪২.৫ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। একইসঙ্গে পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানির করহার ২৭.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। তালিকাভুক্ত কোম্পানি কি হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করলো তার ওপরে করহারের কোন হেরফের হবে না। বর্তমানে কোন কোম্পানি কর্তৃক বণ্টিত লভ্যাংশ আয় ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত করমুক্ত। আগামীতে শুধুমাত্র পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি হতে প্রাপ্ত এই লভ্যাংশ আয় ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত করমুক্ত থাকবে। কোম্পানি বা অংশীদারী ফার্ম কর্তৃক পুঁজিবাজারের বিনিয়োগ হতে অর্জিত মুনাফার ওপর বিদ্যমান আইনে ১০ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান আছে; এই বিধান প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

২০৭। **নতুন শিল্প স্থাপনে প্রণোদনা:** বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে দেশে নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদানে বর্তমান সরকার বহুমাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (BEZA) ও হাই-টেক পার্ক (Hi-Tech Park) এর ডেভেলপার এবং এ সকল অঞ্চল বা পার্কে বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদি বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ দেশে গাড়ির ব্যাপক চাহিদা, এখাতে আমদানি ব্যয় হ্রাস এবং দেশীয় জনশক্তি কাজে লাগিয়ে সহজলভ্য গাড়ি প্রস্তুত ও এর সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভারী শিল্প হিসেবে অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর অবকাশ সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

২০৮। বর্তমানে যানবাহনে ব্যবহৃত টায়ার বিদেশ থেকে আমদানির জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করা হয়। দেশের শিল্পায়ন, পরিবহন খাতের চাহিদা ও কর্মসংস্থানের স্বার্থে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে নতুন প্রতিষ্ঠিত টায়ার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

২০৯। **বেতনের উপর কর আরোপে সমতা আনয়ন:** বিদ্যমান আইনে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মূল বেতন ব্যতীত অন্যান্য ভাতাদি করমুক্ত রয়েছে; এটি বৈষম্যমূলক। এ বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, বোনাস ও উৎসব ভাতার উপর একই নিয়মে কর আরোপের প্রস্তাব করছি। বলে রাখা ভাল যে, অতি সত্বর সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন- ভাতাও বৃদ্ধির ব্যবস্থা হচ্ছে।

২১০। **ওয়েজ আর্নার্সদের জন্য প্রণোদনা:** ওয়েজ আর্নার্সগণ দেশের সমৃদ্ধির চাকা সচল রাখতে ক্রমাগত অবদান রাখছেন। তাঁদের অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান এবং বৈধ চ্যানেলে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা আনয়নকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, পাউন্ড স্টার্লিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং পাউন্ড স্টার্লিং প্রিমিয়াম বন্ড এর অর্জিত সুদ আয়কে কর অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি।

২১১। **বন্ড মার্কেট উন্নয়ন:** সরকারের সামগ্রিক অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কার্যকর বন্ড মার্কেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার একটি কার্যকর বন্ড মার্কেট উন্নয়নের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বন্ড মার্কেট উন্নয়নের স্বার্থে ট্রেজারি বন্ড এবং ট্রেজারি বিলের সুদের ওপর উৎসে ৫ শতাংশ হারে কর কর্তনের বিধান প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

২১২। **উৎসে কর কর্তনের পরিধি সম্প্রসারণ:** বিদ্যমান আইনে আয়ের খাত নির্বিশেষে অনিবাসী ব্যক্তির উৎসে আয়কর কর্তনের হার ৩০ শতাংশ এবং কোম্পানি শ্রেণির করদাতাদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নির্ধারণ করা আছে। বিদ্যমান আইনটি খাতভিত্তিক নয় বিধায় তা পরিপালনে প্রায়শই জটিলতার সৃষ্টি হয়। বিদ্যমান জটিলতা নিরসন তথা উৎসে কর কর্তনকে (Tax Deduction at Source-TDS) সহজীকরণের লক্ষ্যে অনিবাসী ব্যক্তির বেতন/সম্মানী, মূলধনী মুনাফা, সুদ/রয়্যালটি, লভ্যাংশসহ অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ সুনির্দিষ্ট করে নির্দিষ্ট হারে উৎসে কর আরোপের প্রস্তাব করছি। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন প্রকারের সেবা প্রদানের ওপর উৎসে কর কর্তনের পরিধি সম্প্রসারণের মাধ্যমে আয়কর আদায় বৃদ্ধি করা জরুরি। যে সকল সেবা খাতে উৎসে কর কর্তনের হার বর্তমান আইনে সুনির্দিষ্ট নেই, সময়ের

প্রয়োজনে এরূপ উদ্ভূত সেবা কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করে সেসব সেবার ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করছি। এছাড়াও অন্যান্য কতিপয় ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের পরিধি বৃদ্ধি ও কর হার যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি।

২১৩। বর্তমানে বিভিন্ন করদাতা বছরের যে কোন সময় থেকে পরবর্তী বার মাসকে আয়বছর হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন- ব্যাংক, বীমা ক্যালেন্ডার ইয়ারকে তাদের আয়বছর মনে করে। অন্যান্য ব্যবসায়ী করদাতারা ক্যালেন্ডার ইয়ার, আর্থিক বছর বা বিভিন্ন সময়কালকে আয়বছর বিবেচনা করেন। ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্যালেন্ডার ইয়ারকে আয় বছর হিসেবে অপরিবর্তিত রেখে আগামীতে আমরা অন্যান্য সকল করদাতার জন্য ১লা জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত আয় বছর হিসেবে বিবেচনা করার প্রস্তাব করছি। তবে এই নতুন ব্যবস্থাটি ১লা জুলাই, ২০১৬ সালে কার্যকর করা হবে। করদাতাদের এই নতুন আয়বছরের হিসাব বিবরণী প্রস্তুতির সুবিধার্থে তাদের এক বছর সময় দেয়া হচ্ছে।

২১৪। **ভবিষ্যৎ দর্শন:** আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বর্তমান সরকার দেশি বিদেশি অনেকের সন্দেহ আর উৎকন্ঠাকে অমূলক ও ভুল প্রমাণিত করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করেছে এবং তা পুরোদমে এগিয়ে চলছে। দেশের এই বৃহৎ অর্জনের অংশীদার আমরা সবাই, বিশেষ করে সম্মানিত করদাতাগণের অর্থই এর অন্যতম প্রধান উৎস। আধুনিকায়নের মাধ্যমে একটি যুগোপযোগী ও সেবাধর্মী কর প্রশাসন সৃষ্টিতে গৃহীত উদ্যোগের বিষয়ে আপনাদের অবহিত করতে চাই।

- বর্তমানে উৎসে কর হচ্ছে আয়কর আদায়ের অন্যতম প্রধান উৎস। সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের আলোকে উৎসে আয়কর কর্তন কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে নিবিড় মনিটরিং এর প্রয়োজনে উৎসে কর কর্তন সম্পর্কিত স্বতন্ত্র কর অঞ্চল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হবে।
- মানি লন্ডারিং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। অর্থ-সম্পদ পাচারের তথ্য সংগ্রহ এবং পাচারকৃত অর্থ-সম্পদের ওপর করারোপনে বিশ্বব্যাপী কর এজেন্সিগুলো প্রধান ভূমিকা পালন করলেও মূলতঃ প্রশাসনিক ও আইনী কাঠামোর দুর্বলতা ও সক্ষমতার অভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এক্ষেত্রে তেমন জোরালো ভূমিকা রাখতে পারেনি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা ও তদন্ত কাজ সমন্বয় এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক তথ্য

বিনিময় প্রক্রিয়া সুসংহত করা হচ্ছে। এছাড়া বিদেশে অর্থ-সম্পদ পাচারের তথ্য সংগ্রহ, দ্বৈত নাগরিকদের আয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ আন্তর্জাতিক কর সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য একটি স্বতন্ত্র আয়কর সেল গঠনের প্রস্তাব সক্রিয় বিবেচনায় আছে।

- আয়কর মেলার বিস্তৃতি উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এই মেলায় বিশেষ লক্ষণীয় হলো যুবক ও নতুন করদাতাদের উপস্থিতি। মেলাতে আরো প্রতিভাত হয় যে, কর-রাজস্ব প্রশাসন একটি ব্যবসা-বান্ধব সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে।

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) এবং সম্পূরক শুল্ক

মাননীয় স্পীকার

২১৫। **নতুন মূসক আইন:** একটি আধুনিক, বিনিয়োগ, ভোক্তাস্বার্থ ও রাজস্ববান্ধব মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ২০১২ সালে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ মহান সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। আগামী ১ জুলাই, ২০১৬ হতে এ আইন কার্যকর করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এ লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৫ এর খসড়া প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। এই আইনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার 'VAT Online Project' শীর্ষক একটি প্রকল্পও অনুমোদন করেছে। উক্ত আইনের বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাপকভিত্তিক বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক হারসমূহ হ্রাস ও ক্ষেত্রবিশেষে অপরিবর্তিত রাখা, সমন্বয় ও আরোপের প্রস্তাব করে **পরিশিষ্ট 'খ' এর সারণি ১৬** মতে পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব করছি।

২১৬। সম্পূরক শুল্কের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। একটি হচ্ছে দেশি উৎপাদককে প্রতিযোগিতা থেকে রেহাই দিয়ে গড়ে উঠতে দেয়া এবং অন্যটি হলো বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশে রাজস্ব আহরণের অতিরিক্ত সুযোগ প্রদান। ২০১৬ সালে এই শুল্ক ব্যাপকভাবে আমাদের কমাতে হবে। এই কারণে আমাদের স্থানীয় শিল্পকে সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে হবে। সম্পূরক শুল্কহার শূন্য শতাংশ থেকে শুরু করে ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যমান। তবে তাকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংকুচিত হারে প্রয়োগ করা হয়।

২১৭। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্বের মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাজোট সরকারের গৃহীত নানামুখী সংস্কার,

সম্মানিত করদাতা ও ভোক্তাদের কর প্রদানে ইতিবাচক মনোভাব এবং রাজস্ব বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিকতার ফলশ্রুতিতে এ খাতে রাজস্ব আদায়ে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং প্রবৃদ্ধির ধারা বর্তমান সরকারের সময়েও অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির নিরিখে মূল্য সংযোজন কর খাত থেকে আরো বেশি পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহের সম্ভাবনা রয়েছে।

২১৮। সরকার এখন মূসকের একক হার নির্ধারণ করেছে ১৫ শতাংশ। তবে, অব্যাহতির পরিসর বৃদ্ধির চিন্তা- ভাবনা ছিল। শুধু বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং গরীব মানুষের ব্যবহার উপযোগী দ্রব্যাদির ক্ষেত্রেই অব্যাহতি দেয়া নয় একইসঙ্গে এইসব ব্যবসা যেগুলোতে অব্যাহতির সীমানা ছিল ২৪ লাখ টাকা তাকে বর্ধিত করে ৩০ লাখ টাকা করার প্রস্তাব এখন সক্রিয় বিবেচনায় আছে।

২১৯। **মূসক আরোপ:** ২০১৬ সালের জুলাই হতে 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উক্ত আইনের সাথে সংগতি রেখে এবং দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির চাহিদা বিবেচনায় ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালার সংস্কারের মাধ্যমে মূসক ব্যবস্থার পদ্ধতিগত সহজীকরণের বেশ কিছু প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন আইনে উত্তরণের স্বার্থে এ বছরের বাজেটে সম্পূরক শুল্ক কাঠামোতে কিছুটা সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্যের আওতাভুক্ত কতিপয় পণ্যের মূল্য যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। অব্যাহতির সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার অভিপ্রায়ে মূসক অব্যাহতির কতিপয় খাত অর্থাৎ ইনডেন্টিং সংস্থা, কনক্রীট রেডিমিক্স, কোপরা ওয়েস্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। এছাড়া আয়ুর্বেদিক, ইউনানী ও ভেষজ ঔষধের উপর ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণপূর্বক মূসক আরোপের প্রস্তাবসহ প্লাস্টিকের তৈরি টিস্যু হোল্ডার, আইস- ট্রে, আইস স্কুপ, হ্যাংগারকে বিদ্যমান মূসক অব্যাহতি তালিকা হতে বিলুপ্তির প্রস্তাব করছি।

২২০। **মূসক অব্যাহতি:** এই অনুচ্ছেদে যেসব পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে অব্যাহতি আমরা দিতে চাই তার একটি তালিকা এই মহান সংসদের বিবেচনার জন্য পেশ করছি:

১) প্রাণিসম্পদ রক্ষা এবং প্রাণিসম্পদের বৃদ্ধি দেশের জন্য অপরিহার্য। প্রাণিসম্পদ খাতের বিদ্যমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে 'পশু

খাদ্যের পুষ্টি প্রিমিক্স' এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির প্রস্তাব করছি।

২) কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও সরবরাহ মূল্য লাঘবের লক্ষ্যে হিমাগার সেবার বিদ্যুৎ বিলের ওপর বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

৩) সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন রোগ বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে। হেপাটাইসিস-সি ভাইরাসজনিত জটিল রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষণীয় পর্যায়ে দৃশ্যমান। এ রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। দেশের জনগণের এ চিকিৎসা ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে লিভার সংক্রান্ত জটিল রোগের ঔষধের উপর উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক অব্যাহতির প্রস্তাব করছি।

৪) বিপুল সংখ্যক দরিদ্র জনগণ ভাঙ্গা লোহার টুকরা বা স্ক্র্যাপ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া, ইস্পাত শিল্পের কাঁচামালের আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ী এ সকল বর্জ্যপণ্য রি- সাইক্লিং করা হয়। এ বিবেচনায় ভাঙ্গা লোহার টুকরা বা স্ক্র্যাপ পণ্যের সরবরাহ পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির প্রস্তাব করছি।

৫) পলিষ্টার সুতার কাঁচামাল পেটচিপস এর আমদানি পর্যায়ে শুল্কহার শুন্য হলেও এ পণ্যের উপর ৪ শতাংশ হারে Advance Trade VAT (ATV) প্রযোজ্য। দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে এক্ষেত্রে ATV মওকুফের প্রস্তাব করছি।

৬) দুঃস্থ ও এতিম সন্তানদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি এতিমখানায় বরাদ্দকৃত ক্যাপিটেশন গ্রান্টকে মূসকের আওতামুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি।

৭) আধুনিক সভ্যতার দ্রুত অগ্রসর যাত্রায় ফটো নির্মাণ শিল্প রুগ্ন- প্রায়। ফটো নির্মাতা খাতের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এই খাতের ওপর বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

৮) আয়রণ অক্সাইড দীর্ঘদিন যাবৎ দেশে শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমদানি বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এই শিল্প দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে অবদান রাখছে বিধায় আয়রণ অক্সাইড এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান ১৫ শতাংশ মূসক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

৯) আমদানি বিকল্প শিল্প হিসেবে গ্লাসটিউব এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব ও এর উপকরণের স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ের মূসক অব্যাহতি আগামী ৩০ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে শেষ হবে। এ শিল্পে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত মূসক অব্যাহতির মেয়াদ ২০১৭ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব করছি।

১০) হাই-টেক পার্ক বাংলাদেশে তথ্য- প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ কারণে হাই-টেক পার্কের ডেভেলপারদের বিদ্যুৎ বিল এবং ডেভেলপার ও বিনিয়োগকারীদের যোগানদার সেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর মওকুফের প্রস্তাব করছি।

১১) প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাবকারী একটি উপাদান। অন্যদিকে শিল্পের প্রয়োজনে প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার অস্বীকার করার উপায় নেই। প্লাস্টিক বর্জ্য রিসাইক্লিং করে প্লাস্টিক দানা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। একটি নির্মল সবুজ পরিবেশ বিনির্মাণে নীতিগত প্রণোদনা প্রদানের অংশ হিসেবে প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে প্লাস্টিক দানা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ১৫ শতাংশ মূসক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

১২) পরিবেশ সুরক্ষাকারী সৌর- বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের মহৎ উদ্যোগকে নীতিগত সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে IDCOL নিবন্ধিত সোলার প্যানেল নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের নিকট ৬০ এ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারী সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাটারী উৎপাদনকারীদের মূসক অব্যাহতির প্রস্তাব করছি।

১৩) বাংলাদেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে পাট শিল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে কাঁচা পাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে যোগানদার সেবার বিপরীতে ৪ শতাংশ মূসক গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে মওকুফ করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় একটি সবুজ শ্যামল পরিবেশ নিশ্চিতের লক্ষ্যে পাটজাত পণ্যের স্থানীয় বিক্রয়ের উপর বিদ্যমান ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। একইসাথে, পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন ফি এর উপর বিদ্যমান ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। এর ফলে সমস্যাসঙ্কুল পাট শিল্পের সমৃদ্ধির গতি প্রণোদিত হবে বলে আমি আশা করি।

১৪) ঔষধ শিল্প আমাদের অন্যতম গর্বের একটি খাত। এ শিল্প দিনে দিনে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। এই খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি প্রশংসনীয়। ঔষধ রপ্তানির

লক্ষ্যে নমুনা ঔষধ রপ্তানির মূসক অব্যাহতির বাৎসরিক সীমা বর্তমানের ৩০ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি করে বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

২২১। **মূসক আরোপ, হার বৃদ্ধি ও মূসকের আওতা সম্প্রসারণ:** আগামী বছরের জন্য মূসক আরোপ এবং মূসকের হার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করছি:

১) WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) এ বাংলাদেশ একটি স্বাক্ষরকারী দেশ। বিশ্বব্যাপী ধুমপান বিরোধী রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান, তামাকজাত পণ্যের স্বাস্থ্যঝুঁকিহেতু এর ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এই খাতের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘদিন যাবৎ সিগারেটের ওপর হতে কর আদায়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সিগারেটের মূল্যসীমা নির্ধারণ করে দেয়ার একটি রেওয়াজ প্রচলিত ছিল- যা বাজার অর্থনীতিতে মোটেও কাম্য নয়। এ কারণে এই প্রথম বারের মতো সিগারেটের সর্বনিম্ন মূল্য বেঁধে দিয়ে তার উপর একটি সম্পূরক কর ও মূসক এবং এই সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যের সিগারেটের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক ও মূসক আরোপের প্রস্তাব করছি। সিগারেটের বিদ্যমান অবস্থা এবং আমার প্রস্তাবের চিত্রটি নিচে (**পরিশিষ্ট খ: সারণি ১৭**) তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ১৭: সিগারেটের বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত মূল্যস্তর এবং সম্পূরক শুল্কের হার

বিদ্যমান মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা	বিদ্যমান করভার	প্রস্তাবিত মূল্য (১০ শলাকার জন্য) টাকা	প্রস্তাবিত করভার (সম্পূরক শুল্ক হার)
১৫.০০- ১৬.৫০	৪৩%	নিম্নতম ১৯.০০ টাকা	৪৮%
৩২.৫০- ৩৫.০০	৬০%	নিম্নমান ২০.০০ টাকা হতে ৩৯.০০ টাকা পর্যন্ত	৬০%
৫০.০০- ৫৪.০০	৬১%	মধ্যমান ৪০.০০ টাকা হতে ৬৯.০০ টাকা পর্যন্ত	৬১%
৯০ ও তদূর্ধ্ব	৬১%	উচ্চমান ৭০.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৩%

২) দেশীয় শিল্পের শ্রমিক স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে বিড়ি খাতের শুল্ক হারে বিগত বছরগুলিতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার বা পরিবর্তন আনয়ন করা হয়নি। বর্তমান শুল্ক কাঠামো অনুযায়ী ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকার

করসহ মূল্য ৬.১৪ টাকা এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকার প্রতি প্যাকেট বিড়ির করসহ মোট মূল্য দাঁড়ায় ৬.৯২ টাকা। সহজলভ্যতার কারণে ব্যাপক সংখ্যক ভোক্তা এর ব্যবহারের সুযোগ নেয় এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ে। সকল দিক বিবেচনায় নিয়ে বিড়ির বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্য যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে করসহ ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকার প্যাকেটের মূল্য ৭.০৬ টাকা এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকার প্রতি প্যাকেট বিড়ির মূল্য ৭.৯৮ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

৩) সিগারেটের পেপারের স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান থাকলেও HS Code এর ট্যারিফ বর্ণনায় বিড়ি পেপারের উল্লেখ না থাকায় এক্ষেত্রে কর ফাঁকির প্রবনতা বিদ্যমান মর্মে জানা যায়। এই বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে বিড়ি পেপারের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা প্রদান করে বিড়ি পেপারের উপরও ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আদায়ের প্রস্তাব করছি।

৪) ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বিপরীতে বর্তমানে সংকুচিত মূল্যভিত্তিতে ৭.৫ শতাংশ মূসক প্রযোজ্য থাকলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর উপর বর্তমানে মূসক আরোপিত নেই। আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাশাপাশি এই খাতগুলিকেও মূসকের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি। তবে করভার সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে এক্ষেত্রে সংকুচিত মূল্যভিত্তিতে ১০ শতাংশ মূসক নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

৫) সিরামিকের বাথটাব ও জিকুজি, শাওয়ার, শাওয়ার ট্রে এর ওপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

৬) বর্তমানে মোবাইল অপারেটরদের সিমকার্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা এবং প্রতিস্থাপিত সিমকার্ডের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা শুল্ক কর ধার্য আছে। মোবাইল ফোন খাতের উত্তরোত্তর উন্নয়নের স্বার্থে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার সহজলভ্য করার লক্ষ্যে তথা এ খাতের সার্বিক সুষম প্রবৃদ্ধির জন্য সিমকার্ড ইস্যু এবং প্রতিস্থাপিত সিমকার্ড উভয় ক্ষেত্রে ১০০ টাকা শুল্ক-কর ধার্য করার প্রস্তাব করছি।

৭) মোবাইলের সিম বা রিম কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার উপর ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

৮) স্থানীয়ভাবে তৈরি রপ্তানি অযোগ্য গ্রে-ডেনিম ফেব্রিক্স এর ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণসহ তা স্থানীয়ভাবে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদানের প্রস্তাব করছি।

৯) বিদ্যমান মূসক ব্যবস্থায় সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পণ্য/সেবা ক্রয়ের বিপরীতে উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উৎসে মূসক কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এই তালিকায় '১ কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে' অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করছি।

১০) ক্রেডিট রেটিং এবং ফিন্যানসিয়াল এ্যানালাইসিস কার্যক্রম বর্তমানে একটি প্রতিষ্ঠিত সেবা খাত। এই সেবার কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা মূসক ব্যবস্থায় এ যাবৎ ছিল না। আমি এই সেবার ব্যাখ্যা নির্ধারণসহ এক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর আরোপের প্রস্তাব করছি।

১১) Online-এ পণ্য এবং সেবার বিক্রয় বা সরবরাহ কার্যক্রম বর্তমানে একটি স্বীকৃত জনপ্রিয় ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি না থাকলেও এই সেবাখাতের সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা মূসক ব্যবস্থায় বর্তমানে নেই। এ ধরণের কার্যক্রমকে মূসকের আওতায় সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে এর ব্যাখ্যা নির্ধারণসহ ৪ শতাংশ হারে মূসক আরোপের প্রস্তাব করছি।

১২) সাজসজ্জা বা বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে মূসক ব্যবস্থায় 'কোচিং সেন্টার' সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত করে মূসকের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি।

১৩) যে সকল ক্ষুদ্র ও খুচরা ব্যবসায়ী দোকানদার তাদের বিক্রয়ের উপর ৩ শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদানে আগ্রহী নন, তাদের জন্য এলাকাভিত্তিক বার্ষিক ৩ হাজার টাকা, ৬ হাজার টাকা, ৮ হাজার টাকা ও ১১ হাজার টাকা হতে মূল্য সংযোজন কর বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৩ হাজার ৬০০ টাকা, ৭ হাজার ২০০ টাকা, ১০ হাজার টাকা ও ১৪ হাজার টাকা ধার্য করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসার অন্য সকল পর্যায়ে নিট ৪ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর আদায়ের বিদ্যমান ব্যবস্থা বহাল থাকবে। তবে, যেসব ব্যবসায়ী প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে কর দিতে আগ্রহী তারা প্রমিত হারে মূসক দিতে পারবেন।

১৪) সুপারসপসমূহ ২ শতাংশ হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসকের পরিবর্তে ৪ শতাংশ হারে মূসক প্রদান করবে।

১৫) স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের দোকানদার এবং স্বর্ণ পাকাকারী সেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৫ শতাংশ এবং যোগানদার সেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

১৬) ভবন নির্মাণ খাতের বিদ্যমান ৩ শতাংশ মূসকের হার পরিবর্তনপূর্বক ১১০০ বর্গফুট পর্যন্ত এই হার ১.৫ শতাংশ, ১১০১ বর্গফুট হতে ১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত ২.৫ শতাংশ এবং ১৬০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের ক্ষেত্রে ৪.৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

১৭) বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় ২২টি সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য কার্যকর রয়েছে।

২২২। বর্তমানে মূসক আইনে শুধুমাত্র নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দরপত্র/টেন্ডারে অংশগ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠান হিসেবে টার্নওভারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বার্ষিক ৩ শতাংশ হারে কর প্রদান করেন এবং তাদের ক্ষেত্রে দরপত্র/টেন্ডারে অংশগ্রহণের আইনগত সুযোগ নেই। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মূসক ব্যবস্থার উত্তোরণের লক্ষ্য হিসেবে টার্নওভারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও দরপত্র/ টেন্ডারে অংশগ্রহণের বিধান করার প্রস্তাব করছি। নতুন মূসক আইন ২০১৬ সালের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

আমদানি শুল্ক ও কর

মাননীয় স্পীকার

২২৩। প্রস্তাবিত বাজেটের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, চলমান বিশ্বায়ন, জনস্বার্থ, শিল্প বিনিয়োগ, রাজস্ব স্বার্থ ইত্যাদি বিবিধ বিষয় বিবেচনায় ও বিগত সময়ে গৃহীত পদক্ষেপের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং ব্যবসায়ী সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের মতামত নিয়ে ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি পর্যায়ের আমদানি শুল্ক ও কর বিষয়ে প্রণীত প্রস্তাব আমি এখন আপনার মাধ্যমে মহান সংসদে উপস্থাপন করবো। এই প্রস্তাব প্রণয়নে যেসব বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো:

- বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রতিরক্ষণ ও প্রতিযোগিতার নিরিখে বিদ্যমান কাস্টমস শুল্কস্তর যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ বা পুনর্বিন্যাস;
- সর্বোচ্চ শুল্ক হার ২৫ শতাংশের ওপর বিদ্যমান ৫ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটিকে ৪ শতাংশে হ্রাস করা;
- বিদ্যমান বাস্তবতায় দেশীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত প্রতিরক্ষণ ও স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আমদানি পণ্যের সাথে দেশীয় শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের প্রতিরক্ষণ হার (Protection Rate) ন্যূনতম ৩০-৪০ শতাংশের মধ্যে রাখা;
- অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্য পণ্যসহ কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতের পণ্যে বিদ্যমান শুল্ক অব্যাহতি/ মওকুফ সুবিধা জনস্বার্থে আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত রাখা এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা যৌক্তিকীকরণ ও সম্প্রসারণ করা;
- চোরাচালান, মিথ্যা ঘোষণা রোধকল্পে বিদ্যমান/চিহ্নিত অসম ট্যারিফ তথা শুল্ক ও কর হারসমূহ যৌক্তিকীকরণ করা।

২২৪। **শুল্কস্তর বিন্যাস:** বর্তমানে আমদানি শুল্কের হার হচ্ছে ০, ২, ৫, ১০ ও ২৫ শতাংশ। আগামী বছরে তা হবে ০, ১, ২, ৫, ১০ এবং ২৫ শতাংশ। মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর ২ শতাংশ শুল্ক হার হ্রাস করে ১ শতাংশ হবে। কম্পিউটার পণ্যে বিদ্যমান ২ শতাংশ হার অপরিবর্তিত থাকবে। অন্যদিকে ট্যারিফ উদারীকরণের অংশ হিসেবে বর্তমানে বিদ্যমান ৫ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি হ্রাস করে ৪ শতাংশে করার প্রস্তাব করছি। ট্যারিফ ও যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যেসব পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, তা আগামী বছরেও অব্যাহত থাকবে। একই বিবেচনায় কতিপয় নতুন পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি অব্যাহতি দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া, আমদানি পর্যায়ের সম্পূরক শুল্ক হ্রাস, সমন্বয়, কতিপয় ক্ষেত্রে আরোপ বা বৃদ্ধি করে যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট খ: সারণি ১৬)**।

২২৫। **সংস্কার ও আধুনিকায়ন:** শুরুতে আমি আমদানি শুল্ক ও কর ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আগামী অর্থবছরে আমাদের সরকারের কৌশল ও কর্মসূচী আপনার মাধ্যমে মহান সংসদে তুলে ধরছি-

১) কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে ইএক্সপি (Exp), ই-পেমেন্ট (E-Payment), বন্ড মডিউল, ভ্যালুয়েশন মডিউল,

অকশন মডিউল, মামলা মডিউল, বন্দর ও কাস্টমস এর মধ্যে কানেকটিভিটি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউল ইত্যাদি অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে উক্ত সিস্টেমকে আরো দ্রুত কার্যকর করা হবে।

২) কাস্টমস বিজনেস পার্টনারশীপ সৃষ্টি করে শুল্ক ব্যবস্থাপনা হতে মিথ্যা ঘোষণা, জাল- জালিয়াতি প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৩) কাস্টমস ও অন্যান্য সংস্থা যেমন- ব্যাংক, বন্দর কর্তৃপক্ষ, ইপিজেড কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য রেগুলেটরি সংস্থার সাথে একইভাবে একই উদ্দেশ্যে কার্যকর পার্টনারশীপ তৈরি করা হবে।

৪) আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সকল কাস্টম হাউসে প্রবর্তন করা হবে।

৫) কাস্টমস কর্মকর্তাদের দক্ষতা এবং নিষ্ঠা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৬) প্রতিটি কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটে অভিযোগ ও সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এসব পদক্ষেপের ফলে সার্বিক শুল্ক ব্যবস্থাপনার মান উন্নত হবে বলে আশা করি। এতে যথাযথ রাজস্ব সংরক্ষণ ছাড়াও দেশের শিল্প ও ব্যবসা- বাণিজ্য সম প্রতিযোগিতার সুযোগ পাবে বলে আশা করা যায়।

২২৬। মোটামুটিভাবে আমদানি শুল্ক আদায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডই করে থাকে এবং ক্রমাগত বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে এই খাতেই তারা সবচেয়ে কম রাজস্ব আদায় করছে (মাত্র ২৭.৫ শতাংশ)। আমরা ক্রমাগত মুক্ত বিশ্ববাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। সেই বাজারে কোন শুল্ক থাকার কথা নয়। বাণিজ্য উদারীকরণের উদ্দেশ্যে অনেক আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক হ্রাস বা প্রত্যাহার করা হয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শুল্ক অব্যাহতি অথবা হ্রাসের একটি তালিকা দেয়া হলো। তবে এটি আরো বিস্তারিতভাবে **পরিশিষ্ট 'খ' এর সারণি- ১৮** এ সন্নিবেশ করা হয়েছে:

১) কৃষি, কৃষি শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতের উন্নয়নে বর্তমান সরকার শুরু থেকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সহায়তাও প্রদান করে যাচ্ছে। সরকারের এরূপ অব্যাহত সহায়তা ও সমর্থনের অংশ হিসেবে কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি, অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য ইত্যাদিতে বিগত সময়ে প্রদত্ত শুল্ক ও কর অব্যাহতির ও প্রতিরক্ষণের সুবিধা আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

২) হাঁসমুরগী ও গবাদি পশু উপখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে এর খাদ্য ও যন্ত্রপাতিতে সরকার এ শিল্পের শুরু থেকেই আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ও কর এর রেয়াত দিয়ে আসছে। এ উপখাতের ক্রমাগত অগ্রগতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শুল্ক ও কর অব্যাহতির এ সুবিধা আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত রাখা ও কতিপয় নতুন পণ্যে উক্ত অব্যাহতির সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

৩) বাংলাদেশের বিশাল সামুদ্রিক এলাকার অনুদঘাটিত সামুদ্রিক সম্পদ (Blue Economy) আহরণ ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রদত্ত বিবিধ শুল্ক সুবিধা আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে।

৪) পোশাক শিল্পখাত আমাদের প্রধান রপ্তানিমুখী শিল্পখাত। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে উক্ত খাত বিগত প্রায় তিন দশক ধরে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রেখে আসছে। মূলত উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা এবং তৎসঙ্গে সরকারের সহায়তা সমর্থনের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক ক্রেতাসহ সংশ্লিষ্টদের নিরাপদ উৎপাদন পরিবেশ সৃষ্টির চাপ থাকায় এ খাতের অগ্নি নির্বাপক, নিরাপত্তা ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং অবকাঠামোগত পণ্যে শুল্ক ও কর রেয়াত প্রদানের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। এসব বিবেচনায় ও পোশাক শিল্পখাতের ক্রমবিকাশের স্বার্থে উক্ত প্রকৃতির কতিপয় পণ্যে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত শুল্ক ও সমুদয় মূল্য সংযোজন কর মওকুফ করার প্রস্তাব করছি। বস্ত্রখাতের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ব্যবহার্য যন্ত্র বাসবার ট্রাংকিং সিস্টেম (Busbar Trunking System) এ মূলধনী যন্ত্রপাতির রেয়াতি সুবিধা প্রদান এবং ফ্লাক্স ফাইবার নামক কাঁচামাল এর শুল্ক মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।

৫) ঔষধ শিল্প খাত সম্বন্ধে আগেই বলেছি যে, এটি আমাদের গর্বের খাত। এ খাতের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এর ব্যবহার্য কাঁচামাল ও উপকরণে প্রদত্ত শুল্ক রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রেখে কতিপয় কাঁচামাল ও উপকরণে ঔষধ প্রশাসনের সুপারিশের ভিত্তিতে শুল্ক রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

৬) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নে প্রদত্ত ও এখনো অব্যাহত আমদানি শুল্ক ও কর এর রেয়াতি সুবিধা আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, নবায়নযোগ্য জ্বালানি (Renewable energy) খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্দিষ্টকৃত কতিপয় পণ্যে আমদানি শুল্ক মওকুফ বা হ্রাসের প্রস্তাব করছি।

৭) বন্যা, খরা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের এ অঞ্চলে একটি নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়। সম্প্রতি নেপালে সংঘটিত প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পের পরিপ্রেক্ষিতে এ অঞ্চলেও এ জাতীয় দুর্যোগের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিকম্পসহ যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করার জন্য এতদসংশ্লিষ্ট এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় চিহ্নিত অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি সহজলভ্য ও সুলভ করার লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি ও পণ্যের আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর সম্পূর্ণ মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।

৮) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME) খাতের আওতাধীন তাঁত শিল্প একটি ঐতিহ্যবাহী খাত। অনেক সংগ্রাম করে এ খাতটি টিকে আছে। দেশে তাঁত শিল্প উপখাতের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে এ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে কতিপয় শর্তে তাঁতী সমিতিকে তাঁদের ব্যবহার্য ও কতিপয় উপকরণে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত শুল্ক ও সমুদয় মূল্য সংযোজন কর মওকুফ করে আমদানির সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

৯) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি খাতে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি পণ্যে প্রদত্ত শুল্ক ও কর এর রেয়াতি সুবিধা আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত রাখার পাশাপাশি তথ্য- প্রযুক্তিতে ব্যবহার্য ক্যামেরার শুল্ক ২৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। একই সাথে দেশের সৃজনশীল প্রোগ্রামারদের সৃজনশীলতাকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে তাঁদের উৎপাদিত সফটওয়্যারের প্রতিরক্ষণকল্পে ডাটাবেজ, অপারেটিং সিস্টেম ও ডেভেলপমেন্ট টুলস ব্যতীত অন্যান্য কাস্টমাইজড সফটওয়্যার এর আমদানিতে ৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

২২৭। যথাযথ প্রতিরক্ষণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কতিপয় পণ্যে শুল্কহার বাড়াতে হয়েছে:

১) কৃষির আর একটি অন্যতম উপখাত হচ্ছে চা শিল্প। এ খাতের দেশজ উৎপাদনের ন্যায়সঙ্গত প্রতিরক্ষণের স্বার্থে চা এর আমদানিতে প্রযোজ্য ১৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করে ২০ শতাংশে ধার্য করার প্রস্তাব করছি।

২) রাবার চাষীদের ন্যায়সঙ্গত প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে কাঁচা রাবার আমদানিতে প্রযোজ্য দু’ধরনের আমদানি শুল্ক রহিত করে উভয় ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্য করার প্রস্তাব করছি।

৩) রেশম শিল্প বস্ত্র খাতের অন্যতম উপখাত। দেশীয় উৎপাদক ও উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে এ খাতের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তবে বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় এখনো অসম অবস্থানে আছে। এ বিবেচনায় যথাযথ প্রতিরক্ষণের মাধ্যমে এ খাতকে আমদানিয় পণ্যের সাথে প্রতিযোগী করার লক্ষ্যে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করে রেশম পণ্যসমূহের উপর ২৫ শতাংশ হারে ধার্য ও সিল্ক ফেব্রিকস্-এর ওপর ৪৫ শতাংশ হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

২২৮। কতিপয় ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিরক্ষণের উদ্দেশ্যে শুল্কহারে হ্রাস অথবা বৃদ্ধি দু'টোই করতে হয়েছে:

১) ব্যয় সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব, হাইটেক, রপ্তানিমুখী, মূল্য সংযোজনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠা, বিদ্যমান শিল্পসমূহের যথাযথ প্রতিরক্ষণে প্রতিযোগিতা করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান বৃদ্ধিকল্পে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে ইতোপূর্বে গৃহীত পদক্ষেপের সাথে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন শিল্পখাতের উপকরণ/কাঁচামাল এবং তৈরি পণ্যে শুল্ক কর হ্রাস বা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি। এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: প্রিন্টিং ইংক, বিভিন্ন শর্তে খেলনা (Toy) শিল্পের যন্ত্রপাতি/উপকরণ এর শুল্ক হ্রাস, রিরোলিং শিল্পের প্রতিরক্ষণে মধ্যবর্তী পণ্য বিলেট এবং তৈরি পণ্য সেকশন, LCD/LED টেলিভিশন তৈরির পূর্ণাঙ্গ প্যানেল এবং অপটিক্যাল ফাইবার এর শুল্ক বৃদ্ধি।

২) পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর Azo Dyes, Organotin Compounds, chlorophenols নামক কেমিক্যাল এবং আর্টিফিসিয়াল ফিলামেন্ট টো (Artificial Filament Tow) নামক পণ্যের বিদ্যমান অন্যান্য কর অপরিবর্তিত রেখে শুল্ক বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশ এবং একই বিবেচনায় মোটর কার এর টায়ার আমদানির উপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৩) আমদানি পণ্যে বিদ্যমান এইচ.এস কোড, বর্ণনা, পণ্যের একক, শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর-এ যে সব অসঙ্গতি, বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে, তা যথাযথভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সংশোধন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক এইচ.এস কোড সৃজন ও যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। শুল্ক ও কর সংক্রান্ত যৌক্তিকীকরণ

প্রস্তাবসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ ডাম্পার ট্রাক এর জন্য পৃথক এইচ.এস কোড সৃজন ও বিদ্যমান ২৫ শতাংশ শুল্ক হ্রাস করে ১০ শতাংশ ও ৪ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি ধার্য।

২২৯। বিদ্যমান বিভিন্ন ব্যাগেজ বিধিমালা, বন্ড বিধিমালা এবং বিবিধ প্রজ্ঞাপনের অসঙ্গতি দূর করে আরো যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে সংশোধনীর প্রস্তাব করছি। একইভাবে Customs Act, 1969 এর Section 13, 26A, 156, 196, 198 এ প্রস্তাবমতে সংশোধনের প্রস্তাব করছি।

দশম অধ্যায়

উপসংহার

মাননীয় স্পীকার

২৩০। 'রূপকল্প ২০২১' এর স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সরকারের গত মেয়াদে আমরা অনেকখানি এগিয়েছি। চলতি মেয়াদে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার অভীষ্ট লক্ষ্য হতে আমরা এতটুকু বিচ্যুত হব না। 'রূপকল্প ২০২১' এর ধারাবাহিকতায় এই মেয়াদের মধ্যেই আমরা জাতিকে উপহার দেব একটি নতুন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা 'রূপকল্প ২০৪১'। এই নতুন রূপকল্পের হাত ধরে ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে একটি শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, সুখী ও উন্নত জনপদ। সুশাসন, জনগণের সক্ষমতা ও ক্ষমতায়নই হবে এই রূপকল্প বাস্তবায়নের মূলমন্ত্র।

২৩১। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য আমাদের প্রস্তাবিত বাজেটের প্রধান লক্ষ্য হলো ছয় শতাংশের বৃত্ত ভেঙ্গে প্রবৃদ্ধির উচ্চতর সোপানে পৌঁছা। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা যেসব নীতি- কৌশল ও সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি তার বর্ণনা আমি এতক্ষণ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছি। পাশাপাশি, খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং সম্পদ সঞ্চালনের বিষয়ও উপস্থাপন করেছি। আমি মনে করি, এসব উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম যথাযথভাবে ও যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা গেলে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানো দুরূহ হবে না।

২৩২। আপনি জানেন, দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হলো আম জনতার আগ্রহ, উৎসাহ ও কর্মোদ্যম। উপযুক্ত অর্থনৈতিক নীতি- কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সেই সাথে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা এই চালিকাশক্তির আগ্রহ ও কর্মোদ্যমকে বেগবান করে। আমি মনে করি, জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে পর পর দুই মেয়াদে আমাদের সরকারের ও নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য এক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। আমরাও জনগণকে আশ্বস্ত করতে চাই, সবার সহযোগিতা পেলে বিশেষ করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে এ মেয়াদেও আমরা অনেক দূর এগুতে পারব। আমার বিশ্বাস চলতি মেয়াদ শেষেই বাংলাদেশের কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যাপক হারে প্রসার ঘটবে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে, রাজধানীসহ বিভাগীয় শহরগুলো

যানজটমুক্ত হবে, কোটি কোটি তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হবে এবং তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়বে। আমরা জানি যে, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ছাড়া কোথাও কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় না। তাই, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো আমাদের লক্ষ্য। শিক্ষায় দক্ষতা এবং স্বাস্থ্যসেবা সকলকে পৌঁছে না দিলে জাতি এগুতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রেও আমাদের অগ্রযাত্রা দ্রুতায়িত করতে হবে। শুরুতেই বলেছি যে, দারিদ্র্য উচ্ছেদ ছাড়া মানুষের বিকাশ হয় না; এবং একইসঙ্গে বঞ্চিত এবং দুর্দশাগ্রস্ত জনগণকে সামাজিক সুরক্ষা না দিলে সার্বজনীন উন্নয়ন সম্ভব হয় না। তাই, এদিকেও আমাদের এগুতে হবে। ২০২১ এ আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদযাপনের প্রাক্কালে এসব অর্জন হবে অপার আনন্দ ও গর্বের বিষয়।

২৩৩। সবশেষে বলতে চাই, শত প্রতিকুলতা, বাধা-বিপত্তি, বৈরিতা এবং এক ধরনের নির্বোধ দেশশত্রুতার মধ্যেও এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সকল প্রতিবন্ধকতা তুচ্ছ করে আমাদের কর্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সাধারণ জনগণ তাঁদের শ্রম, মেধা, প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতা দিয়ে এই অগ্রগতির চাকা সচল রেখেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের এই অগ্রযাত্রা থাকবে নিয়ত সঞ্চরণশীল। আমি বরাবরই এদেশের অপরিমেয় সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদী। আবারও পুনরাবৃত্তি করবো যে, আমি অশোধনীয় আশাবাদী (Incorrigible Optimist)। আলোকোজ্জ্বল, সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ বিনির্মাণের এই অভিযাত্রায় আসুন দেশের উন্নয়ন ও মঙ্গলের স্বার্থে আমরা সব বিভেদ ভুলে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাই। সব ধরনের অকল্যাণকর ও জনবিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকি। গড়ে তুলি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উজ্জীবিত একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, উন্নয়নকামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। আমাদের কর্মোদ্যম ও আদর্শবাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সারণি ১: আর্থ- সামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র

বছর	মাথাপিছু জাতীয় আয় (ডলার)	প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	দরিদ্র জনসংখ্যা (%)	অতিদরিদ্র জনসংখ্যা (%)	স্বাক্ষরতার হার (%)	শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)
২০০২	৪৩১	৬৪.৯	১.৫০	৪৪.৬	২৯.৯	৪৮.৪	৫৩.০
২০০৩	৪৭১	৬৪.৯	১.৫০	৪৩.১	২৮.৬	৪৯.৪	৫৩.০
২০০৪	৫০০	৬৫.১	১.৫০	৪১.৬	২৭.২	৫০.৩	৫২.০
২০০৫	৫২৭	৬৫.২	১.৪৯	৪০.০	২৫.১	৫১.৩	৫০.০
২০০৬	৫৪৩	৬৬.৫	১.৪৯	৩৮.৪	২৪.২	৫২.৩	৪৫.০
২০০৭	৫৯৮	৬৬.৬	১.৪৮	৩৬.৮	২২.৬	৫৩.৪	৪৩.০
২০০৮	৬৮৬	৬৬.৮	১.৪৫	৩৫.১	২০.৯৮	৫৪.৪	৪১.০
২০০৯	৭৫৯	৬৭.২	১.৩৬	৩৩.৪	১৯.৩	৫৫.৫	৩৯.০
২০১০	৮৪৩	৬৭.৭	১.৩৬	৩১.৫	১৭.৬	৫৬.৫	৩৬.০
২০১১	৯২৮	৬৯.০	১.৩৭	২৯.৯*	১৫.৭*	৫৭.৭	৩৫.০
২০১২	৯৫৫	৬৯.৪	১.৩৬	২৮.১*	১৩.৮*	৫৮.৮	৩৩.০
২০১৩	১,০৫৪	৭০.৭	১.৩৯*	২৬.২*	১১.৯*	৫৯.৯*	৩৩.০
২০১৪	১,১৮৪	৭০.৭	১.৩৫*	২৪.৩*	৯.৯*	৬১.১*	-
২০১৫	১,৩১৪	৭০.৭	১.৩২*	২২.৪*	৭.৯*	৬২.৩*	-

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিশ্ব ব্যাংক * ট্রেন্ড বিবেচনায়

সারণি ২: প্রকৃত খাতে অগ্রগতি

অর্থবছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি	শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি	সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি	বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশ)	ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশ)	সরকারি বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশ)	গড় মূল্যস্ফীতির হার
২০০১- ০২	৩.৮৩	- ০.১২	৫.৮০	৪.৮৪	২৪.৩৪	১৮.৬১	৫.৭৩	২.৭৯
২০০২- ০৩	৪.৭৪	৩.৯৮	৬.৫৮	৪.৯৮	২৪.৬৮	১৯.৩৩	৫.৩৫	৪.৩৮
২০০৩- ০৪	৫.২৪	৪.৯৭	৭.০৫	৫.২১	২৪.৯৯	১৯.৬১	৫.৩৮	৫.৮৩
২০০৪- ০৫	৬.৫৪	৪.৪৩	৭.৯৩	৬.২০	২৫.৮৩	২০.৩৩	৫.৫০	৬.৪৮
২০০৫- ০৬	৬.৬৭	৫.৫০	৯.৮০	৬.৬০	২৬.১৪	২০.৫৮	৫.৫৬	৭.১৬
২০০৬- ০৭	৭.০৬	৬.৬৯	৯.০৩	৬.৪৯	২৬.১৮	২১.০৮	৫.০৯	৯.৩৯*
২০০৭- ০৮	৬.০১	৪.৪৯	৭.০৩	৫.৭৬	২৬.২০	২১.৭০	৪.৫০	১২.৩০*
২০০৮- ০৯	৫.০৫	৩.৪৭	৬.৯১	৫.০৮	২৬.২১	২১.৮৯	৪.৩২	৭.৬০*
২০০৯- ১০	৫.৫৭	৬.১৫	৭.০৩	৫.৫৩	২৬.২৫	২১.৫৭	৪.৬৭	৬.৮২*
২০১০- ১১	৬.৪৬	৪.৪৬	৯.০২	৬.২২	২৭.৪২	২২.১৬	৫.২৬	১০.৯১*
২০১১- ১২	৬.৫২	৩.০১	৯.৪৪	৬.৫৮	২৮.২৬	২২.৫০	৫.৭৬	৮.৬৯*
২০১২- ১৩	৬.০১	২.৪৬	৯.৬৪	৫.৫১	২৮.৩৯	২১.৭৫	৬.৬৪	৬.৭৮*
২০১৩- ১৪	৬.০৬	৪.৩৭	৮.১৬	৫.৬২	২৮.৫৮	২২.০৩	৬.৫৫	৭.৩৫*
২০১৪- ১৫(সা.)	৬.৫১	৩.০৪	৯.৬০	৫.৮৩	২৮.৯৭	২২.০৭	৬.৯০	৬.৫৭**

সূত্র: অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো;* ২০০৫- ০৬ ভিত্তিবছর ধরে ** এপ্রিল ২০১৫

সারণি ৩: রাজস্ব খাতে অগ্রগতি (বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	এনবিআর	নন-এনবিআর	মোট কর আয়	কর ব্যতিত প্রাপ্তি	সর্ব মোট রাজস্ব আয়	বাজেট প্রকৃত ব্যয়	এডিপি	বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র শতাংশে
২০০১-০২	১৯৯ (৬.৩)	১১	২১০ (৬.৭)	৬৭ (২.১)	২৭৭ (৮.৮)	৩৮২ (১২.১)	১৪৫	৩.৩
২০০২-০৩	২৩২ (৬.৭)	১১	২৪৩ (৭.০)	৬২ (১.৮)	৩০৫ (৮.৮)	৪০৯ (১১.৭)	১৫৬	৩.০
২০০৩-০৪	২৫৮ (৬.৭)	১২	২৭০ (৭.০)	৬৫ (১.৭)	৩৩৫ (৮.৭)	৪৫৩ (১১.৮)	১৬৩	৩.১
২০০৪-০৫	২৯১ (৬.৮)	১৪	৩০৫ (৭.১)	৭৫ (১.৮)	৩৮০ (৮.৮)	৫১৭ (১২.১)	১৭৯	৩.২
২০০৫-০৬	৩২৪ (৬.৭)	১৫	৩৪০ (৭.০)	৮৬ (১.৮)	৪২৬ (৮.৮)	৫৫৬ (১১.৫)	১৭৫	২.৭
২০০৬-০৭	৩৬২ (৬.৬)	১৯	৩৮০ (৬.৯)	১০৫ (১.৯)	৪৮৫ (৮.৮)	৬৪১ (১১.৬)	১৮০	২.৮
২০০৭-০৮	৪৫৮ (৭.৩)	২৩	৪৮১ (৭.৭)	১১৩ (১.৮)	৫৯৪ (৯.৫)	৯০৭ (১৪.৪)	১৮৫	৫.০
২০০৮-০৯	৫০২ (৭.১)	২৭	৫২৯ (৭.৫)	১১৭ (১.৭)	৬৪৬ (৯.২)	৮৯৩ (১২.৭)	১৯৪	৩.৫
২০০৯-১০	৫৯৭ (৭.৫)	২৭	৬২৫ (৭.৮)	১৩৪ (১.৭)	৭৫৯ (৯.৫)	১০১৫ (১২.৭)	২৫৬	৩.২
২০১০-১১	৭৬২ (৮.৩)	৩৩	৭৯৫ (৮.৭)	১৩৪ (১.৫)	৯২৯ (১০.২)	১২৮৩ (১৪.০)	৩৩৩	৩.৯
২০১১-১২	৯১৬ (৮.৭)	৩৬	৯৫২ (৯.০)	১৯৫ (১.৮)	১১৪৭ (১০.৯)	১৫২৫ (১৪.৪)	৩৭৫	৩.৬
২০১২-১৩	১০৩৩ (৮.৬)	৪১	১,০৭৫ (৯.০)	২০৮ (১.৭)	১,২৮৩ (১০.৭)	১,৭৫০ (১৪.৬)	৪৯৬	৩.৯
২০১৩-১৪	১১১৪ (৮.৩)	৪৬	১,১৬০ (৮.৬)	২,৪৩.৪ (১.৮)	১,৪০৪ (১০.৪)	১,৮৮২ (১৪.০)	৫৫৩	৩.৬
২০১৪-১৫ (সর্বশেষ)	১৩৫০ (৮.৯)	৫৭	১,৪০৭ (৯.৩)	২,২৬.৯ (১.৫)	১,৬৩৪ (১০.৮)	২,৩৯৭ (১৫.৮)	৭৫০	৫.০

বন্ধনিতে জিডিপির শতকরা হার দেখানো হয়েছে; উৎস: অর্থ বিভাগ।

সারণি ৪: মুদ্রা ও বহিঃ খাতে অগ্রগতি

অর্থবছর	মুদ্রা সরবরাহের (M২) প্রবৃদ্ধি (%)	অভ্যন্তরীন ঋণের প্রবৃদ্ধি (%)	ব্যক্তি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি (%)	প্রবাস আয় (বিলিয়ন ডলার)	রপ্তানি আয় (বিলিয়ন ডলার)	আমদানি ব্যয় (বিলিয়ন ডলার)	মুদ্রা বিনিময় হার টাকা/ডলার	বৈদেশিক মুদ্রার গ্রস রিজার্ভ
২০০১- ০২	১৩.১৩	১২.৪৭	১৩.৫৫	২.৫০	৬.০	৮.৫	৫৭.৪৩	১.৬
২০০২- ০৩	১৫.৫৯	৮.০৬	১২.৭১	৩.০৬	৬.৫	৯.৭	৫৭.৯০	২.৫
২০০৩- ০৪	১৩.৮০	১৪.৫৮	১৪.০৯	৩.৩৭	৭.৬	১০.৯	৫৮.৯৪	২.৭
২০০৪- ০৫	১৬.৭৫	১৭.৩৯	১৬.৮৪	৩.৮৫	৮.৭	১৩.১	৬১.৩৯	২.৯
২০০৫- ০৬	১৯.৩০	১৯.৮৭	১৮.১২	৪.৮০	১০.৫	১৪.৭	৬৭.০৮	৩.৫
২০০৬- ০৭	১৭.০৬	১৪.৪৩	১৫.০১	৫.৯৮	১২.২	১৭.২	৬৯.০৩	৫.১
২০০৭- ০৮	১৭.৬৩	২১.০১	২৪.৯৪	৭.৯১	১৪.১	২১.৬	৬৮.৬০	৬.১
২০০৮- ০৯	১৯.১৭	১৬.১১	১৪.৬২	৯.৬৯	১৫.৬	২২.৫	৬৮.৮০	৭.৫
২০০৯- ১০	২২.৪৪	১৭.৭৭	২৪.২৪	১০.৯৯	১৬.২	২৩.৭	৬৯.১৮	১০.৭
২০১০- ১১	২১.৩৪	২৭.৫৫	২৫.৮৪	১১.৬৫	২২.৯	৩৩.৭	৭১.১৭	১০.৯
২০১১- ১২	১৭.৩৯	১৯.৫১	১৯.৭২	১২.৮৪	২৪.৩	৩৫.৫	৭৯.১০	১০.৪
২০১২- ১৩	১৬.৭১	১১.০২	১০.৮৫	১৪.৪৬	২৭.০	৩৪.১	৭৯.৯৩	১৫.৩
২০১৩- ১৪	১৬.০৯	১১.৫৭	১২.২৭	১৪.২৩	৩০.২	৩৯.৩	৭৭.৭২	২১.৫
২০১৪- ১৫ (সর্বশেষ)	১২.৫৩*	১০.১৯*	১৩.৬৩*	১২.৫৬**	২৫.৩**	৩৩.১***	৭৭.৮০	২৩.৭[১]

নোট: * মার্চ ২০১৪ এর ওপর মার্চ ২০১৫ এর প্রবৃদ্ধি ** জুলাই এপ্রিল ২০১৪- ১৫ *** জুলাই মার্চ ২০১৪- ১৫ [১] ২৭ মে ২০১৫ তারিখের স্থিতি

সারণি ৫: কতিপয় সূচকের অগ্রগতি

সূচক	২০০১-০৬	২০০৯-১৪	২০১৪-১৫/ সর্বশেষ অবস্থান
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%, বার্ষিক)	৫.৪০	৬.১৩	৬.৫১ (সাময়িক)
মোট বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশে)	২৫.২	২৭.৮	২৮.৯৭ (সাময়িক)
সরকারি বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশে), শেষবছরে	৫.৬	৬.৬	৬.৯০ (সাময়িক)
রপ্তানি আয় (গড়) [বি. মার্কিন ডলার]	৭.৯	২৪.১	-
রপ্তানি আয়, শেষ বছরে (বি. মার্কিন ডলার)	১০.৫	৩০.২	২৫.৩ (জুলাই- এপ্রিল)
রেমিট্যান্স (গড়) [বি. মার্কিন ডলার]	৩.৫	১২.৮	১২.৬ (জুলাই- এপ্রিল)
রিজার্ভ শেষ বছরে, (বি. মার্কিন ডলার)	৩.৫	২১.৫	২৩.৭ (২৭ মে ২০১৫)
বাজেট বরাদ্দ, শেষ অর্থবছরে (কোটি টাকা)	৬১,০৫৭	২,১৬,২২২	২,৩৯,৬৬৮ (সংশো.)
মাথাপিছু আয়, শেষ বছরে (মার্কিন ডলার)	৫৪৩	১,১৮৪	১,৩১৪ (সাময়িক)
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে: ওয়াট), শেষ বছরে	৫,২৪৫	১০,৪১৬	১৩,৬৭৫
খাদ্যশস্য উৎপাদন (লাখ মে.টন), শেষ বছরে	২৭৭.৮৭	৩৮১.৭৪	৩৮৩.৪৯ (লক্ষ্যমাত্রা)
গড় আয়ু (বছর)	৬৬.৫	৭০.৭	৭০.৭
দারিদ্রের হার (%), শেষ বছরে	৪০.০	২৪.৩০	২২.৪০ (প্রক্ষেপিত)
অতি দারিদ্রের হার (%)	২৫.১	৯.৯৫	৭.৯২ (প্রক্ষেপিত)

সূত্র: অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ৬: স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উত্তরণ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান

সূচক	২০০৬	২০০৯	২০১২	২০১৫	উত্তরণ প্রমাপ (২০১৫)
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা	২৫.৮	২৩.২	৩২.৪	২৫.১	<৩২.০
মানবসম্পদ উন্নয়ন	৫০.১	৫৩.৩	৫৪.৭	৬৩.৮	>৬৬.০
মাথাপিছু জাতীয় আয় (মার্কিন ডলার, আটলাস পদ্ধতি)	৪০৩.৩	৪৫৩.৩	৬৩৬.৭	৯২৬.৩*	>১২৪২.০

উৎস: Triennial review database, Committee for Development Policies (CDP), UNDESA; * সিডিপি'র ২০১৫ সালের পর্যালোচনায় মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ২০১১-১৩ সময়ের গড় বিবেচনা করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাবেমতে ২০১৩ সালে আটলাস পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১,০১০ মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাবে ২০১৪-১৫ সালের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১,৩১৪ মার্কিন ডলার।

সারণি ৭: ২০১৪- ১৫ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট

(কোটি টাকায়)

খাত	সংশোধিত ২০১৪-১৫	২০১৪-১৫ মার্চ পর্যন্ত	বাজেট ২০১৪-১৫
মোট রাজস্ব আয়	**১,৬৩,৩৭১**	**১,০৩,২১০**	**১,৮২,৯৫৪**
	(১০.৮)	**(৬.৮)**	**(১৩.৭)**
তন্মধ্যে,			
এনবিআর কর	১,৩৫,০২৮	৮৭,০২০	১,৪৯,৭২০
এনবিআর বহির্ভূত কর	৫,৬৪৮	৩,৩৭১	৫,৫৭২
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২২,৬৯৫	১২,৮১৯	২৭,৬৬২
মোট ব্যয়	**২,৩৯,৬৬৮**	**১,১৮,৫২৩**	**২,৫০,৫০৬**
	(১৫.৮)	**(৭.৮)**	**(১৮.৭)**
ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১,২৭,৩৭১	৭৫,১১৬	১,২৮,২৩১
	(৮.৪)	(৫.০)	(৯.৬)
খ) উন্নয়ন ব্যয়	৮০,৪৭৬	২৮,৯৫৬	৮৬,৩৪৫
	(৫.৩)	(১.৯)	(৬.৪)
তন্মধ্যে,			
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৭৫,০০০	২৭,৪৮৯	৮০,৩১৫
	(৫.০)	(১.৮)	(৬.০)
গ) অন্যান্য ব্যয়	৩১,৮২১	১৪,৪৫১	৩৫,৯৩০
	(২.১)	(১.০)	(২.৭)
বাজেট ঘাটতি	**-৭৬,২৯৭**	**-১৫,৩১৩**	**-৬৭,৫৫২**
	(-৫.০)	**(-১.০)**	**(-৫.০)**
অর্থায়ন			
ক) বৈদেশিক উৎস	২১,৫৮৩	২,৫৫৬	২৪,২৭৫
	(১.৪)	(০.২)	(১.৮)
খ) অভ্যন্তরীণ উৎস	৫৪,৭১৪	১২,৭৮৯	৪৩,২৭৭
	(৩.৬)	(০.৮)	(৩.২)
তন্মধ্যে, ব্যাংকিং উৎস	৩১,৭১৪	২,৯৬৩	৩১,২২১
	(২.১)	(০.২)	(২.৩)
জিডিপি	**১৫,১৩,৬০০**	**১৫,১৩,৬০০**	**১৩,৩৯,৫০০***

বন্ধনিতে জিডিপি’র শতাংশ দেখানো হয়েছে; উৎস: অর্থ বিভাগ; * বাজেট প্রণয়নকালীন নামিক জিডিপি

সারণি ৮: আগামী ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১৫-১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪-১৫	প্রকৃত ২০১৩-১৪
মোট রাজস্ব আয়	**২,০৮,৪৪৩**	**১,৬৩,৩৭১**	**১,৮২,৯৫৪**	**১,৪০,৩৭৫**
	(১২.১)	**(১০.৮)**	**(১৩.৭)**	**(১০.৪)**
তন্মধ্যে,				
এনবিআর কর	১,৭৬,৩৭০	১,৩৫,০২৮	১,৪৯,৭২০	১,১১,৪২৩
এনবিআর বহির্ভূত কর	৫,৮৭৪	৫,৬৪৮	৫,৫৭২	৪,৬০৯
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২৬,১৯৯	২২,৬৯৫	২৭,৬৬২	২৪,৩৪৩
মোট ব্যয়	**২,৯৫,১০০**	**২,৩৯,৬৬৮**	**২,৫০,৫০৬**	**১,৮৮,২০৮**
	(১৭.২)	**(১৫.৮)**	**(১৮.৭)**	**(১৪.০)**
ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১,৬৪,৫৭১	১,২৭,৩৭১	১,২৮,২৩১	১,১০,৫৬৭
	(৯.৬)	(৮.৪)	(৯.৬)	(৮.২)
খ) উন্নয়ন ব্যয়	১,০২,৫৫৯	৮০,৪৭৬	৮৬,৩৪৫	৫৯,১৫১
	(৬.০)	(৫.৩)	(৬.৪)	(৪.৪)
তন্মধ্যে,				
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৯৭,০০০	৭৫,০০০	৮০,৩১৫	৫৫,৩৩৩
	(৫.৭)	(৫.০)	(৬.০)	(৪.১)
গ) অন্যান্য ব্যয়	২৭,৯৭০	৩১,৮২১	৩৫,৯৩০	১৮,৪৯০
	(১.৬)	(২.১)	(২.৭)	(১.৪)
বাজেট ঘাটতি	**-৮৬,৬৫৭**	**-৭৬,২৯৭**	**-৬৭,৫৫২**	**-৪৭,৮৩৩**
	(-৫.০)	**(-৫.০)**	**(-৫.০)**	**(-৩.৬)**
অর্থায়ন				
ক) বৈদেশিক উৎস	৩০,১৩৪	২১,৫৮৩	২৪,২৭৫	৯,৭০৬
	(১.৮)	(১.৪)	(১.৮)	(০.৭)
খ) অভ্যন্তরীণ উৎস	৫৬,৫২৩	৫৪,৭১৪	৪৩,২৭৭	৩৮,১৩৬
	(৩.৩)	(৩.৬)	(৩.২)	(২.৮)
তন্মধ্যে, ব্যাংকিং উৎস	৩৮,৫২৩	৩১,৭১৪	৩১,২২১	১৮,১৬৮
	(২.২)	(২.১)	(২.৩)	(১.৪)
জিডিপি	**১৭,১৬,৭০০**	**১৫,১৩,৬০০**	**১৩,৩৯,৫০০***	**১৩,৪৩,৬৭৪**

বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ দেখানো হয়েছে; উৎস: অর্থ বিভাগ; * বাজেট প্রণয়নকালীন নামিক জিডিপি।

সারণি ৯: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজন

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৫- ১৬	সংশোধিত ২০১৪- ১৫	বাজেট ২০১৪- ১৫	হিসাব ২০১৩-১৪	হিসাব ২০১২-১৩	হিসাব ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১
ক) মানব সম্পদ							
১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫৫৪২ (৫.৭)	৪৩৩৩ (৫.৮)	৫,৭৭৮ (৭.২)	৪,২৯৯ (৭.৮)	৩,৬৮৩ (৭.৪)	২,৪০৮ (৬.৪)	৩,১৫১ (৯.৫)
২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫৩৩১ (৫.৫)	৪৫৬২ (৬.১)	৪,৩৪৯ (৫.৪)	৩,৪১৬ (৬.২)	৩,৩১৬ (৬.৭)	২,৬১২ (৭.০)	২,৫৫১ (৭.৭)
৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪১৯৭ (৪.৩)	৪১৪২ (৫.৫)	৩,৬৪৭ (৪.৫)	৩,০৩৪ (৫.৫)	২,২০৬ (৪.৪)	১,৮৬৭ (৫.০)	১,৫৯৮ (৪.৮)
৪. অন্যান্য	৬২৩৮ (৬.৪)	৭১৩৯ (৯.৫)	৫,৭৪৫ (৭.২)	৩,৩৪০ (৬.০)	২,২০৫ (৪.৪)	১,৬৮২ (৪.৫)	১,২৩৬ (৩.৭)
উপ-মোট:	**২১,৩০৮ (২২.০)**	**২০,১৭৬ (২৬.৯)**	**১৯,৫১৯ (২৪.৩)**	**১৪,০৮৯ (২৫.৫)**	**১১,৪১০ (২৩.০)**	**৮,৫৬৯ (২২.৮)**	**৮,৫৩৬ (২৫.৬)**
খ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৬৬৫০ (১৭.২)	১৪৮৬১ (১৯.৮)	১৩,৪৬৭ (১৬.৮)	১০,৫৪২ (১৯.১)	১০,৪২৫ (২১.০)	৭,৯৮৯ (২১.৩)	৭,৫৭৩ (২২.৮)
৬. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩০৬২ (৩.২)	২১৪২ (২.৯)	২,৮৩১ (৩.৫)	১,৯৯৮ (৩.৬)	১,৭৫৬ (৩.৫)	১,৪৪২ (৩.৮)	১,৩৪৯ (৪.১)
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	১৮২৪ (১.৯)	১৪৩২ (১.৯)	১,৫২৪ (১.৯)	১,২৭২ (২.৩)	১,১১১ (২.২)	৯৯৭ (২.৭)	১,০২৫ (৩.১)
৮. অন্যান্য	২৯৮৫ (৩.১)	২৭২৯ (৩.৬)	২,৯২৪ (৩.৬)	২,২৭৭ (৪.১)	১,৯৬৮ (৪.০)	১,৮৭০ (৫.০)	১২৪৬ (৩.৭)
উপ-মোট:	**২৪,৫২১ (২৫.৩)**	**২১,১৬৪ (২৮.২)**	**২০,৭৪৬ (২৫.৮)**	**১৬,০৮৯ (২৯.১)**	**১৫,২৬০ (৩০.৭)**	**১২,২৯৮ (৩২.৮)**	**১১,১৯৩ (৩৩.৬)**
গ) জ্বালানি অবকাঠামো							
৯. বিদ্যুৎ বিভাগ	১৬৪৮৫ (১৭.০)	৮২৭৬ (১১.০)	৯,২৭৩ (১১.৫)	৮,৫৮৯ (১৫.৫)	৮,৮৪০ (১৭.৮)	৭,২৪৮ (১৯.৩)	৬,০২৮ (১৮.১)
১০.জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	১৯৯৪ (২.১)	১০১৯ (১.৪)	২,২২৩ (২.৮)	১,৮৮১ (৩.৪)	১,২৯৫ (২.৬)	৬৭৯ (১.৮)	৯৮৭ (৩.০)
উপ-মোট:	১৮,৪৭৯ (১৯.১)	৯,২৯৫ (১২.৪)	১১,৪৯৬ (১৪.৩)	১০,৪৭০ (১৮.৯)	১০,১৩৫ (২০.৪)	৭,৯২৭ (২১.১)	৭,০১৫ (২১.১)
ঘ) যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫৬৫০ (৫.৮)	৩৪৫০ (৪.৬)	৪,৪৮৫ (৫.৬)	২৮৫৮ (৫.২)	৩,১৫৯ (৬.৪)	০ (০.০)	০ (০.০)
১২. সড়ক পরি. ও মহাসড়ক বিভাগ	৫৬৭৫ (৫.৯)	৪৩৯৬ (৫.৯)	৪,৬০৮ (৫.৭)	৩,৬২৫ (৬.৬)	৩,৬০৫ (৭.৩)	৪,৪৭৫ (১১.৯)	২,৯৫২ (৮.৯)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৫- ১৬	সংশোধিত ২০১৪- ১৫	বাজেট ২০১৪- ১৫	হিসাব ২০১৩-১৪	হিসাব ২০১২-১৩	হিসাব ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১
১৩. সেতু বিভাগ	৮৯২১ (৯.২)	৫২৯৯ (৭.১)	৮,৭৩৫ (১০.৯)	২,০৬৭ (৩.৭)	৭৮৫ (১.৬)	৪১৮ (১.১)	৩৮৪ (১.২)
১৪. অন্যান্য	১৪১৩ (১.৫)	৭৭৪ (১.০)	৮৮৪ (১.১)	৭০৫ (১.৩)	৫৩২ (১.১)	২৮৫ (০.৮)	২৯৫ (০.৯)
উপ-মোট:	২১,৬৫৯ (২২.৩)	১৩,৯১৯ (১৮.৬)	১৮,৭১২ (২৩.৩)	৯,২৫৫ (১৬.৭)	৮,০৮১ (১৬.৩)	৫,১৭৮ (১৩.৮)	৩,৬৩১ (১০.৯)
মোট:	৮৫,৯৬৭ (৮৮.৬)	৬৪,৫৫৪ (৮৬.১)	৭০,৪৭৩ (৮৭.৭)	৪৯,৯০৩ (৯০.২)	৪৪,৮৮৬ (৯০.৪)	৩৩,৯৭২ (৯০.৫)	৩০,৩৭৫ (৯১.৩)
১৫. অন্যান্য	১১,০৩৩ (১১.৪)	১০,৪৪৬ (১৩.৯)	৯,৮৪১ (১২.২)	৫,৪৩০ (৯.৮)	৪,৭৫৮ (৯.৬)	৩,৫৬১ (৯.৫)	২,৯০৮ (৮.৭)
মোট এডিপি	৯৭,০০০*	৭৫,০০০**	৮০,৩১৪	৫৫,৩৩৩	৪৯,৬৪৪	৩৭,৫৩৩	৩৩,২৮৩

বন্ধনিতে মোট এডিপি বরাদ্দের শতকরা হার দেখানো হয়েছে; * স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের নিজস্ব তহবিল থেকে বাজেটে অবদান হবে ৩,৯৯৬.৯২ কোটি টাকা যার ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সর্বমোট বরাদ্দ হবে ১,০০৯৯৬.৯২ কোটি টাকা; *** স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের নিজস্ব তহবিল থেকে সংশোধিত বাজেটে অবদান হবে ২,৮৪১.৬৯ কোটি টাকা, যার ফলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সর্বমোট বরাদ্দ হবে ৭৭,৮৪১.৬৯ কোটি টাকা

সারণি ১০: সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বিভাজন

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৫- ১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪- ১৫	হিসাব ২০১৩-১৪	হিসাব ২০১২-১৩	হিসাব ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১
ক) সামাজিক অবকাঠামো	৬৯,১৮৩	৬৩,৩২০	৬৩,০৩৬	৫০,৬৪৫	৪২,৯৭৩	৩৮,৬৭৭	৩৬,২১৯
	(২৩.৪৪)	(২৬.৪২)	(২৫.১৬)	(২৬.৯১)	(২৪.৪৪)	(২৫.৩৭)	(২৮.২৪)
<u>মানব সম্পদ</u>							
১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৭১০৩	১৬,১৯৭	১৫,৫৪০	১৪,১৩১	১১,৩৩৪	১০,৫৭৯	১০,০৭৯
	(৫.৮০)	(৬.৭৬)	(৬.২০)	(৭.৫১)	(৬.৪৫)	(৬.৯৪)	(৭.৮৬)
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৪৫০২	১২,৪১৭	১৩,৬৭৩	১০,৯৫৭	৯,৪১৩	৮,১৫৭	৮,৩০৪
	(৪.৯১)	(৫.১৮)	(৫.৪৬)	(৫.৮২)	(৫.৩৫)	(৫.৩৫)	(৬.৪৭)
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১২৬৯৫	১১,৫৩৮	১১,১৪৬	৯,৩৪৮	৮,৫৪৯	৭,৬৬৭	৭,২৮৭
	(৪.৩০)	(৪.৮১)	(৪.৪৫)	(৪.৯৭)	(৪.৮৬)	(৫.০৩)	(৫.৬৮)
৪. অন্যান্য	১৫৭৭১	১৫,১৭৪	১৩,৭০৬	৯,৫৪৮	৭,৬২৫	৬,৮৬৯	৬,১১৮
	(৫.৩৪)	(৬.৩৩)	(৫.৪৭)	(৫.০৭)	(৪.৩৪)	(৪.৫১)	(৪.৭৭)
উপ-মোট:	৬০,০৭১	৫৫,৩২৬	৫৪,০৬৫	৪৩,৯৮৪	৩৬,৯২১	৩৩,২৭২	৩১,৭৮৮
	(২০.৩৬)	(২৩.০৮)	(২১.৫৮)	(২৩.৩৭)	(২১.০০)	(২১.৮৩)	(২৪.৭৮)
<u>খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা</u>							
৫. খাদ্য মন্ত্রণালয়	১৬৭২	১,১৩৬	১,৬৮৫	৯১৯	৮১৪	১,১২২	১,১৯৪
	(০.৫৭)	(০.৪৭)	(০.৬৭)	(০.৪৯)	(০.৪৬)	(০.৭৪)	(০.৯৩)
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৭৪৪০	৬,৮৫৮	৭,২৮৬	৫,৭৪২	৫,২৩৮	৪,২৮৩	৩,২৩৭
	(২.৫২)	(২.৮৬)	(২.৯১)	(৩.০৫)	(২.৯৮)	(২.৮১)	(২.৫২)
উপ-মোট:	৯,১১২	৭,৯৯৪	৮,৯৭১	৬,৬৬১	৬,০৫২	৫,৪০৫	৪,৪৩১
	(৩.০৯)	(৩.৩৪)	(৩.৫৮)	(৩.৫৪)	(৩.৪৪)	(৩.৫৫)	(৩.৪৫)
খ) ভৌত অবকাঠামো	৯০৪১৯	৬৮,৯৫৮	৭৫,৫৪৩	৫৮,৭৮৩	৫৯,২৫৮	৪৪,৪৪৭	৩৮,৮১৪
	(৩০.৬৪)	(২৮.৭৭)	(৩০.১৬)	(৩১.২৩)	(৩৩.৭০)	(২৯.১৬)	(৩০.২৬)
<u>কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন</u>							
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	১২৬৯৯	১২,২৭৮	১২,৩৯০	১২,০৭৫	১৪,৮২২	৯,৭৬০	৮,৪৩৮
	(৪.৩০)	(৫.১২)	(৪.৯৫)	(৬.৪২)	(৮.৪৩)	(৬.৪০)	(৬.৫৮)
৮. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩৮৮৬	২,৯৩০	৩,৬১৯	২,৭৪৩	২,৪৮১	২,১৩৪	২,০৪০
	(১.৩২)	(১.২২)	(১.৪৪)	(১.৪৬)	(১.৪১)	(১.৪০)	(১.৫৯)
৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৮৮৬৭	১৭,০০১	১৫,৪৬৪	১২,৩৯৯	১২,৩১৪	৯,৪৪২	৯,০৩৭
	(৬.৩৯)	(৭.০৯)	(৬.১৭)	(৬.৫৯)	(৭.০০)	(৬.১৯)	(৭.০৫)
১০. অন্যান্য	৫৫২৩	৫,১৯৮	৫,৩৩৭	৪,৫২৬	৪,২১৭	৪,৩৮৫	৩,৬৪৮
	(১.৮৭)	(২.১৭)	(২.১৩)	(২.৪০)	(২.৪০)	(২.৮৮)	(২.৮৪)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৫- ১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪- ১৫	হিসাব ২০১৩-১৪	হিসাব ২০১২-১৩	হিসাব ২০১১-১২	হিসাব ২০১০-১১
উপ-মোট:	৪০,৯৭৫	৩৭,৪০৭	৩৬,৮১০	৩১,৭৪৩	৩৩,৮৩৪	২৫,৭২১	২৩,১৬৩
	(১৩.৮৯)	(১৫.৬১)	(১৪.৬৯)	(১৬.৮৭)	(১৯.২৪)	(১৬.৮৭)	(১৮.০৬)
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	১৮৫৪০	৯,৩৩৯	১১,৫৪০	১০,৫০৪	১০,২৮০	৭,৯৬৯	৭,২৩৩
	(৬.২৮)	(৩.৯০)	(৪.৬১)	(৫.৫৮)	(৫.৮৫)	(৫.২৩)	(৫.৬৪)
যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. সড়ক পরি. ও মহাসড়ক বিভাগ	৭৯১১	৬,৬৬০	৬,৮৬৪	৫,৫৬০	৫,৩৬৯	৭,২৭৮	৫,৫৮৪
	(২.৬৮)	(২.৭৮)	(২.৭৪)	(২.৯৫)	(৩.০৫)	(৪.৭৭)	(৪.৩৫)
১২. রেলপথ মন্ত্রণালয়	৭৭১৭	৫,৩২৮	৬,৩৬৩	৪,৪৬২	৪,৮৪১	১	০
	(২.৬২)	(২.২২)	(২.৫৪)	(২.৩৭)	(২.৭৫)	(০.০০)	(০.০০)
১৩. সেতু বিভাগ	৮৯৫৩	৫,৩০০	৮,৭৩৭	২,০৬৭	৭৮৫	৪১৮	৩৮৫
	(৩.০৩)	(২.২২)	(৩.৪৯)	(১.১০)	(০.৪৫)	(০.২৭)	(০.৩০)
১৪. অন্যান্য	১৭৪৮	১,০৬৪	১,১৮২	১,০৭০	৭৯৭	৫৫৮	৫০৩
	(০.৫৯)	(০.৪৩)	(০.৪৭)	(০.৫৭)	(০.৪৫)	(০.৩৭)	(০.৩৯)
উপ-মোট:	**২৬,৩২৯**	**১৮,৩৫২**	**২৩,১৪৬**	**১৩,১৫৯**	**১১,৭৯২**	**৮,২৫৫**	**৬,৪৭২**
	(৮.৯২)	**(৭.৬৬)**	**(৯.২৪)**	**(৬.৯৯)**	**(৬.৭১)**	**(৫.৪১)**	**(৫.০৫)**
১৫. অন্যান্য সেক্টর	৪,৫৭৫	৩,৮৬০	৪,০৪৭	৩,৩৭৭	৩,৩৫২	২,৫০২	১,৯৪৬
	(১.৫৫)	(১.৬১)	(১.৬২)	(১.৭৯)	(১.৯১)	(১.৬৪)	(১.৫২)
গ) সাধারণ সেবা	**৮২৫৬০**	**৫৭,৪৭৩**	**৫৯,০৪৯**	**৩৭,০৮৭**	**২৮,৫৪১**	**২৬,৯৯৫**	**২৫,১৬০**
	(২৭.৯৮)	**(২৩.৯৮)**	**(২৩.৫৭)**	**(১৯.৭১)**	**(১৬.২৩)**	**(১৭.৭১)**	**(১৯.৬২)**
জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা	১৩৬৩০	১৩,৮৮৩	১২,৫৫৭	১১,৭৫৯	৯,৬৫৫	৮,৭৩৭	৭,৮১৯
	(৪.৬২)	(৫.৭৯)	(৫.০১)	(৬.২৫)	(৫.৪৯)	(৫.৭৩)	(৬.১০)
১৬. অন্যান্য	৬৮,৯৩০	৪৩,৫৯০	৪৬,৪৯২	২৫,৩২৮	১৮,৮৮৬	১৮,২৫৮	১৭,৩৪১
	(২৩.৩৬)	(১৮.১৯)	(১৮.৫৬)	(১৩.৪৬)	(১০.৭৪)	(১১.৯৮)	(১৩.৫২)
মোট:	**২৪২,১৬২**	**১৮৯,৭৫১**	**১৯৭,৬২৮**	**১৪৬,৫১৫**	**১৩০,৭৭২**	**১১০,১১৯**	**১০০,১৯৩**
	(৮২.১)	**(৭৯.২)**	**(৭৮.৯)**	**(৭৭.৮)**	**(৭৪.৪)**	**(৭২.২)**	**(৭৮.১)**
ঘ) সুদ পরিশোধ	৩৫১০৯	২৯৮৬৫	৩১,০৪৩	২৮,২০৬	২৪,২৭৩	২০,৩৫১	১৫,৬২২
	(১১.৯০)	(১২.৪৬)	(১২.৩৯)	(১৪.৯৯)	(১৩.৮০)	(১৩.৩৫)	(১২.১৮)
ঙ) পিপিপি,ভর্তুকি ও দায়	৬৫০৯	৬৯৪৬	৮,৪৪৭	৩,৩৫৬	২,৪৬৭	৫,২১১	১,৮৯৯
	(২.২১)	(২.৯০)	(৩.৩৭)	(১.৭৮)	(১.৪০)	(৩.৪২)	(১.৪৮)
চ) নিট ঋণদান ও অন্যান্য ব্যয়	১১৩২১	১৩১১০	১৩,৩৮৯	১০,১২৮	১৮,৩১৮	১৬,৭৫৯	১০,৫৫৪
	(৩.৮৪)	(৫.৪৭)	(৫.৩৪)	(৫.৩৮)	(১০.৪২)	(১০.৯৯)	(৮.২৩)
মোট বাজেট	**২৯৫,১০০**	**২৩৯,৬৬৮**	**২৫০,৫০৬**	**১৮৮,২০৮**	**১৭৫,৮৩১**	**১৫২,৪৪৮**	**১২৮,২৬৮**

*বন্ধনিতে মোট বাজেটের শতকরা হার দেখানো হয়েছে

সারণি ১১: মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৫-১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪-১৫
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	১৬	১৫	১৪
জাতীয় সংসদ	২০৩	২০৫	২১৯
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৮০২	৮০৯	৭৬২
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৫০	৩৫	৪৩
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১৪৮৬	৮৪৯	৭২৮
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১৪৯৮	১৩৮৫	১২৯৮
সরকারি কর্ম কমিশন	৩৪	৩১	৩১
অর্থ বিভাগ	৯১৪৪৬	৬২৭৫৫	৭১৪৬৪
মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	১৬২	১৪৬	১৪৫
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	১৮০০	১৩৫৬	১৬৯৪
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৯২৪	৯১৬	৭৭৩
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১৮৩৯	১৮৩৯	১৯০৪
পরিকল্পনা বিভাগ	১০৮৭	৩৪৪৫	১৬২৫
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন বিভাগ	১৩৯	৯৭	১২৩
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৩৯৩	২৩৫	৩৮১
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৩৫৯	২৭৭	২৪২
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৯০২	৮৭৪	৮৩৬
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১৮৩৭৭	১৭৭৬৩	১৬৪৫৬
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	২১	২৩	২২
আইন ও বিচার বিভাগ	১০৪৫	৯৪৮	১০০৯
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১২৪০০	১২৭৩৯	১১৩৬৬
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	২১	১৮	২২
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৪৫০২	১২৪২০	১৩৬৭৬
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৭১১২	১৬২০৬	১৫৫৪৮
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৫৫০	৩৯৫১	২৫২৮
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১২৭২৫	১১৫৬৮	১১১৭৬
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১২১৩	৯৩৪	১০২৮
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩২৫৭	২৭৯৩	২৯০৫
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৬৭৯	১৫৩৩	১৫৮০
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩০২	২২৬	১৪৮
গৃহায়ন ও গণপুর্ত মন্ত্রণালয়	২৯১৯	২০২১	২০৫৯
তথ্য মন্ত্রণালয়	৬৫৮	৫৯৭	৫৯১
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৬৫	৩০২	২৫৮
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪২৮	৩৯৩	৩৪৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৫-১৬	সংশোধিত ২০১৪-১৫	বাজেট ২০১৪-১৫
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৮৩৫	৭৬৭	৭৯৫
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৮৮৭২	১৭০০৫	১৫৪৬৮
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১৩৫১	১৬০৪	১৫১৭
শিল্প মন্ত্রণালয়	১৩৭২	১৬০৯	১৭৩৫
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	২৮৪	৪৩২	৪৫৫
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২০৩৭	১০৫২	২২৫৬
কৃষি মন্ত্রণালয়	১২৭০৩	১২২৮৪	১২৩৯৫
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১৪৮৯	১২০৫	১৩৪৪
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১০২০	৯৩৬	৯১২
ভূমি মন্ত্রণালয়	৮৮৫	৭৬৮	৮৩০
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩৮৮৬	২৯৩০	৩৬১৯
খাদ্য মন্ত্রণালয়	১৮৯৯	১২৯৪	১৯৯৫
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৭৪৪০	৬৮৫৮	৭২৮৭
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৭৯১২	৬৬৫৯	৬৮৬৪
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৭৭৫১	৫৩৫৬	৬৩৯২
নৌ- পরিবহন মন্ত্রণালয়	১৩৭৬	৯১৭	১০২২
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৩৭২	১৪৬	১৬০
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২৩৭১	১৫১২	১২৮৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭৭৯	৬৮৪	৭৩৫
বিদ্যুৎ বিভাগ	১৬৫০৪	৮২৮৭	৯২৮৪
সুপ্রীম কোর্ট	১১২	১২৫	১১৪
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৬৭৯	১৬৩৭	১৭৪৩
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৪৩৮	৫৩৩	৪৯৬
দুর্নীতি দমন কমিশন	৬৩	৬৫	৫৯
সেতু বিভাগ	৮৯৫৩	৫৩০০	৮৭৩৭
সর্বমোট	**২৯৫১০০**	**২৩৯৬৬৮**	**২৫০৫০৬**

সারণি ১২: পিপিপি'র আওতায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত ৪২টি প্রকল্পের তালিকা

খাত	ক্রম	প্রকল্পের নাম
পরিবহন	১	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (চুক্তি স্বাক্ষরিত)
	২	মংলা বন্দরে ২টি জেটি নির্মাণ
	৩	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে মাল্টিমোড সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন
	৪	ঢাকা বাইপাস চার লেনে উন্নীতকরণ
	৫	শান্তিনগর- মাওয়া ফ্লাইওভার নির্মাণ
	৬	হেমায়েতপুর - মানিকগঞ্জ পিপিপি সড়ক নির্মাণ
	৭	ঢাকা- চট্টগ্রাম এ্যাকসেস কন্ট্রোল হাইওয়ে
	৮	বঙ্গবন্ধু ব্রিজে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ
	৯	ফুলছড়ি বাহাদুরাবাদ মিটার গেজ রেলওয়ে ব্রিজ
	১০	ঢাকা- আশুলিয়া এলিভেটেড একপ্রেসওয়ে
	১১	যাত্রাবাড়ি- সুলাতানা কামাল ব্রিজ তারাবো পিপিপি রোড
	১২	লালদিয়া বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ
	১৩	খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা
	১৪	ধীরাশ্রম রেলস্টেশনে নতুন আইসিডি নির্মাণ
	১৫	পাটুরিয়া- গোয়ালন্দ- তে ২য় পদ্মাসেতু নির্মাণ
	১৬	৩য় সমুদ্র বন্দর
অর্থনৈতিক অঞ্চল	১	কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক নির্মাণ (২টি চুক্তি)
	২	মংলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল
	৩	মহাখালিতে আইটি ভিলেজ নির্মাণ
	৪	মিরসরাইয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল- ২
	৫	শেরপুরে অর্থনৈতিক অঞ্চল- ৩
	৬	আনোয়ারা- চট্টগ্রামে অর্থনৈতিক অঞ্চল- ৫
	৭	সিলেটে হাইটেক পার্ক নির্মাণ
	৮	সিরাজগঞ্জে অর্থনৈতিক অঞ্চল- ১
পর্যটন	১	কক্সবাজারে পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র্ উন্নয়ন
	২	জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রামে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ
	৩	কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (মোটেল উপল)
	৪	সাবরাং এক্সক্লুসিভ ট্যুরিস্ট জোন প্রতিষ্ঠা

খাত	ক্রম	প্রকল্পের নাম
স্বাস্থ্য	১	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার
	২	জাতীয় কিডনি ও ইউরোলজি ইনস্টিটিউটে কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার
	৩	বয়স্ক নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও হসপিটালিটি কমপ্লেক্স নির্মাণ অবসর
	৪	সৈয়দপুরে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ
	৫	পাকশীতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ
	৬	খুলনায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও ২৫০ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণ
	৭	কমলাপুরে মেডিকেল কলেজ ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ
	৮	চট্টগ্রাম সিআরবিতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ
আবাসন	১	মিরপুরে এনএইচএ হাউজিং স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ
	২	পিপিপি’র ভিত্তিতে বাসস ভবন নির্মাণ
	৩	কুমিল্লায় রেলওয়ের অব্যবহৃত জমিতে হোটেল- কাম- গেস্ট হাউস ও শপিং মল নির্মাণ
	৪	চট্টগ্রামে রেলওয়ের অব্যবহৃত জমিতে হোটেল- কাম- গেস্ট হাউস ও শপিং মল নির্মাণ
	৫	খুলনায় রেলওয়ের অব্যবহৃত জমিতে হোটেল- কাম- গেস্ট হাউস ও শপিং মল নির্মাণ
শক্তি	১	চট্টগ্রামের কুমিরাতে এলএনজি বটলিং প্লান্ট স্থাপন

সারণি ১৩: অনুমোদিত অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের তালিকা

ক্রম	প্রকল্পের নাম
১	সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বঙ্গবন্ধু সেতুসংলগ্ন স্থান)
২	মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল, বাগেরহাট
৩	মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রাম
৪	আনোয়ারা (গহিরা)অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রাম
৫	শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, মৌলভীবাজার
৬	শ্রীপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, গাজীপুর, (জাপানিজ ইকনমিক জোন)
৭	Sabrang Tourism SEZ, কক্সবাজার
৮	আগৈলঝড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, বরিশাল
৯	আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম (Chinese Economic & Industrial Zone)
১০	Dhaka IT SEZ, Keranigonj
১১	জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল
১২	নারায়ণগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল
১৩	ভোলা অর্থনৈতিক অঞ্চল
১৪	আশুগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৫	কুষ্টিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল
১৬	পঞ্চগড় অর্থনৈতিক অঞ্চল
১৭	নীলফামারী অর্থনৈতিক অঞ্চল
১৮	নরসিংদী অর্থনৈতিক অঞ্চল
১৯	মানিকগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল (পুরাতন আরিচা ফেরিঘাটে বিআইডব্লিউটিএ এর অব্যবহৃত জমি)
২০	ঢাকা অর্থনৈতিক অঞ্চল, দোহার
২১	হবিগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, চুনারুঘাট
২২	শরীয়তপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, জাজিরা
২৩	শরীয়তপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, গোসাইরহাট
২৪	জালিয়ারদ্বীপ অর্থনৈতিক অঞ্চল, টেকনাফ, কক্সবাজার
২৫	মেঘনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইকনমিক জোন, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ
২৬	মেঘনা ইকনমিক জোন, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ
২৭	ফমকম বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল, মংলা, বাগেরহাট
২৮	এ. কে. খান বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল
২৯	আব্দুল মোনেম বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল
৩০	বিজেএমইএ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, মুন্সিগঞ্জ

পরিশিষ্ট- খ

সারণি- ১৪: কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের আয়ের করমুক্ত আয়ের সীমা এবং করহারের বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত হার

(ক) কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা:

করদাতা	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
সাধারণ করদাতা	২ লক্ষ ২০ হাজার	২ লক্ষ ৫০ হাজার
মহিলা ও ৬৫ বছর ঊর্ধ্ব করদাতা	২ লক্ষ ৭৫ হাজার	৩ লক্ষ
প্রতিবন্ধী করদাতা	৩ লক্ষ ৫০ হাজার	৩ লক্ষ ৭৫ হাজার
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৪ লক্ষ	৪ লক্ষ ২৫ হাজার

(খ) কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করহার:

মোট আয়		কর হার
বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	
প্রথম ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	প্রথম ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	শূন্য
পরবর্তী ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	পরবর্তী ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	১০ শতাংশ
পরবর্তী ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	পরবর্তী ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	১৫ শতাংশ
পরবর্তী ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	পরবর্তী ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	২০ শতাংশ
পরবর্তী ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	পরবর্তী ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	২৫ শতাংশ
অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর-	অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর-	৩০ শতাংশ

(গ) কোম্পানি করদাতা ব্যতীত সিগারেট উৎপাদনকারী অন্য সকল শ্রেণির করদাতাদের করহার:

সিগারেট উৎপাদন ব্যবসা হতে অর্জিত করযোগ্য আয়	শূন্য-৩০ শতাংশ	৪৫ শতাংশ

(ঘ) কো-অপারেটিভ সোসাইটির কর হার:

কো-অপারেটিভ সোসাইটির অর্জিত করযোগ্য আয়	শূন্য	১৫ শতাংশ

সারণি ১৫: কোম্পানির করহার

কোম্পানির করহার:		
বিবরণ	**বিদ্যমান হার**	**প্রস্তাবিত হার**
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি	২৭.৫ শতাংশ	২৫ শতাংশ
নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি	৩৫ শতাংশ	৩৫ শতাংশ
পাবলিকলি ট্রেডেড- ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত) নন-পাবলিকলি ট্রেডেড- ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪২.৫ শতাংশ ৪২.৫ শতাংশ	৪০ শতাংশ ৪২.৫ শতাংশ
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫ শতাংশ	৩৭.৫ শতাংশ
সিগারেট প্রস্তুতকারী: পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি- সিগারেট প্রস্তুতকারী নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি- সিগারেট প্রস্তুতকারী	৪০ শতাংশ ৪৫ শতাংশ	৪৫ শতাংশ ৪৫ শতাংশ
মোবাইল ফোন: পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি	৪০ শতাংশ ৪৫ শতাংশ	৪০ শতাংশ ৪৫ শতাংশ
লভ্যাংশ আয়	২০ শতাংশ	২০ শতাংশ
ব্যবসায়িক টার্নওভারের উপর প্রদেয় ন্যূনতম কর	০.৩০ শতাংশ	০.৩০ শতাংশ (উৎপাদনে নিয়োজিত নূতন করদাতার প্রথম তিন বছর এ করের হার হবে ০.১০ শতাংশ)
পোল্ট্রি, গবাদি পশু ও মাছের হ্যাচারি আয়ের করহার:		
পোল্ট্রি শিল্পের আয়	শূন্য	প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর ৩ শতাংশ; পরবর্তী ২০ লক্ষ টাকার উপর ১০ শতাংশ; অবশিষ্ট আয়ের উপর ১৫ শতাংশ।
পোল্ট্রি ফিড, গবাদি পশু, বীজ, দুধ, ব্যাঙ, তুঁত চাষ, মৌমাছি চাষ, রেশম চাষ, ছত্রাক চাষ, ফুল চাষ	৩ শতাংশ	প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর ৩ শতাংশ; পরবর্তী ২০ লক্ষ টাকার উপর ১০ শতাংশ; অবশিষ্ট আয়ের উপর ১৫ শতাংশ।
হাঁস-মুরগী, চিংড়ী ও মাছের হ্যাচারি	সাধারণ করহার প্রযোজ্য	প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর ৩ শতাংশ; পরবর্তী ২০ লক্ষ টাকার উপর ১০ শতাংশ; অবশিষ্ট আয়ের উপর ১৫ শতাংশ।

সারণি ১৬: যে সকল পণ্যের সম্পুরক শুল্ক হ্রাস, বৃদ্ধি ও আরোপ করা হয়েছে

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপুর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমুহের বিবরণ (Description of Goods)	বর্তমান সম্পুরক শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত সম্পুরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)
০৩.০২	সকল এইচ,এস,কোড	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 03.04.	১৫	২০
০৩.০৩	সকল এইচ,এস,কোড	Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 03.04.	১৫	২০
০৩.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen.	১৫	২০
০৩.০৫	০৩০৫.১০.১০	মানুষের খাওয়ার উপযোগী মাছের টুকরা বা গুড়া (আড়াই কেজি পর্যন্ত মোড়ক বা টিনজাত)	১০	২০
	০৩০৫.৩১.৯০ ০৩০৫.৩২.৯০ ০৩০৫.৩৯.৯০	শুকনা, লবণাক্ত বা লবণের দ্রবণে সংরক্ষিত কিন্তু ধুমায়িত নয় এমন কাটা ছাড়ানো মাছ (আড়াই কেজি পর্যন্ত মোড়ক বা টিনজাত ব্যতীত)	১০	২০
	০৩০৫.৫৯.৯০	অন্যান্য শুকনা মাছ (লবণাক্ত হউক বা না হউক), ধুমায়িত নয় (আড়াই কেজি পর্যন্ত মোড়ক বা টিনজাত ব্যতীত)	১০	২০
০৩.০৬	০৩০৬.১৬.০০ ০৩০৬.১৭.০০	হিমায়িত চিংড়ি	১৫	২০
০৪.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	মাখন এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত চর্বি ও তৈল; ডেইরী স্প্রেডস্	১৫	২০
০৭.০২	সকল এইচ,এস,কোড	তাজা বা ঠান্ডা টমেটো	১৫	২০
০৭.০৯	সকল এইচ,এস,কোড	Other vegetables, fresh or chilled.	১৫	২০
০৮.০২	০৮০২.৯০.১১ ০৮০২.৯০.১৯	তাজা বা শুকনা সুপারি, খোসা ছাড়ানো হউক বা না হউক	১৫	৩০
০৯.০২	০৯০২.৩০.০০	Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg	১৫	২০
	০৯০২.৪০.০০	Other black tea (fermented) and other partly fermented tea	১৫	২০
১৭.০২	১৭০২.৩০.২০	Liquid glucose	৩০	২০
	১৭০২.৩০.৯০	Other glucose and glucose syrup	৩০	২০
	১৭০২.৪০.০০	Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than 50% by weight of fructose, excluding invert sugar	৩০	২০
১৭.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	কোকাযুক্ত নয় এমন সুগার কনফেকশনারী (সাদা চকলেটসহ)	৩০	২০
১৮.০৬		কোকাযুক্ত চকলেট এবং অন্যান্য খাদ্য প্রিপারেশন:		

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপুর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমুহের বিবরণ (Description of Goods)	বর্তমান সম্পুরক শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত সম্পুরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)
	১৮০৬.২০.০০	কোকাযুক্ত চকলেট এবং অন্যান্য খাদ্য প্রিপারেশন (২ কেজির উর্ধ্বে ব্লক, স্লাব বা বার আকারে অথবা তরল, পেস্ট, গুড়া, দানাদার বা অন্যরূপে বাল্ক প্যাকিং এ)	৩০	২০
	১৮০৬.৩১.০০ ১৮০৬.৩২.০০	ফিনিস্ড চকলেট (ব্লক, স্লাব বা বার আকারে)	৩০	২০
	১৮০৬.৯০.০০	অন্যান্য	৩০	২০
১৯.০২	সকল এইচ,এস,কোড	Pasta, whether or not cooked or stuffed or otherwise preapared; couscous	৪৫	৩০
১৯.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products; all types of cereals	৪৫	৩০
১৯.০৫	১৯০৫.৩১.০০	Sweet biscuits	৬০	৪৫
	১৯০৫.৩২.০০	Waffles and wafers	৬০	৪৫
	১৯০৫.৪০.০০	Rusks, toasted bread and similar toasted products	৬০	৪৫
	১৯০৫.৯০.০০	Other	৬০	৪৫
২০.০৭	সকল এইচ,এস,কোড	রান্নার ফলে প্রাপ্ত জ্যাম, ফলের জেলি, মারমালেডস, ফল বা বাদামযুক্ত পিউরি এবং ফল বা বাদামের পেস্ট, চিনি বা অন্যান্য মিষ্টি পদার্থ যুক্ত হউক বা না হউক	৩০	২০
২১.০৬	২১০৬.৯০.৯০	Other food preparation	০	২০
২৭.১০	২৭১০.১৯.৩৪	গ্রীজ (খনিজ)	২০	১০
২৮.০৭	২৮০৭.০০.০০	সালফিউরিক এসিড, ওলিয়াম	১৫	২০
২৯.১৫	২৯১৫.৭০.৩২	Sodium salt of palmitic acid (soap noodle) imported by other	১৫	২০
২৯.১৭	২৯১৭.৩২.৯০	ডাইঅক্টাইল অর্থোথেলেটস (ডি ও পি)	১৫	২০
	২৯১৭.৩৩.০০	Dinonyl or didecyl orthophthalates	১৫	২০
	২৯১৭.৩৪.০০	Other esters of orthophthalic acid	১৫	২০
	২৯১৭.৩৯.০০	Other plasticizer	১৫	২০
৩২.০৮	৩২০৮.১০.৯০	পলিয়েস্টার বেইজড অন্যান্য পেইন্টস, ভার্ণিশ (এনামেল লেকারসহ)	১৫	২০
	৩২০৮.২০.৯৯	Other paints based on acrylic or vinyl polymers, in a non-aqueous medium	১৫	২০
	৩২০৮.৯০.৯০	অন্যান্য পেইন্টস, ভার্ণিশ এবং লেকার	১৫	২০
৩২.০৯	৩২০৯.১০.৯০	এক্রেলিক ভিনাইল পলিমার বেইজড অন্যান্য পেইন্ট এন্ড ভার্ণিশ (এনামেল ও লেকারসহ)	১৫	২০
	৩২০৯.৯০.৯০	অন্যান্য পেইন্টস, ভার্ণিশ এবং লেকার	১৫	২০
৩২.১০	৩২১০.০০.২০	Prepared water pigments of a kind used for finishing leather, for cleaning footwear in tablet form	১৫	২০

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপুর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমুহের বিবরণ (Description of Goods)	বর্তমান সম্পুরক শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত সম্পুরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)
	৩২১০.০০.৯০	অন্যান্য পেইন্ট, বার্ণিশ (এনামেল, লেকার ও ডিস্টেম্পারসহ)	১৫	২০
৩৪.০৫	৩৪০৫.১০.০০	Polishes, creams and similar preparations for footwear or leather	১৫	২০
৩৬.০৫	৩৬০৫.০০.০০	দিয়াশলাই; শিরনামা সংখ্যা ৩৬.০৪ এর পাইরোটেকনিক পণ্য সামগ্রী ব্যতীত	৩০	২০
৩৮.০৮	৩৮০৮.৯১.২১	Mosquito coil; aerosol; mosquito repellent	৩০	২০
৩৯.১৯	৩৯১৯.১০.০০ ৩৯১৯.৯০.৯০	প্লাস্টিকের তৈরি সেলফ এডহেসিভ প্লেট, শীট, ফিল্ম, ফয়েল, টেপ, স্ট্রীপ এবং অন্যান্য ফ্ল্যাট আকৃতি (রোল আকারে) (মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান ব্যতিত)	২০	১০
৩৯.২০		প্লাস্টিকের প্লেট, শীট, ফিল্ম, ফয়েল, স্ট্রীপ (নন-সেলুলার, রিইনফোর্সড নহে, অন্য কোন পদার্থ দ্বারা ল্যামিনেটেড, সাপোর্টেড বা অন্য কোন পদার্থের সাথে অনুরূপ উপায়ে সমন্বিত):		
	৩৯২০.২০.১০	ছাপানো আকারে প্রোপাইলিন পলিমারের তৈরি (ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত ঔষধ প্রশাসনের প্রত্যয়নকৃত ব্লকলিস্টভূক্ত পণ্য ব্যতীত)	২০	১০
	৩৯২০.৬৯.১০	ছাপানো আকারে অন্যান্য পলিয়েস্টারের তৈরি	২০	১০
	৩৯২০.৯২.১০	ছাপানো আকারে প্লাস্টিকের তৈরি পলিমাইডস	২০	১০
	৩৯২০.৯৯.৯০	অন্যান্য প্লাস্টিক শীট	২০	১০
৩৯.২১		প্লাস্টিকের তৈরি অন্যান্য প্লেট, শীট, ফিল্ম, ফয়েল ও স্ট্রীপ (সেলুলার, রিইনফোর্সড, অন্য কোন পদার্থ দ্বারা ল্যামিনেটেড, সাপোর্টেড বা অন্য কোন পদার্থের সাথে অনুরূপ উপায়ে সমন্বিত):		
	৩৯২১.৯০.৯১	ছাপানো আকারে অন্যান্য প্লাস্টিকের তৈরি সেলুলার, ভলকানাইজড, মেটালাইজড বা অনুরূপ প্লাস্টিক	৪৫	৩০
৩৯.২৩		পণ্য বহন বা প্যাকিং এর জন্য ব্যবহৃত প্লাস্টিকের তৈরি দ্রব্যাদি:		
	৩৯২৩.১০.০০	প্লাস্টিকের তৈরি বাক্স, কেইস, ক্রেট এবং সমজাতীয় পণ্য	৬০	৪৫
	৩৯২৩.২১.০০	Sacks and bags (including cones) of polymers of ethylene other than plastics	৬০	৪৫
	৩৯২৩.২৯.৯০	Sacks and bags (including cones) of other plastics	৬০	৪৫
	৩৯২৩.৩০.৯০	কার্বয়, বোতল, ফ্লাস্ক ও সমজাতীয় পণ্য (ঔষধের স্যাশে ও ইনহেলারের কন্টেইনার ব্যতীত)	৬০	৪৫
	৩৯২৩.৪০.৯০	Other Spools, caps, bobbins and similar supports	৬০	৪৫
	৩৯২৩.৫০.০০	Stoppers, lids, caps and other closures	৬০	৪৫
	৩৯২৩.৯০.৯০	প্লাস্টিক প্যালেটস	৬০	৪৫

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপুর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমুহের বিবরণ (Description of Goods)	বর্তমান সম্পুরক শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত সম্পুরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)
৩৯.২৪	৩৯২৪.১০.০০	প্লাস্টিকের টেবিলওয়্যার বা কিচেনওয়্যার	৬০	৪৫
	৩৯২৪.৯০.৯০	অন্যান্য	৬০	৪৫
৩৯.২৫	৩৯২৫.২০.০০	প্লাস্টিকের তৈরি দরজা, জানালা ও উহাদের ফ্রেম এবং দরজার threshold	৬০	৪৫
৩৯.২৬	৩৯২৬.৪০.০০	Statuettes এবং অন্যান্য গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি	৪৫	৩০
	৩৯২৬.৯০.৯৯	প্লাস্টিকের তৈরি অন্যান্য দ্রব্যাদি	৪৫	৩০
৪০.১১	৪০১১.১০.০০	মোটর গাড়ির টায়ার	০	২০
৪২.০৩	৪২০৩.৩০.০০	Belts and bandoliers	০	২০
	৪২০৩.৪০.০০	Other clothing accessories	০	২০
৪৪.১০ হতে ৪৪.১২	সকল এইচ,এস,কোড (৪৪১১.১২.০০, ৪৪১১.১৩.০০ ও ৪৪১১.১৪.০০ ব্যতীত)	সকল প্রকার পার্টিক্যাল বোর্ড, ওরিয়েন্টেড স্ট্রান্ড বোর্ড ও সমজাতীয় বোর্ড, ফাইবার বোর্ড, হার্ড বোর্ড, প্লাইউড, ভিনিয়ার্ড প্যানেলস্ ও সমজাতীয় লেমিনেটেড পণ্য	১৫	১০
৪৪.১৮	সকল এইচ,এস,কোড	দরজা, জানালা, উহাদের ফ্রেম ও থ্রেশহোল্ড, প্যারকিট প্যানেল, শাটারিং, শিংগেল ও শেক এবং সমজাতীয় পণ্য	১৫	১০
৪৮.০২	৪৮০২.৫৪.৯০	Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10% by weight of the total fibre content consists of such fibres of weighing less than 40 g/m² (Excl. imported by VAT registered manufacturing industries)	১৫	১০
৪৮.১৮	সকল এইচ,এস,কোড	টয়লেট পেপার, টিস্যু পেপার, টাওয়েল বা ন্যাপকিন পেপার বা সমজাতীয় পণ্য, গৃহস্থালী, সেনিটারী বা অনুরুপ কাজে ব্যবহৃত	৪৫	৩০
৪৮.১৯	৪৮১৯.১০.০০	Cartons, boxes and cases, of corrugated paper and paperboard	১৫	১০
	৪৮১৯.২০.০০	ম্যাচ কাঠি প্যাকিংয়ের জন্য ডুপেক্স আউটার শেল ব্যতীত নন- করোগেটেড পেপার ও পেপার বোর্ডের তৈরি ফোল্ডিং কার্টুন, বাক্স ও কেস	১৫	১০
	৪৮১৯.৩০.০০	স্যাকস্ এবং ব্যাগস্ (৪০ সে. মি ও তদুর্ধ্ব প্রস্থ বেজ বিশিষ্ট)	১৫	১০
৪৮.২১	৪৮২১.১০.০০	প্রিন্টেড লেভেলস	৩০	২০
৪৯.০১	৪৯০১.১০.০০	Printed Books, Brochures, leaflets, similar printed matter in single sheets, wheather or not folded	১৫	১০
৪৯.১১	সকল এইচ,এস,কোড	ছাপানো ছবি, ফটোগ্রাফসসহ অন্যান্য ছাপানো পণ্য সামগ্রী	১৫	১০

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপুর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমুহের বিবরণ (Description of Goods)	বর্তমান সম্পুরক শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত সম্পুরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)
৫০.০৭	সকল এইচ,এস,কোড	Woven fabrics of silk or of silk waste.	০, ৪৫	৪৫
৫৮.০১	সকল এইচ,এস,কোড	Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 58.02 or 58.06.	৩০	২০
৫৮.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 60.02 to 60.06.	০	২০
৫৯.০৩	৫৯০৩.১০.৯০	Other textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with polyvinyl chloride	৩০	২০
	৫৯০৩.২০.৯০	Other textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with polyurethane	৩০	২০
	৫৯০৩.৯০.৯০	Other textile fabrics with polyurethane	৩০	২০
৬০.০১	সকল এইচ,এস,কোড	Pile fabrics, including "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted.	৩০	২০
৬০.০২	সকল এইচ,এস,কোড	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 60.01.	৩০	২০
৬০.০৩	সকল এইচ,এস,কোড	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 60.01 or 60.02	৩০	২০
৬০.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other those of heading 60.01	৩০	২০
৬০.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than of headings 60.01 to 60.04	৩০	২০
৬০.০৬	সকল এইচ,এস,কোড	Other knitted or crocheted fabrics	৩০	২০
৬১.০১ এবং ৬১.০২	সকল এইচ,এস,কোড	ওভারকোট, কার- কোট, কেইপ, ক্লোক, অ্যানোর‍্যাক (স্কি- জ্যাকেটসহ), উইন্ডচিটার, উইন্ড- জ্যাকেট এবং সমজাতীয় পণ্য, নিটেড বা ক্রশেটেড	৬০	৪৫
৬১.০৩	সকল এইচ,এস,কোড	ছেলেদের স্যুট, ইনসিম্বল, জ্যাকেট, ব্লেজার, ট্রাউজার, বিব ও ব্রেস ওভারঅল, ব্রিচ ও শর্টস (সাঁতারের পোশাক ছাড়া), নিটেড বা ক্রশেটেড	৬০	৪৫
৬১.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	মেয়েদের স্যুট, ইনসিম্বল, জ্যাকেট, ব্লেজার, ড্রেস, স্কার্ট, ডিভাইডেড স্কার্ট, ট্রাউজার, বিব ও ব্রেস ওভারঅল, ব্রিচ ও শর্টস (সাঁতারের পোশাক ছাড়া), নিটেড বা ক্রশেটেড	৬০	৪৫

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপুর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমুহের বিবরণ (Description of Goods)	বর্তমান সম্পুরক শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত সম্পুরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)
৬১.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	ছেলেদের শার্ট, নিটেড বা ক্রশেটেড	৬০	৪৫
৬১.০৬	সকল এইচ,এস,কোড	মেয়েদের ব্লাউজ, শার্ট এবং শার্ট- ব্লাউজ, নিটেড বা ক্রশেটেড	৬০	৪৫
৬১.০৭	সকল এইচ,এস,কোড	ছেলেদের আন্ডারপ্যান্ট, ব্রিফ, নাইটশার্ট, পায়জামা, বাথরোব, ড্রেসিং গাউন এবং সমজাতীয় পণ্য, নিটেড বা ক্রশেটেড	৬০	৪৫
৬১.০৮	সকল এইচ,এস,কোড	মেয়েদের স্লিপ, পেটিকোট, ব্রিফ, প্যান্টি, নাইটড্রেস, পায়জামা, নেগলেজি, বাথরোব, ড্রেসিং গাউন এবং সমজাতীয় পণ্য, নিটেড বা ক্রশেটেড	৬০	৪৫
৬১.০৯	সকল এইচ,এস,কোড	টি- শার্ট, সিংলেট এবং অন্যান্য ভেস্ট, নিটেড বা ক্রশেটেড	৬০	৪৫
৬১.১০	সকল এইচ,এস,কোড (৬১১০.১২.০০ ও ৬১১০.১৯.০০ ব্যতীত)	জার্সি, পুলওভার, কার্ডিগান, ওয়েস্টকোট এবং সমজাতীয় পণ্য, নিটেড বা ক্রশেটেড (কাশ্মিরী ছাগল বা অন্য প্রাণীর সরু লোম দ্বারা তৈরি সামগ্রী ব্যতীত)	৬০	৪৫
৬১.১১	সকল এইচ,এস,কোড	শিশুদের গার্মেন্টস ও ক্লোদিং এক্সেসরিজ, নিটেড বা ক্রশেটেড	৬০	৪৫
৬১.১৩	৬১১৩.০০.০০	নিটেড বা ক্রশেটেড ফেব্রিক্সের (৫৯.০৩, ৫৯.০৬ বা ৫৯.০৭ হেডিং এর) তৈরি গার্মেন্টস	৬০	৪৫
৬১.১৪	সকল এইচ,এস,কোড	অন্যান্য গার্মেন্টস, নিটেড বা ক্রশেটেড	৬০	৪৫
৬১.১৫	সকল এইচ,এস,কোড	প্যান্টি হোস, টাইটস, স্টকিংস, সকস এবং অন্যান্য হোসিয়ারী (ভেরিকোজ শিরার জন্য স্টকিংস এবং সোলবিহীন জুতাসহ), নিটেড বা ক্রশেটেড	৬০	৪৫
৬১.১৬	সকল এইচ,এস,কোড	গ্লাভস, মিটেনস এবং মিটস, নিটেড বা ক্রশেটেড	৬০	৪৫
৬১.১৭	সকল এইচ,এস,কোড (৬১১৭.৮০.৯০ ব্যতীত)	অন্যান্য নিটেড বা ক্রশেটেড ক্লোদিং এক্সেসরিজ; গার্মেন্টস বা ক্লোদিং এক্সেসরিজের অংশ (স্পোর্টস আউটফিট হিসাবে ব্যবহৃত নি- ক্যাপ, অ্যাঙ্কলেট ইত্যাদি ব্যতীত)	৬০	৪৫
৬২.০১ থেকে ৬২.১০ পর্যন্ত	সকল এইচ,এস,কোড	পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের সকল ধরনের তৈরি পোশাক, অন্তর্বাস ও সমজাতীয় পণ্য (সাঁতারের পোশাক ছাড়া)	৬০	৪৫

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপুর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমুহের বিবরণ (Description of Goods)	বর্তমান সম্পুরক শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত সম্পুরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)
৬২.১১	৬২১১.৩২.০০ ৬২১১.৩৩.০০ ৬২১১.৩৯.০০ ৬২১১.৪২.০০ ৬২১১.৪৩.০০ ৬২১১.৪৯.০০	ট্র্যাক স্যুট ও অন্যান্য গার্মেন্টস (সাঁতারের পোশাক ও স্কি- স্যুট ব্যতীত)	৩০	২০
৬৪.০৬	৬৪০৬.১০.৯০ ৬৪০৬.২০.৯০	Upper and outer soles and heels	৩০	২০
৬৭.০২	সকল এইচ,এস,কোড	Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit	৩০	২০
৭০.০৩	৭০০৩.১২.০০	সম্পুর্ণভাবে রংকৃত নন ওয়্যারড শীট আকারে কাস্ট অথবা রোল গ্লাস (অস্বচ্ছ, ফ্লাশড্/এ্যাবজরবেন্টসহ, রিফ্লেক্টিং হউক বা না হউক)	৩০	২০
	৭০০৩.১৯.০০	অন্যান্য কাস্ট অথবা রোল গ্লাস নন- ওয়্যার্ড শীট	৩০	২০
	৭০০৩.২০.০০	কাস্ট অথবা রোল গ্লাস ওয়্যার্ড শীট	৩০	২০
	৭০০৩.৩০.০০	কাস্ট অথবা রোল গ্লাস প্রোফাইলস্	৩০	২০
৭০.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	ড্রন গ্লাস এবং বোন গ্লাস শীট, এ্যাবজরবেন্ট থাকুক বা না থাকুক, রিফ্লেক্টিং হউক বা না হউক	৩০	২০
৭০.০৭	৭০০৭.১৯.০০	Other tempered safety glass	১৫	২০
	৭০০৭.২৯.০০	Other laminated safety glass	১৫	২০
৭০.০৯	৭০০৯.৯১.৯০	ফ্রেমবিহীন অন্যান্য কাঁচের আয়না	১৫	২০
	৭০০৯.৯২.৯০	ফ্রেমযুক্ত অন্যান্য কাঁচের আয়না	১৫	২০
৭০.১৬	সকল এইচ,এস,কোড	Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded lights and the like; multi-cellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms.	১৫	২০
৭১.০২	৭১০২.১০.০০ ৭১০২.৩১.০০	অমসৃণ হীরা	১৫	২০
৭১.১৭	সকল এইচ,এস,কোড	ইমিটেশন জুয়েলারী	১৫	২০
৭৩.০৩	৭৩০৩.০০.০০	কাস্ট আয়রনের তৈরি টিউব পাইপস এবং ফাঁপা প্রোফাইল	০	২০
৭৩.০৪	৭৩০৪.১১.২০ ৭৩০৪.১৯.২০	অয়েল অথবা গ্যাস পাইপ লাইনে ব্যবহৃত লাইন পাইপঃ ভিতরের ব্যাস ৮ ইঞ্চি অথবা তার নিম্নে	১৫	২০

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপুর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমুহের বিবরণ (Description of Goods)	বর্তমান সম্পুরক শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত সম্পুরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)
	৭৩০৪.৯০.০০	আয়রন অথবা ষ্টীলের তৈরি অন্যান্য টিউব, পাইপ এবং ফাঁপা প্রোফাইল, সিমলেস (Seamless)	১৫	২০
৭৩.০৬	৭৩০৬.১১.২০ ৭৩০৬.১৯.২০	অয়েল অথবা গ্যাস পাইপ লাইনে ব্যবহৃত লাইন পাইপ, (ভিতরের ব্যাস ৮ ইঞ্চি অথবা তার নিম্নে)	১৫	২০
	৭৩০৬.২১.২০ ৭৩০৬.২৯.২০	অয়েল ও গ্যাসের ড্রিলিং এর কাজে ব্যবহৃত কেসিং এবং টিউবিং (ভিতরের ব্যাস ৮ ইঞ্চি অথবা তার নিম্নে)	১৫	২০
	৭৩০৬.৩০.০০	Other, welded, of circular cross-section of iron or non-alloy steel	১৫	২০
	৭৩০৬.৪০.০০	Other, welded, of circular cross-section, of stainless steel	১৫	২০
	৭৩০৬.৫০.০০	Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel	১৫	২০
	৭৩০৬.৬১.০০	Other, welded, of non-circular cross-section of square or rectangular cross-section	১৫	২০
	৭৩০৬.৬৯.০০	Other, welded, of non-circular cross-section of other non-circular cross-section	১৫	২০
	৭৩০৬.৯০.০০	Other, welded, of non-circular cross-section: Other	১৫	২০
৭৩.২১	৭৩২১.১১.০০	গ্যাস জ্বালানির উপযোগী বা গ্যাস এবং অন্যান্য উভয় জ্বালানির উপযোগী রান্নার তৈজসপত্র এবং প্লেট গরমকারক	১৫	২০
৭৩.২৩	৭৩২৩.৯৩.০০ ৭৩২৩.৯৪.০০ ৭৩২৩.৯৯.০০	Table/kitchenware of stainless steel	১৫	২০
৭৩.২৪	সকল এইচ,এস,কোড	স্টেইনলেস স্টীলের সিঙ্ক, ওয়াস বেসিন উহার যন্ত্রাংশ, ওয়াটার ট্যাপ এবং বাথরুমের অন্যান্য ফিটিংস ও ফিক্সার্স	১৫	২০
৭৪.১৮	৭৪১৮.২০.০০	কপারের তৈরি সেনিটারী ওয়্যার ও উহার যন্ত্রাংশ	১৫	২০
৭৬.১৫	৭৬১৫.২০.০০	এ্যালুমিনিয়াম স্যানিটারী ওয়্যার ও যন্ত্রাংশ	১৫	২০
৮৩.০১	সকল এইচ,এস,কোড (৮৩০১.২০.১০ ব্যতিত)	Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal.	১৫	২০
৮৪.০৭ এবং ৮৪.০৮	৮৪০৭.৩১.১০ ৮৪০৭.৩২.১০ ৮৪০৭.৩৩.১০ ৮৪০৮.২০.১০	দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট অটো রিক্সা/থ্রি হুইলারের ইঞ্জিন	১৫	২০

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপুর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমুহের বিবরণ (Description of Goods)	বর্তমান সম্পুরক শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত সম্পুরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)
	৮৪০৭.৩১.২০ ৮৪০৭.৩২.২০ ৮৪০৭.৩৩.২০ ৮৪০৮.২০.২০	চার স্ট্রোক বিশিষ্ট অটো রিক্সা/থ্রি হুইলারের ইঞ্জিন	১৫	২০
৮৪.২১	৮৪২১.২৩.০০ ৮৪২১.২৯.৯০	ফিল্টার	১৫	২০
৮৫.০৪	৮৫০৪.৩২.০০	Other transformer having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA	১৫	২০
	৮৫০৪.৩৩.০০	Other transformer having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 500 kVA	১৫	২০
৮৫.০৬	৮৫০৬.১০.০০	ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড ব্যাটারী	১৫	২০
	৮৫০৬.৩০.০০	Mercuric oxide battery	০	২০
	৮৫০৬.৪০.০০	Silver oxide battery	০	২০
	৮৫০৬.৫০.০০	Lithium battery	০	২০
	৮৫০৬.৬০.০০	Air-zinc battery	০	২০
	৮৫০৬.৮০.০০	Other primary cells and primary batteries	১৫	২০
৮৫.১৯	৮৫১৯.২০.০০	কয়েন, ব্যাংকনোট, ব্যাংক কার্ড, টোকেন ইত্যাদি দ্বারা চালিত সাউন্ড রেকর্ডিং বা রিপ্রোডিউসিং এপারেটাস, সম্পুর্ণ তৈরি	১৫	২০
	৮৫১৯.৩০.০০	টার্ণ টেবলস (রেকর্ড- ডেক), সম্পুর্ণ তৈরি	১৫	২০
	৮৫১৯.৮১.২০	অন্যান্য সাউন্ড রেকর্ডিং বা রিপ্রোডিউসিং এপারেটাস (ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল অথবা সেমিকন্ডাক্টর মিডিয়া ব্যবহারকারী), সম্পুর্ণ তৈরি	১৫	২০
	৮৫১৯.৮৯.২০	অন্যান্য সাউন্ড রেকর্ডিং বা রিপ্রোডিউসিং এপারেটাস, সম্পুর্ণ তৈরি	১৫	২০
৮৫.২১	সকল এইচ,এস,কোড	ভিডিও রেকর্ডিং বা রিপ্রডিউসিং এর যন্ত্রপাতি, ভিডিও টিউনারযুক্ত হউক বা না হউক	১৫	২০
৮৫.২২	৮৫২২.৯০.২০	লোডেড প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (৮৫.২১ হেডিংভুক্ত পণ্যের জন্য)	১৫	২০
৮৫.২৭	৮৫২৭.১২.০০	পকেট সাইজ রেডিও ক্যাসেট প্লেয়ার, সম্পুর্ণ তৈরি	১৫	২০
	৮৫২৭.২১.০০	সাউন্ড রেকর্ডিং বা উৎপাদনের যন্ত্র সংযোজিত মোটরগাড়িতে ব্যবহার উপযোগী বাহিরের শক্তি ছাড়া চালনাক্ষম নহে এইরুপ রেডিও সম্প্রচার গ্রাহকযন্ত্র, রেডিও টেলিফোন বা রেডিও টেলিগ্রাফ গ্রহণে সক্ষম যন্ত্রসহঃ সাউন্ড রেকর্ডিং বা সাউন্ড রিপ্রোডিউসিং যন্ত্রপাতিসহ, সম্পুর্ণ তৈরি	১৫	১০

শিরোনাম সংখ্যা (Heading No.)	সামঞ্জস্যপুর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমুহের বিবরণ (Description of Goods)	বর্তমান সম্পুরক শুল্কহার (%)	প্রস্তাবিত সম্পুরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৬)
	৮৫২৭.৯১.০০	সাউন্ড রেকর্ডিং বা উৎপাদনের যন্ত্র সংযোজিত বাহিরের শক্তি ছাড়া চালনাক্ষম এইরুপ অন্যান্য রেডিও সম্প্রচার গ্রাহক যন্ত্র, রেডিও টেলিফোন বা রেডিও টেলিগ্রাফ গ্রহণে সক্ষম যন্ত্রসহঃ সাউন্ড রেকর্ডিং বা সাউন্ড পুনঃ উৎপাদনক্ষম যন্ত্রপাতিসহ	১৫	১০
৮৫.৩৯	৮৫৩৯.২১.৯০	Tungsten halogen	২০	১০
	৮৫৩৯.৩২.৯০ ৮৫৩৯.৩৯.৯০	ইন্ডিকেটর পাইলট ল্যাম্প ও পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত ল্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য মার্কারী, সোডিয়াম বা মেটাল হ্যালাইড ল্যাম্প	১৫	১০
৮৫.৪২	৮৫৪২.৩৯.১০	সিম কার্ড	১৫	২০
৮৫.৪৪	৮৫৪৪.১৯.৯০	উইন্ডিং ওয়্যারঃ অন্যান্য	১৫	২০
	৮৫৪৪.২০.০০	দ্বি- অক্ষ বিশিষ্ট (co-axial) তার এবং অন্যান্য দ্বি-অক্ষ বিশিষ্ট (co-axial) বৈদ্যুতিক পরিবাহী	১৫	২০
	৮৫৪৪.৪২.০০	Other electric conductors for a voltage not exceeding 1,000 V fitted with connectors	১৫	২০
৮৫.৪৫	৮৫৪৫.৯০.৯০	ল্যাম্প কার্বন, ব্যাটারী কার্বন, এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য পণ্য	১৫	১০
৮৭.০৩	৮৭০৩.৯০.৪০	ইলেক্ট্রিক ব্যাটারী চালিত মোটর গাড়ি	০	২০
৮৭.১১	৮৭১১.১০.২১ ৮৭১১.১০.৯২ ৮৭১১.২০.২১ ৮৭১১.২০.৯২	চার স্ট্রোক বিশিষ্ট বিযুক্ত মোটর সাইকেল	৩০	৪৫
৯০.০৩	৯০০৩.১১.০০ ৯০০৩.১৯.০০	Frames and mountings for spectacles, goggles or the like	১৫	১০
৯০.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Spectacles, goggles and the like, corrective protective or other	১৫	১০
৯৩.০২	৯৩০২.০০.৯০	রিভলবার ও পিস্তল: অন্যান্য	১০০	১৫০
৯৩.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	৯৩.০১ থেকে ৯৩.০৪ হেডিংভুক্ত পণ্যের যন্ত্রাংশ ও এক্সেসরিজ	১৫	১০
৯৪.০১	৯৪০১.২০.১০	Seats of a kind used for motorcycle	১৫	২০
৯৫.০৪	৯৫০৪.৪০.০০	Playing cards	৩০	২০
৯৬.০৩	৯৬০৩.২১.০০	ডেন্টাল প্লেট ব্রাশসহ সকল প্রকার টুথ ব্রাশ	৩০	২০
৯৬.১৯	৯৬১৯.০০.০০	Sanitary towels (pads) and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar articles, of any material.	৬০	৪৫

সারণি ১৭: সিগারেটের বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত মূল্যস্তর এবং সম্পূরক শুল্কের হার

বিদ্যমান মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা	বিদ্যমান করভার	প্রস্তাবিত মূল্য (১০ শলাকার জন্য) টাকা	প্রস্তাবিত করভার (সম্পূরক শুল্ক হার)
১৫.০০- ১৬.৫০	৪৩%	নিম্নতম ১৯.০০ টাকা	৪৮%
৩২.৫০- ৩৫.০০	৬০%	নিম্নমান ২০.০০ টাকা হতে ৩৯.০০ টাকা পর্যন্ত	৬০%
৫০.০০- ৫৪.০০	৬১%	মধ্যমান ৪০.০০ টাকা হতে ৬৯.০০ টাকা পর্যন্ত	৬১%
৯০ ও তদূর্ধ্ব	৬১%	উচ্চমান ৭০.০০ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৩%

সারণি ১৮: আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কর এর হ্রাস/বৃদ্ধি

ক) **২৫ শতাংশ আমদানি শুল্কযোগ্য পণ্যের মধ্যে রেগুলেটরি ডিউটি (Regulatory Duty) অব্যাহতি দেয়ার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত পণ্যের তালিকা:**

Sl.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1.	1513.29.00	Palm kernel or babassu oil and fractions thereof (excl. crude)
2.	1901.90.20	Dry mixed ingredients of food preparations imported in bulk
3.	1901.90.91	Malt extract; food preparations imported in bulk by VAT registered food processing industries
4.	2710.19.21	Lubricating Oil
5.	3919.10.00	Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip in rolls of a width not exceeding 20 cm
6.	3919.90.20	Performance Tape/Closure/Side Tape
7.	4010.31.00 4010.32.00 4010.33.00 4010.34.00	Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts)
8.	4011.20.10	New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on buses or lorries of rim size upto 16 inch
9.	4823.90.94	Air laid paper imported by VAT registered sanitary napkin manufacturers
10.	5603.12.10	Textile back sheet/Non woven air through bonded (ADL)
11.	7213.91.20	Wire rod imported by VAT registered bicycle manufacturing industries
12.	7318.15.00	Other screws and bolts, whether or not with their nuts or washers
13.	7318.16.00	Nuts
14.	7610.90.10	Aluminium composite panel
15.	8516.79.10	Vaporizer heating machine
16.	8523.21.00	Cards incorporating a magnetic stripe
17.	9602.00.10	Gelatin capsules (empty)

খ) ১০ শতাংশ আমদানি শুল্কযোগ্য পণ্যের মধ্যে রেগুলেটরি ডিউটি (Regulatory Duty) আরোপের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত পণ্যের তালিকা:

Sl.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1.	0910.91.91	Spices premix imported by VAT registered foodstuffs manufacturing industries
2.	1104.12.10	Oats rolled or flaked grains of oats wrapped/canned upto 2.5 kg
3.	2103.90.10	Mixed seasonings
4.	2106.90.40	Stabilizer for milk imported by VAT registered milk foodstuffs manufacturing and agro-processing industries
5.	2902.90.10	Refined naphthalene
6.	3208.20.91	Cover coat/medium imported by VAT registered ceramic ware manufacturers
7.	3215.11.10	Flexo/Gravure in liquid form imported by VAT registered manufacturers
8.	3215.19.10	Flexo/Gravure in liquid form imported by VAT registered manufacturers
9.	3402.11.10	Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LABSA)
10.	3920.62.90	Other poly(ethylene terephthalate)
11.	4411.12.00 4411.13.00 4411.14.00	Medium density fiberboard (MDF)
12.	4811.59.20	Melamine impregnated decorative paper
13.	5512.19.10	Silk screen imported by VAT registered ceramicware manufacturers
14.	7304.19.10	Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines Exceeding 8 inch inner dia
15.	7306.19.10	Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines Exceeding 8 inch inner dia
16.	7307.92.11	Sleeves imported by VAT registered tyre manufacturing industries
17.	7311.00.20	LP gas cylinder capacity below 5000 litres
18.	7408.11.00	Copper wire of refined copper
19.	7605.11.00	Aluminium wire rod
20.	7607.11.90	Aluminium foil not backed
21.	8309.10.00	Crown corks
22.	8309.90.10	Lug caps
23.	8309.90.30	Combination seal for vials
24.	8448.20.10	Jute Pin; Jute Staves
25.	8704.21.16 8704.22.14 8704.23.13 8704.31.16 8704.32.13	Dump Truck/Tipper (including CNG operated)

Sl.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
	8704.90.13	
26.	9403.20.20	Racks of a kind used in the pharmaceutical laboratory imported by VAT registered pharmaceutical industries
27.	9403.60.10	Furniture of a kind used in pharmaceutical laboratory imported by VAT registered pharmaceutical industries

গ) **হাঁসমুরগী ও গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার্য কাঁচামালের শুল্ক অব্যাহতির প্রস্তাব:**

Sl. No.	H.S.Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	2517.49.00	Limestone (Feedgrade)
2.	2801.10.00	Chlorine
3.	2805.12.00	Calcium
4.	2833.19.00	Sodium Hydrogen Sulfate
5.	2836.30.00	Sodium Hydogen Carbonate
6.	1212.21.19	Sea weeds & Other Algae use in dairy & poultry
7.	2942.00.00	Poultry Dung Fermentation leaven

ঘ) **হাঁসমুরগী ও গবাদি পশুখাতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশে শুল্ক অব্যাহতির প্রস্তাব:**

Sl. No.	H.S.Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	3808.90.10	Biological deodorant for biogas plant
2.	4821.90.10	Mini pipette for semen sampling

ঙ) **রেশম শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য রেশমজাত পণ্যের শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব:**

Sl. No.	H.S.Code	Description of goods	Existing CD Rate	Proposed CD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	5002.00.00	Raw Silk (not thrown).	10	25
2.	5003.00.00	Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock).	10	25
3.	5004.00.00	Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale.	10	25
4.	5005.00.00	Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale.	10	25
5.	5006.00.00	Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silk-worm gut.	10	25

চ) তাঁত শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য কতিপয় পণ্যের শুল্ক- কর হ্রাসের প্রস্তাব:

Serial No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1.	2815.12.00	Caustic Soda
2.	2830.10.00	Sodium sulphide
3.	2832.20.00	Hydros
4.	2833.11.00	Glauber salt
5.	2836.20.00	Soda ash
6.	3204.13.00	Basic dye
7.	3204.15.00	Vat dye
8.	5402.47.00	Polyester yarn
9.	5402.52.00	Polyester yarn

ছ) রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের প্রতিরক্ষণে কতিপয় পণ্যের শুল্ক- কর হ্রাসের প্রস্তাব:

Serial No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1.	7308.30.00	Fire Resistant Door
2.	8424.20.30	Sprinkler System and equipments
3.	8528.69.00	Video conference device
4.	8531.20.00	Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light emitting diodes (LED)
5.	9405.40.49	LED tube light or LED bulb or LED lamps including rechargable LED lamps
6.	9405.40.90	Emergency light with Exit sign and double heads |

জ) ঔষধ শিল্পের কাঁচামালের শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব:

Table-I

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	2907.19.00	Propofol
2.	2932.19.00	Eribulin Mesylate INN
3.	2932.99.00	Sucralose USNF
4.	2933.21.00	Phenytoin Sodium
5.	2933.59.90	Piperazine Citrate
6.	2933.99.00	Racecadotril
7.	2934.10.00	Dasatinib Monohydrate INN
8.	2934.30.00	Flutamide USP
9.	2935.00.00	Sildenafil Citrate
10.	2936.29.00	Calcium Folinate BP
11.	2937.19.90	Goserelin Acetate INN
12.	2937.29.00	Abiraterone Acetate INN

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)
13.	2937.29.00	Exemestane INN
14.	2939.51.00	Doxofyline
15.	2939.99.90	Pilocarpine HCL
16.	2939.99.90	Irinotecan
17.	2939.99.90	Vinorelbin USP
18.	3004.90.99	Hydroxyurea (compacted) USP

Table-II

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	2905.17.00	Kolliwax CSA
2.	2915.29.90	Calcium Acetate
3.	2917.19.00	Sodium Stearyl Fumarate USP

ঝ) **শিল্পখাতের যেসব পণ্যে শুল্ক হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে:**

১। বাংলাদেশে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান Active Pharmaceutical Ingredient (API) প্রস্তুত করছে। এরূপ প্লান্টে উৎপাদিত Acetonitrile HPLC ও Methanol HPLC এর আলাদা H.S. Code নেই। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ বিবেচনা করে Acetonitrile HPLC grade ও Methanol HPLC এর জন্য পৃথক H.S. Code সৃজন করা হয়েছে।

২। Hepatitis C নিরাময়কারী ঔষধ এর কাঁচামাল Simeprevir Sodium, Lepipasvirr, Sofosbuvir, Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir, Dasabuvir এর আমদানিতে মুল্য সংযোজন কর (মুসক) প্রযোজ্য রয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে এসব পণ্যের আমদানি পর্যায়ে মুসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

৩। বাংলাদেশে খেলনা প্রস্তুত শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে খেলনা প্রস্তুতে ব্যবহৃত প্রায় সকল উপকরণ আমদানি নির্ভর। এ সকল উপকরণ আমদানিতে ক্ষেত্র বিশেষে ১০% হতে ২৫% আমদানি শুল্ক এবং ১৫% মুসক প্রযোজ্য রয়েছে। উচ্চ শুল্ক হারের জন্য আমদানিকৃত খেলনার সঙ্গে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান অসমপ্রতিযোগীতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই দেশীয় খেলনা শিল্পের প্রসার এবং প্রতিরক্ষণের জন্য খেলনা তৈরিতে ব্যবহার্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ আমদানিতে একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে শর্ত সাপেক্ষে ৫% এর অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক এবং সমুদয় মুল্য সংযোজন কর (মুসক) হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

৪। Busbar Trunking System (H.S. Code 8537.10.11) বিশেষ ধরনের ইলেকট্রিক সরঞ্জাম, যা ভবনের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত হয়। বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানে যে ক্ষমতা এবং মানের Busbar Trunking System ব্যবহৃত হয় তা দেশে উৎপাদিত হয় না বিধায় পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উক্ত পণ্যে মুলধনী যন্ত্রপাতির রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে

৫। ১২০ এমভিএ পর্যন্ত ট্রান্সফরমার দেশে উৎপাদিত হয় বলে এই ক্ষমতার ট্রান্সফরমার এর মুলধনী যন্ত্রপাতির সুবিধা প্রত্যাহার করে ১২০ এমভিএ এর অধিক ক্ষমতার ট্রান্সফরমারকে আমদানিতে মুলধনী যন্ত্রপাতির রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৬। বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ৭৩/১৯৯৭ এর মাধ্যমে এর মুলধনী পণ্যে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়। সমতার বিবেচনায় উক্ত প্রজ্ঞাপনে রেয়াতি সুবিধা সরকারী খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রকেও প্রদান করা হয়েছে।

৭। (ক) তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামো খাতে ব্যবহার্য ও H.S. Code 8517.62.40 ভুক্ত পণ্য Grand Master Clock, Modulator, Multiplexer, Optical fiber platform, Network Management system (NMS) এর উপর প্রযোজ্য ১৫% মুসক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ মোতাবেক প্রত্যাহার করা হয়েছে।

(খ) বর্তমানে টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি আমদানির লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১৫৮-আইন/২০০৮/২১৮৯/শুল্ক, তারিখ ১৯/০৬/২০০৮ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর লাইসেন্সধারী International Gateway (IGW), Interconnection Exchange (ICX) & International Internet Gateway (IIG) অপারেটরগণকে প্রদত্ত সুবিধা Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) অপারেটরগণকে প্রদান ও উভয়ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে ৩% এর অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক এর স্থলে ৫% এর অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক, সমুদয় মুল্য সংযোজন কর ও ক্ষেত্রমতে সম্পুরক শুল্ক হতে অব্যাহতি প্রদান করে প্রজ্ঞাপনটি সংশোধন করা হয়েছে।

(গ) Fibre Optic Cable বর্তমানে দেশে তৈরি হচ্ছে বিধায় এর আমদানিতে প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১৫৮/২০০৮ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত রেয়াতি সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

৮। Fire extinguishers, whether or not charged (H.S.Code 8424.10.00) আমদানিতে বর্তমানে ৫% আমদানি শুল্ক, ১৫% মুসক প্রযোজ্য রয়েছে। পণ্যটি সরকারী দপ্তর ছাড়াও সকল প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপনের কাজে ব্যবহৃত হয়। পণ্যটি সহজলভ্য করার জন্য মুলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৯। জাহাজ শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১৫০/২০১৩ তে আরও কতিপয় সরঞ্জাম যেমন, Electrical and signaling equipment (H.S. Code 8530.80.00, 8537.10.90), door & window (H.S. Code 7610.10.00), Air vent head (H.S. Code 7304.90.00) কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১০। **এছাড়াও নিম্নবর্ণিত পণ্যের শুল্ক হ্রাস/বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে:**

Sl. No.	H.S.Code	Description of goods	Existing CD Rate	Proposed CD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1006.30.10	Fortified rice kernels	10	10
2.	1104.12.10	Rolled or flaked grains of oats (Wrapped/canned upto 2.5 kg.)	5	10
3.	1104.12.90	Other oats in bulk	5	10
4.	1108.11.00	Wheat starch	5	10

Sl. No.	H.S.Code	Description of goods	Existing CD Rate	Proposed CD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	1108.12.00	Maize (corn) starch	10	25
6.	1108.14.00	Manioc (cassava) starch	5	10
7.	1108.19.00	Other starches	5	10
8.	1208.10.00	Soya meals	0	5
9.	1701.12.00 1701.13.00 1701.14.00	Raw sugar	Bangladesh Taka 2000/- per Metric Ton	Bangladesh Taka 4000/- per Metric Ton (যা আগামি ১ আগষ্ট, ২০১৫ থেকে কার্যকর হবে)
10.	1701.91.00 1701.99.00	Refined sugar	Bangladesh Taka 4500/- per Metric Ton	Bangladesh Taka 8000 per Metric Ton (যা আগামি ১ আগষ্ট, ২০১৫ থেকে কার্যকর হবে)
11.	2106.90.40	Stabilizer for milk imported by VAT registered milk foodstuffs manufacturing and agro-processing industries	25	10
12.	2306.41.00	Oil cake of low erucic acid rape or colza	0	5
13.	2526.20.00	Crushed or powdered natural steatite	5	10
14.	3206.19.10	Filler master batch	5	10
15.	3208.20.91	Cover coat/medium imported by VAT registered ceramicware manufacturers	25	10
16.	3215.11.10	Flexo/Gravure in liquid form imported by VAT registered manufacturers	25	10
17.	3215.19.10	Flexo/Gravure in liquid form imported by VAT registered manufacturers	25	10
18.	3402.90.20	Cleaning preparation imported by VAT registered steel manufacturing industries	25	10
19.	3824.90.30	Barium/strontium ferrite powder imported by VAT registered manufacturers	10	5
20.	3909.30.10	Polymeric-methylene diphenyl di-isocyanate imported by VAT registered refrigerator/ freezer manufacturers	10	5
21.	3917.40.10	Silicone tube imported by VAT medical instruments manufacturing industries	25	10
22.	3920.40.30	PVC film imported by VAT medical instruments manufacturing industries	25	10
23.	3920.62.90	Other	25	10
24.	3923.90.10	Trays for transportation and keeping of chicks and eggs	10	25
25.	4001.21.10	Natural rubber imported by VAT registered tyre manufacturing industries	5	10
26.	4203.30.00	Belts and bandoliers	10	25
27.	4203.40.00	Other clothing accessories	10	25
28.	4410.11.00	Particle board imported by furniture exporting industries	10	25

Sl. No.	H.S.Code	Description of goods	Existing CD Rate	Proposed CD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29.	5301.29.10	Flax fibre	5	0
30.	5512.19.10	Silk screen imported by VAT registered ceramicware manufacturers	25	10
31.	7206.10.00 7206.90.00	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms	Bangladesh Taka 5000/- per Metric Ton	Bangladesh Taka 7000/- per Metric Ton
32.	7207.11.00 7207.12.00 7207.19.00 7207.20.00	Semi-finished products of iron or non-alloy steel.	Bangladesh Taka 5000/- per Metric Ton	Bangladesh Taka 7000/- per Metric Ton
33.	7216.21.00	L sections	10	25
34.	7225.99.10	Metal frames for LCD/LED TV panel imported by VAT registered TV manufacturers	10	5
35.	7307.92.11	Sleeves imported by VAT registered tyre manufacturers	25	10
36.	7310.21.20	Tin plated printed cans imported by VAT registered manufacturers	25	10
37.	8101.99.10	Tungsten filament imported by VAT registered incandescent light bulb manufacturers	10	5
38.	8481.80.21	Hand diaphragm valve	25	10
39.	8472.90.10	Automated teller machine (ATM)	10	5
40.	8523.21.00	Cards incorporating a magnetic stripe	10	25
41.	8523.29.13	Other computer software (customized)	2	5
42.	8523.49.29	Other computer software (customized)	2	5
43.	8523.59.10	Proximity Cards and tags	2	5
44.	8526.91.10	GPS vehicle tracking system	2	25
45.	8535.21.10	Automatic circuit recloser	5	10
46.	8535.21.10	Automatic circuit recloser	5	10
47.	8536.10.00	Fuses	10	25
48.	8544.11.10	Welding copper wire imported by VAT registered fan manufacturing industries	25	10
49.	8544.70.00	Optical fibre cables	5	10
50.	9018.39.12	Blood transfusion set	5	10
51.	9018.39.13	Feeding tube	5	10
52.	9018.39.14	IV cannulae	5	10
53.	9018.39.15	Scalp vein set	5	10
54.	9018.39.16	Suction catheter	5	10
55.	9018.39.30	Urine drainage bag	5	10
56.	9403.20.20	Racks of a kind used in the pharmaceutical laboratory imported by VAT registered pharmaceutical industries	25	10
57.	9403.60.10	Furniture of a kind used in pharmaceutical laboratory imported by VAT registered pharmaceutical industries	25	10
58.	9405.40.49	Other LED lamps and bulb	5	10

ঞ) **বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের কতিপয় পণ্যের শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব:**

Serial No.	H.S. Code	Description	Existing CD Rate	Proposed CD Rate
(1)	(2)	(3)		
1.	3923.29.10	Airtight storage bags with zipper	10	0
2.	7019.90.10	Biogas digester imported by VAT registered bio-gas plant	5	0
3.	8419.19.10	Solar thermal water heater	10	0
4.	8513.10.10	Solar powered lantern/lamps having no provision for electrical power	25	0
5.	8535.90.10	Automatic sensor switch for lighting control	10	5

ট) **ভূমিকম্পসহ যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অত্যাবশ্যকীয় কতিপয় পণ্যের শুল্ক- কর হ্রাসের প্রস্তাব:**

ক্রমিক	পণ্যের বিবরণ ও এইচএস কোড	প্রস্তাবিত শুল্ক-কর হার
(১)	(২)	(৩)
1.	Sand compaction machinery, Jet grouting machinery, Bibro compaction (Flatation) machinery, Cement grouting machinery, Soil anchoring, Grouting apparatus, CPT with seismic probe, Accelerometer, Seismometer,	CD-0%
2.	Truck mounted CPT, Shake table, Fibre reinforced polymer (FRP), Rubber bearing	CD-5%

ঠ) **যেসব খাত/পণ্যে শুল্ক যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে:**

১। পেঁয়াজ (H.S. Code 0703.10.11 & 0703.10.19) আমদানি সংক্রান্ত এসআরও নং ১৩৪-আইন/২০০৯/২২৩৭/শুল্ক, তারিখ ১১/০৬/২০০৯ বাতিল করে Bangladesh Customs Tariff তে সমন্বয় করে শুল্কহার ০% করা হয়েছে।

২। Waste Paper থেকে Newsprint তৈরির ক্ষেত্রে De-inking কেমিক্যাল একটি অপরিহার্য কাঁচামাল বিধায় এর ক্ষেত্রে প্রদত্ত শুল্ক সুবিধা অব্যাহত রেখে এস,আর,ও নং ৩২৫/২০০০ এর মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

৩। বিদ্যমান নীতির সাথে অসঙ্গতিপুর্ণ হওয়ায় এবং এর মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকির সুযোগ থাকায় Secondary quality Iron or non alloy steel এর জন্য করা পৃথক H.S. Code 7209.18.10 বিলুপ্ত করা হয়েছে।

৪। দেশে এখন 1.0 mm পর্যন্ত পুরুত্বের সিআর কয়েল, Coated or colour coated sheet তৈরি হচ্ছে বিধায় H.S. Code 7210.70.30 এর বর্ণনা "Of a thickness of more than 0.6 mm" সংশোধন করে "Of a thickness of more than 1.0 mm" করা হয়েছে।

৫। Fan motor with or without revolving mechanism আমদানিতে বর্তমানে ১০% আমদানি শুল্ক এবং ১৫% মুসক কার্যকর রয়েছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান শুধু মটর আমদানি করে Revolving mechanism সহ অন্যান্য কম্পোনেন্ট সংযোজন করে ফ্যান তৈরি করে থাকে তাদের প্রতিরক্ষণে সংশ্লিষ্ট H.S. Code সমুহের বর্ণনা সংশোধন করে "Fan motor with revolving mechanism" করে শুল্ক- কর অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৬। মিথ্যা ঘোষণা এবং শুল্ক ফাঁকি রোধে H.S. Code 8414.51.10 ও 8414.51.90 একীভুত করে সকল প্রকার ফ্যান এ সমহারে ৪৫% সম্পুরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

৭। ক্যাবল লাইনের মাধ্যমে স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখতে Set top box নামক একটি Apparatus এর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই যন্ত্রটির কোন সুনির্দিষ্ট H.S. Code না থাকায় শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে জটিলতার এবং মিথ্যা ঘোষণার আশংকা থেকে যায়। তাই পণ্যটিকে Heading 85.28 এর অধীন ঐ.S. Code 8528.71.00 কে বিভাজন করে আমদানি শুল্ক ২৫% নির্ধারণ করা হয়েছে।

৮। শুল্কায়নের জটিলতা নিরসনে Bangladesh Customs Tariff এর FIRST SCHEDULE এ H.S. Code 8443.91.00, H.S. Code 8414.90.10, H.S. Code 9503.00.10 এবং H.S. Code 9503.00.30 এর বিপরীতে বর্তমানে কার্যকর statistical unit পরিবর্তন করে kg করা হয়েছে।

৯। **এছাড়াও নিম্নবর্ণিত পণ্যের শুল্ক যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে:**

Sl. No.	H.S.Code	Description of goods	Existing CD Rate	Proposed CD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2520.10.10	Gypsum, imported as fertilizer	0	0
2.	2520.10.90	Gypsum other than fertilizer	0	5
3.	2840.20.10	Solubor	5	0
4.	2908.19.10	Chlorophenols	2	25
5.	2921.21.10	Zinc salts as fertilizer	5	0
6.	3204.13.10	Azo dyes	5	25
7.	3812.30.10	Organotin compounds	5	25
8.	4809.90.90	Other copying or transfer papers	10	25
9.	5502.00.00	Artificial filament tow.	5, 10	25
10.	8202.31.00	Circular saw blade with working part of steel	2	10
11.	8202.39.00	Other, including parts	2	10
12.	8202.40.00	Chain saw blades	2	10
13.	8202.91.00	Straight saw blades, for working metal	2	10
14.	8202.99.90	Other saw blades	2	10
15.	8204.20.00	Interchangeable spanner sockets, with or without handles	2	10
16.	8443.31.00	Machines which perform two or more of the functions of printing, copying or facsimile transmission, capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network	10	5
17.	8443.39.91	Copying machines and facsimile machines	10	5
18.	8506.30.00	Mercuric oxide battery	10	25
19.	8506.40.00	Silver oxide battery	10	25
20.	8506.50.00	Lithium battery	10	25
21.	8506.60.00	Air-zinc battery	10	25
22.	8507.80.10	Power bank for charging mobile phone	25	10
23.	8525.80.90	Other cameras	25	10
24.	8543.70.30	Electronic insects repelling devices	5	25
25.	8546.90.00	Other electrical insulators	2	10

Sl. No.	H.S.Code	Description of goods	Existing CD Rate	Proposed CD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	8704.21.16 8704.22.14 8704.23.13 8704.31.16 8704.32.13 8704.90.13	Dumper/tipper in CBU (including CNG operated)	25	10

ড) **যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT অব্যাহতি দেয়া হয়েছে:**

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing VAT rate	Proposed VAT rate
1.	2520.10.10	Gypsum, imported as fertilizer	15	0
2.	2840.20.10	Solubor boron	15	0
3.	2921.21.10	Zinc salts as fertilizer	15	0
4.	2942.00.10	Simeprevir sodium, Lepipasvir, Sofobuvir, Ombitasvir, Partitaprevir, Ritonavir, Dasabuvir	15	0
5.	3916.90.20	Fibre re-inforced polymer (FRP) sticks and profile shapes	15	0
6.	4016.99.20	Rubber bearing	15	0
7.	8430.61.10	Sand/Vibro compaction	15	0
8.	8430.61.20	Jet/Cement grouting	15	0
9.	8430.61.30	Soil anchoring/Grounting apparatus	15	0
10.	8705.90.10	Truck mounted CPT	15	0
11.	8517.62.40	Grandmaster clock; modulator; multiplexer; optical fibre platform; network management system	15	0
12.	8705.90.10	Truck mounted CPT	15	0
13.	9014.80.10	Accelerometer	15	0
14.	9015.80.10	Seismometer	15	0
15.	9024.80.10	Shake table/CPT with seismic probe machine	15	0